# ললনা-মুকুর।

(অনন্ত রহস্য।)

## প্রথম বিম্ব।

### সঙ্কটে—রমণী।

গ্রীষ্মকাল—প্রচণ্ড রৌদ্র—তাহাতে আবার বেলা দ্বিপ্রহর, সূর্য্যদেব যেন নিখিল জীবগণের প্রতি সহস্র হস্তে অগ্নিকণা বর্ষণ করিতেছেন, প্রকৃতি নিস্তব্ধ। পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া প্রায় সকলেই আহারাদি সমাপনান্তে বিশ্রামার্থে গা ঢালিয়া দিয়াছেন—কোথায় পল্লিস্থ শ্বাগণ মুখব্যাদান করতঃ জিহ্বা বহিষ্কৃত করিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ঈষৎ মস্তক সঞ্চালনে ধুকিতেছে—কোথায় বনস্থ শৃগালাদি পশুগণ বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছে—জগৎপ্রাণ মৃদু বহিতেছে, প্রাণ আই ঢাই করিতেছে। প্রখরতর সৌরকর স্পর্শে সকলেই ম্রিয়মান—কেহ নিদ্রিত, কেহবা অনিদ্রিত অবস্থায় ব্যজন সঞ্চালনে গ্রীষ্মদূর করিতেছেন, কেবল আমি একাকিনী পুস্তক পাঠে নিযুক্তা—পুস্তকখানি কি? "একখানি পঞ্জিকা"।

আমি একাকিনী স্বীয় কুটীরে বসিয়া আছি, আমারও আহারাদি হইয়াছে বটে, রৌদ্রের ভীষণতা আমারও নয়নে প্রতিফলিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে আমার নিরানন্দ নাই। সকলেই অন্তরে রৌদ্রকে ধিক্কার দিতেছে বটে, কিন্তু আমার প্রার্থনা—সূর্য্যদেব! তূমি প্রতিক্ষণে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ কর—আমি ভয় করিব না—অসন্তুষ্টও হইব না—কিন্তু যদি আমার গৃহস্থিত নিদ্রিত লোককে জাগরিত কর—তাহা হইলে তূমিই আছ আর আমিই আছি। যদি বল তোমার সঙ্গে পারিব না, কিন্তু মনে থাকে যেন আমি স্ত্রীলোক—গালাগালির ভয় বড় ভয়—এই গালের ভয়েই কলহপ্রিয় নারদকে সকলেই ভয় করে—পাছে গালাগালি শুনিতে হয়। তাই বলি সাবধান,—স্ত্রীলোকের গালিমুথ খুলিলে আর রক্ষা নাই—অতএব যেরূপ কিরণ বর্ষণে অত্র কুটীরের নিদ্রিত ব্যক্তিদের নিদ্রার ব্যাঘাত না হয়, সেইরূপ বিমল কিরণ বর্ষণ কর—সত্যি বল্‌ছি আমি স্নান করে উঠে রোজ তোমাকে একটী করে নমস্কার কর্‌বো।

হস্তে পঞ্জিকা ভয়ত্রস্ত হৃদয়ে খুলিলাম—আজকের দিনটা কেমন, দেখিতে ইচ্ছা হইল—অনেক অনুসন্ধানের পর মনের কথা খুঁজিয়া পাইলাম—দেখিলাম—"যাত্রা শুভ"। মনে কত রকম আশা খেলিতে লাগিল—প্রতিক্ষণেই আবার তাহা লয় প্রাপ্ত—আবার নূতন আশা হৃদয়কে উত্তেজিত করিতে লাগিল, ভাবিলাম—"যত শীঘ্র পারি এ কুটীর পরিত্যাগ করিলে আমারই মঙ্গল।" রাত্র অবধি কি অপেক্ষা করিব? বেশ ত অন্ধকার রাত্রে সকলের অজ্ঞাতে বাটী হইতে বহির্গত হইব, কেহই জানিতে পারিবে না, কেহই দেখিতে পাইবে না?

"না তা হবে না, রাত্রে আবার সেই—" না—রাত্রে হ'লনা, তবে কি আমার আশা সব বিফল হবে? "কথনই হতে পারে না, যে যার আপন উপায় খুঁজিয়া লয়।" আমি কি পারিব না, আমি কি নিজের মঙ্গলোপায় নিজে ঠিক করিতে পারিব না?"

"অবশ্য পারিব—আমারও মনুষ্যের ন্যায় প্রতি ধমনীতে রক্ত আছে—হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক সকলই আছে আমি কেন নিজের উপায় খুঁজিয়া লইতে পারিব না?"

আমার কি ইচ্ছা নাই?

"ইচ্ছা আছে বৈকি।"

"তবে উপায় নাই কেন?"

"উপায়ও আছে, যেথানে ইচ্ছা সেই থানেই উপায়"।

"রাত্রিকালে পলায়নের সুবিধা নাই বলিয়া কি আমি নিরুপায়"।

"বোধ হয়—নয়"।

"তবে এই কি সময়?"

"হলেও হতে পারে।"

"না ভয়ানক রৌদ্র—এত রৌদ্র কেমন করে সহ্য করিব?"

"মন্দ কি—রৌদ্রে বিশ্রামার্থে সকলে নিদ্রা যাচ্ছে, আমি একাকিনী পলায়ন করিলে কেহ জানিতে পারিবে না।"

"বাটী হইতে বেরুলেম তার পর— ?"

"তার পর—যে দিকে দু চোক যায়, যে দিকে প্রাণ চায়—সেই দিকে যাইব।"

মনে এই রকম নানা প্রকার তোলাপাড়া কচ্চি—এক্ষণেই বাটী হইতে বহির্গত হইব স্থির করিলাম—সহস্র বাধা আসিলেও গ্রাহ্য

করিব না—মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিলাম—দুর্গা নাম ক'রে এখন ত বাটীর বাহির হই, তার পর অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে। পঞ্জিকা খানি আরও একবার দেখিলাম, দিনটা ভাল বোধ হ'ল। বাড়ীর সকলে কে কি করিতেছে, একবার চকিতের ন্যায় দেখিয়া আসিলাম—দেখিলাম আমার কথায়ও যা, কাজেও তাই—সকলেই নিদ্রায় অচেতন। আমি আস্তে আস্তে খিড়কীর দরজা খুলিলাম—এক পদ বাহিরে রাখিয়া পশ্চাতে একবার ভাল ক'রে দেখিলাম—কেহ কোথায়ও নাই। দরজা পার হয়ে ডান দিকে একটা বাগান, নানা রকম বড় বড়, আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি বৃক্ষে পূর্ণ, তাহাদের ছায়ায় স্থানটী শীতল। সেই বাগানটা পার হ'তে পাল্লে রাজপথ—তার পর যত পার হাঁট। ধীরপদে বাগানটার ভিতর প্রবেশ করিলাম, শুষ্কপত্রের মর্ম্মর শব্দে আমার কর্ণকে ব্যথিত করিয়া তুলিল অমনি অপেক্ষাকৃত মৃদু বিক্ষেপ। মনে যে কত কারখানাই হইতেছে তাহা বলা যায় না—কেন এত ভয় হয়—এই বাগানে ত অনেকবার আসিয়াছি—বাগানের ভিতর কতবার দৌড়াদৌড়ি করিয়াছি—কতবার ইহাপেক্ষা পাতার আরও ভীষণতর শব্দ হইয়াছিল—কই একবার ত আমার মনে ভয়ের উদ্রেক হয় নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্য ভয়কে মনে স্থান দিই নাই, আজ কেন এমন হচ্ছে? আজ কেন হৃদয় থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠ্ছে। "দোষী মন সতত সন্দিগ্ধ"—তাই কি এমন? দূর হ'ক মনে এসব কুচিন্তাকে স্থান দিব না।

অতি কষ্টে, অতি শিষ্টপদবিক্ষেপ সহিত বাগানটা পার হলেম—তার পর রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিলাম। এতক্ষণ বাগানের ভিতর দিয়া ছায়ায় ছায়ায় কোন কষ্ট হয় নাই, সহসা মিত্র-তাপ-তাপিত

তপ্তখোলাবৎ পথে সহসা পদস্পর্শ হওয়াতে ছ্যাঁক্ করিয়া উঠিল অমনি জড়িতপদে লাফাইয়া তৃণাচ্ছাদিত স্থানে পড়িলাম। অর্দ্ধমুদ্রিত নয়নে অনন্ত পথের প্রতি একবার স্থির দৃষ্টিপাত করিলাম, অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল, কেমনে এরূপ দুর্ব্বহ পথ বাহিত করিয়া চলিব সেই চিন্তা এখন হৃদয়ে প্রবল হইল—মনে করিলাম বাটীতে ফিরিয়া যাই আবার তখনি মনে হইল—না, কথনই নয়—আজ সহস্র সূর্য্য একত্রে আমার উপর একেবারে কিরণ বর্ষণ করুন আমি তাহাতে দৃকপাত করিব না। হৃদয়ে সহসা বলের আবির্ভাব হইল, হৃদয়ে প্রতিক্ষণে কে যেন উৎসাহ ঢালিয়া দিতে লাগিল কোন কষ্ট গ্রাহ্য না করিয়া অবাধে চলিতে লাগিলাম।

আন্দাজ করিলাম প্রায় ২।৩ ক্রোশ আসিয়াছি, অতএব এখন আমার ভয়ের কোন কারণ নাই—ভয়ের কোন কারণও ছিল না বিশেষতঃ আমি সোজা পথ দিয়া আসি নাই—পথে যত মোড় পাইয়াছি প্রায় অধিকাংশ বক্র পথ অবলম্বন করিয়াছি, অতএব আমি মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছি—এত বাঁকা পথে কেহই খুঁজিতে আসিবে না। যখন দেখিলাম ৩।৪ ক্রোশ আসিয়াছি ক্রমে ক্রমে পদবিক্ষেপ কমাইয়া অপেক্ষাকৃত ধীর পদ অবলম্বন করিলাম। এখন বেলা প্রায় ৩।০ টা হইবে বাটী হইতে যখন বাহির হই তখন বেলা দ্বিপ্রহর। দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার মধ্যে এতদূর চলিয়া আসিয়াছি মনে করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম—বোধ হ'ল যেন বিহঙ্গিনীর মত উড়িয়া আসিলাম—এখন আমায় ধরে কে? যথার্থ পক্ষে এখন হইতে আমি বিমানচারিণী বিহঙ্গিনী। কোথায় যাই তাহার স্থিরতা নাই—কোন পথ দিয়া গেলে কোথায় গিয়া পড়িব তাহা জানি না—এমন কি যে পথ বাহিয়া চলিতেছি সে

স্থানের নামও জানি না, জানিবার আবশ্যকও করে না—চলিতেছি ক্রমাগত চলিতেছি।

সহসা আকাশের পরিবর্ত্তন দেখা দিল—বায়ুর বেগ ক্রমে ক্রমে প্রবল হইল, প্রবল বাতাস ক্রমে ঝড়ে পরিণত হইয়া প্রবল বাত্যায় গাছ পালাকে মুচড়াইয়া ফেলিতে লাগিল—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা অনন্ত ধূলিরাশিতে আচ্ছন্ন—চক্ষু উন্মীলিত করে এমন সাধ্য কার? বায়ুর প্রতিকূলে গমন করে এমন কাহার শকতি নাই। মড় মড় শব্দে কত শত বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিল, কত শত বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের শাখাভ্রষ্ট হওয়াতে পথ রোধ করিয়া দিল। সহসা আমার সম্মুখীন একটা অশ্বত্থ বৃক্ষের বৃহৎ শাখা পথের সম্মুখে সজোরে পতিত হইল, আমি ত ভয়ে আড়ষ্ট—বেশী দুর যাইতে আর সাহসী হইলাম না। অশ্বত্থ বৃক্ষের সন্নিকটে একটু ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলাম, অটল ভাবে দাঁড়াইয়া অবিচলিত নেত্রে ঝটিকার গতি দেখিতেছি, যাহা দেখিতেছি তাহাতে ভাল বোধ হইতেছে না, সম্মুখস্থ বাগানস্থিত দেবদারু বৃক্ষ সকল বায়ু ভরে ভূমি চুম্বন করিতেছে, আবার যেন একটু জোর করিয়া মস্তক উত্তোলন করিতেছে—অমনি আবার বাতাসের চোটে পুনরায় ভূমি সংলগ্ন হইতেছে, বৃক্ষের আজ নিস্তার নাই, অনবরত উঠানাবার পর গাছটী আর বায়ুর বেগ ধারণ করিতে না পারিয়া মধ্যভাগ হইতে ভগ্ন হইয়া পরাজয় স্বীকার করিল। এরূপ দৃশ্য নিমেষের মধ্যে কত স্থানে কত প্রকার সংঘটিত হইল তাহার স্থিরতা নাই। বড় বড় গাছকে দোলাইতে আরম্ভ করিল—ভাবনা বলবতী হইল পাছে আমার আশ্রয়লব্ধ বৃক্ষের কোন অনিষ্ট ঘটে। পবনদেবের কিছু কৃপা দেখিলাম—অসহায়া, ক্ষীণদেহা রমণীকে

পাইয়া অবলা বোধে আর বৃক্ষের উপর কোন অত্যাচার করিল না, আমাকে লইয়াই টানাটানি—বিষম ঝটিকা আমাকে যেন একা পাইয়া ক্রীড়নক রূপে খেলাইতে লাগিল। বসন লইয়া কখন ঊর্দ্ধে কখন পার্শ্বে উড়াইল আমি সাবধান হইয়া যথাস্থানে সন্নিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম। দেখিতে দেখিতে বায়ুর গতি হ্রাস পাইল, ইতিপূর্ব্বে আকাশের প্রান্তভাগে এক খানা সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখা দিয়াছিল বায়ুর সাহায্যে তাহা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল, দেখিতে দেখিতে চারিদিক তমসাবৃত। ঘন ঘন মেঘ গর্জ্জন, বিদ্যুৎ খেলন, ক্রমে ভীষণ শব্দে অশনি পতন, আমি একাকিনী এরূপ দৃশ্য আমার বড় ভয়ানক বলিয়া বোধ হইল, যদি আমার ন্যায় কেহ কখন এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া থাকেন, তিনি সহজে অনুমান করিতে পারেন, তখন আমার মনের গতি কি প্রকার। ভীষণ অশনি সনে মুষল ধারায় বারি বরিষণ, গুড় গুড় শব্দে মেঘ গর্জ্জন,—তৎপরক্ষণেই আঁধারে সৌদামিনী—নিমেষের মধ্যে কত বার হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারিত করিল, চক্ষু পালটিতে না পালটিতে কত বার কত স্থানে বিদ্যুৎ খেলিল তাহা গনণা করা যায় না। প্রবল ধারায় বৃষ্টি হইতেছে, আমি বৃক্ষতলে থাকিয়া নিঃশব্দে ভিজিতেছি, কে দেখিবে?—দেখিয়া অসহায়া অবলার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিবে কেহই নাই, চারিদিকে ধারাবাহী লম্বমান ঘন সূত্র ব্যতীত আর কিছুই পরিলক্ষিত হইল না, চারিদিক ফেন—পুঞ্জবৎ শুভ্র দৃশ্য—তদুপরি বিদ্যুৎ আভায় এক এক বার সুস্পষ্ট দৃশ্যমান, সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও কম্পমান। বৃষ্টিতে আশ্রয়হীনা পক্ষীনীর ন্যায় আপাদ মস্তক ভিজিয়াছি, তদুপরি আবার জলময় বাতাস, আমার শীত ধরিল, কি করিব উপায় নাই। অগত্যা দাঁড়াইয়া

চো শব্দটী না করিয়া অবাধে ভিজিতে লাগিলাম। অন্তঃকরণে ঘৃণা আসিয়া অধিকার করিল, আপনাকে অজস্র ধিক্কার দিতে লাগিলাম "একেই বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়"—আমারও সেই অবস্থা। হায় না জানি মা আমার জন্য কত কাঁদিতেছেন, যুগপৎ পিতা মাতার স্নেহ স্মরণ হইল, আপনার কুমতলবের বিষন্ন স্মৃতিপথে উদিত হইল, সন্মুখ বিপদে এতক্ষণ সে সব ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সহসা তাঁহাদের কথা মনে পড়াতে আমি আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না—কাঁদিয়া ফেলিলাম। জ্ঞানাবধি কখন বিপদ কিরূপ জানি না, কখন অশ্রু জল মুছিতে হয় নাই, আজ বিপাকে পড়িয়া কাঁদিলাম, এ ক্রন্দন অরণ্যে রোদন মাত্র, আমার কান্না কে শুনে—দুই এক ফোঁটা নেত্র জল বহির্গত না হইতেই, ধারাশিক্ত কেশগুচ্ছ নির্ম্মুক্ত বৃষ্টিজলে তাহা ধুইয়া দিল—যেন কত আদর এ আদর আমার পক্ষে ভাল লাগিল না, ঘৃতাহুতির ন্যায় দ্বিগুণ প্রবাহে প্রবাহিত হইল, আবার পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত—কাঁদিয়াও সুখ নাই। যখন মানব বিপদে পতিত হয়, তখন প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে। এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলাম, আর পারিলাম না, বসিয়াই ভিজিতে লাগিলাম কান্নাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িল, এতক্ষণ নিশব্দে জল বহিতে ছিল, এ বার অস্ফুট রোদনধ্বনির সহিত প্রবাহিত হইল।

পাঠক আমার ক্রন্দন কি আপনার ভাল লাগিবে? বোধ হয় না। কারণ—অপরিচিতা। কিন্তু এটাও জানা আবশ্যক যখন আপনার সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়াছি তখন আপনি কি পরিচয় না লইয়া পরিত্যাগ করিবেন? অপেক্ষা করুণ—কথায় বলে, "সবুরে মেওয়া ফলে" একথা কি মিথ্যা? শুধু আমার পরিচয় কেন

আমার গুপ্ত কথা পর্য্যন্ত জানিতে বাকি থাকিবে না। আবশ্যক মতে সমুদয় জানিতে পারিবেন, এ স্থলে এইমাত্র বলিতে পারি, আমি একজন অনূঢ়া যুবতী—বয়স ১৭ বৎসর হইবে। এক দিন আমার মাষ্টার মহাশয় আমাকে আদর করিয়া বলিয়াছিলেন—sweet seventeen. কিন্তু আমার পক্ষে আজ কত sweet তাহা হাতে হাতেই ফলিল। আমার পিতা মাতার পরিচয়, আবাস স্থান এখন দিব না, অপেক্ষা করুণ ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

# দ্বিতীয় বিম্ব।

## আশ্রয় প্রাপ্তি—প্রাসাদে।

সব দিন কাহার সমান যায় না—আজ প্রভাতে কাহার মুখ দর্শন করিয়া উঠিয়াছিলাম স্মরণ নাই, ক্রমে বৃষ্টিধারা কমিল, আকাশও মেঘ নির্ম্মূক্ত হইয়া নিলাভবর্ণ ধারণ করিল আমিও নিস্তার পাইলাম। আমাকে যেন আজ অনন্ত নীরে ভাসাইবার জন্যই বৃষ্টিপতন, বরুণ দেবের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে,—আমাকে যতদূর ভিজাইবার, যতদূর কষ্ট দিবার তাহা দিয়াছেন অবশেষে অভাগিনীর অনবরত অশ্রুপাতে যেন কিছু দয়া হইল তাই শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, আমিও আপাততঃ বাঁচিলাম। আকাশ দিব্য পরিষ্কার হইল, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে মিশ্রিত হইল—সন্ধ্যা সমাগতা। আমি আর্দ্র বস্ত্রে জনপদ পরিত্যক্তা হইয়াছি এরূপ অবস্থায় এখন কোথায় যাই, চারিদিক নিরীক্ষণ করিলাম

অনন্ত ক্ষেত্র ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। আমি যে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহার ঠিক পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া একটি পথ চলিয়া গিয়াছে, তাহার এক দিক যে দিক হইতে আমি আসিয়াছিলাম তাহা সেই দিকে গিয়াছে—অপর দিক প্রবাহিত পথ আমার অজানিত—দুই একটি লোক রাস্তা দিয়া চলিতেছে মনে করিলাম একবার জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু পরক্ষণেই সঙ্কুচিতা হইয়া ক্ষান্ত হইলাম। আমার অজানিত পথে দুই একটী লোক যাইতেছে দেখিতে পাইলাম, ইচ্ছা হইল উহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করি। প্রথমতঃ সাহস হইল না, পরে মনে পড়িল বিপদে হতাশ হওয়া মূঢ়ের কার্য্য, আমার কি আছে যে এত ভয়, অগত্যা তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। আমার পথ প্রদর্শক লোক দুইটি এক জন বৃদ্ধ—অপরটি যুবক। আমি তাহাদের সঙ্গে প্রায় এক ক্রোশ আসিলাম। আমাকে একাকিনী তাহাদের পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধটী বলিল, "মা! তুমি কোথা যাইতেছ?" আমি নির্ব্বাক, কি উত্তর দিব ঠিক করিতে পারিলাম না। বৃদ্ধ আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া আমার মুখপানে অবাঙ নেত্রে চাহিয়া রহিল, আমি লজ্জায় অধোমুখী। স্নেহ বিজড়িত স্বরে বৃদ্ধ পুনরায় পূর্ব্ব প্রশ্ন করিল, এবার যেন কিছু সাহস পাইলাম। আমি তাহার প্রশ্নের বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এপথ কোথায় গিয়াছে গা?" প্রশ্ন শুনিয়া বৃদ্ধ ও যুবক উভয়ে ফ্যাল ফ্যাল নেত্রে আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল, আমিও তদ্রুপ। পরে বৃদ্ধ বলিল "তুমি কি এপথ জাননা? তোমার নিবাস কোথায়?"

"আমি অনাথিনী, বিপদগ্রস্থা হইয়াছি, পথ ভুলিয়া গিয়াছি, আমাকে পথ বলিয়া দাও, এদেশের নাম কি? এদেশে কি

কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করেন" ? আমি অনেক বার ঢোঁক গিলিয়া বৃদ্ধের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিলাম—দ্বিতীয় প্রশ্নের নামও করিলাম না। "এ দেশে কি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করেন" ? বৃদ্ধ এই প্রশ্ন শুনিয়া বলিল,—"কেন ? তিনি তোমার কে হন ? সেই খানেই কি যাইতেছ ?"

আমি ঈশ্বরকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিলাম, সুযোগ বুঝিয়া বলিলাম, "হ্যাঁগো সেইখানেই আমার দরকার।"

আমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ যেন কিছু অপ্রতিভ হইল, পরে ঈষৎ জড়িত স্বরে অথচ স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে আমাকে বলিল, "এস মা এস বল্লেই হ'ত প্রমোদকিশোর বাবুর বাটীতে যাচ্চি, আমরা, তাঁহার প্রজা, আমাদের সঙ্গে এস, আমরা তাঁহার বাটীর ধার দিয়া যাইব।"

আমি কোন উত্তর করিলাম না, অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বোধ করিলাম, তাহাদের সহিত অসঙ্কুচিত হৃদয়ে চলিলাম। মনে মনে নানা প্রকার তোলাপাড়া করিতে লাগিলাম। পুনরায় কেমন করে জিজ্ঞাসা করি—এই চিন্তা মনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কি করিয়া জিজ্ঞাসা করিব, সোজা কথায় জিজ্ঞাসা করিলে ধরা পড়িব, প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। বলিলাম—"প্রমোদকিশোর বাবুর গ্রামে কত জন প্রজা আছে" ?

আমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বলিল—"কোন গ্রামের কথা বলিতেছ, আমাদের বিক্রমপুরের" ?

এক কথায় অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে জানিয়া মনে মনে একটু হাসিলাম—বলিলাম—"বিক্রমপুর নয় ত আর অন্য গ্রামের কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতে যাইব"।

"তা মন্দ নয়, দশ, বার হাজারের বেশী হইবে ত কম নয়"।

স্মরণ হইল বিক্রমপুরের কথা শুনিয়াছি—আমার জন্মভূমি হইতে ৭।৮ ক্রোশ দূর হইবে, আমি এই ৭।৮ ক্রোশ পথ আসিয়াছি, কি আশ্চর্য্য! মনে অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল পুনরপি বৃদ্ধকে বলিলাম—"বিক্রমপুর এখান হইতে আর কতদূর হইবে?"

"বিক্রমপুর যাইবার দুটি পথ আছে, একটি পথ দিয়া গেলে অনধিক তিন ক্রোশ লাগিবে, অপর পথে গেলে এক ক্রোশও লাগিবে না। আমাদের সহিত যখন যাচ্ছ, তখন আর বেশী হাঁটিতে হইবে না. আমরা সোজা পথে গিয়া থাকি।"

আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"দুটো পথ কেন?"

"আমরা চাষাভুষো মানুষ আমাদের সদা সর্ব্বদা নানা জায়গায় যাতায়াত করিতে হয়। আমাদের এ রকম পথ না হইলে চলিবে কেন? কিন্তু তাই বলে সকলেই এ রাস্তায় চলিতে পারে না"।

বৃদ্ধের কথা শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই আমরা একটি সূক্ষ্ম পথ অবলম্বন করিলাম—রাজপথ অতিক্রম করিয়া পল্লির পথে আসিয়া পড়িলাম—তখনি জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁগা এ পথে আর কেউ যেতে পারে না কেন গা?" বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ ক্ষীণস্বরে বলিল—"এ পথে চোর ডাকাতের বড় ভয়, লোক জনকে মেরে জিনিস পত্র কেড়ে নয়, তাই কেহই এ পথে যেতে সাহস করে না"।

কথা শুনিয়া ত আমার কেশাগ্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল, গাত্র রোমাঞ্চিত হইল, মুখে কথা নাই, কে যেন পথ রোধ করিতে লাগিল, প্রতি পদে ঠেক খাইয়া পড়িবার উপক্রম হইতে লাগিল, আমার এ দশা দেখিয়া বৃদ্ধ অনুমানে বুঝিল আমি

ভয় পাইয়াছি, আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "তোমার ভয় কি মা আমার সঙ্গে যথন আছ তখন কাহার বাবার ক্ষমতা তোমার অঙ্গ স্পর্শ করে। আমরা দুই বাপ ব্যাটায় থাক্তে তোমার এক গাছা কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিবে না, আমাদের সব জানা শুনা, ভয় কি ?"

এতক্ষণ পরে আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, এতক্ষণ পরে যেন ধড়ে প্রাণ এ'ল। সকলেই উক্ত অপ্রশস্ত পথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছি, রাস্তাটি পরিষ্কার নয়, দুই ধারে মনুষ্য পরিমিত আগাছায় পরিপূর্ণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন, মেরে ফেল্লেও কাক পক্ষীটি পর্য্যন্ত জানিতে পারে না, হাজার ডাকেও মনুষ্যের সাড়া শব্দ পাবার যো নেই। কোথায় উলুবন মস্তক উন্নত করিয়া মনুষ্যের দৃষ্টিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে—কোথায় বেনাগাছ—কোথায় বনক্রমে স্থানটি পরিপূর্ণ—এ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে আমি একাকিনী অপরিচিত ব্যক্তির সহিত—মনে কিরূপ ভয়ের সঞ্চার হইতে পারে তাহা সহৃদয়া পাঠিকা অল্পায়াসেই অনুমান করিতে পারিবেন। তাহাদের আশ্বাস বাক্যে যদিও অনেকাংশে সাহসী হইয়াছি বটে কিন্তু তবুও কে যেন জোর করে হৃদয়ে ভয় ঢালিয়া দিতে লাগিল, কি করিব বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বনই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া নিঃশব্দে তাহাদের সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। মনে কত প্রকার কল্পনা আসিতে লাগিল—কখনও মনে করিতেছি ইহারা দুষ্টলোক হইলেও হইতে পারে, নচেৎ আমার সহিত এরূপ সরল ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য কি ? আবার ভাবিলাম তাও কি কখন হইতে পারে, আমাকে অসহায়া অভাগিনী সরলা বোধে কিছু দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকিবে তাই আমার প্রতি এত স্নেহ এত যত্ন—না—তাই বা কেমন করে

হবে ? তবে এপথ দিয়া যাইবে কেন ? নিশ্চয়ই ইহাদের কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে—তাই এই জঙ্গলময় পথে—আবার মনে আশার সঞ্চার হইল, মনে হইল হয়ত ইহারা এই পথ দিয়া সদা সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকে, ইহারা এই পথ দিয়া নিশ্চয়ই যাইত আমার সঙ্গে মেশা কেবল বাড়ার ভাগ।

অনেক দূর আসিয়া বৃদ্ধকে আমি ভয়জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই পথের আমরা কত দূর আসিয়াছি ?"।

"প্রায় অর্দ্ধেক।"

শুনিয়া আমার হৃৎকম্প ধরিল—পথ যেন ফুরায় না। বাটী হইতে ৩।৪ ক্রোশ পথ ক্রমাগত চলিয়া আসিয়াছি কিন্তু তাহাতে এতদূর কষ্ট হয় নাই এ পথে যেতে গেলে বোধ হয় যেন অন্ধকার ঘরে কে প্রবেশ করাইতে আসিতেছে, এই রকম সাত পাঁচ ভাবছি আর মনে তোলা পাড়া কচ্ছি এমন সময় হঠাৎ আমাদের মাথার উপর দিয়া বোঁ বোঁ করে যেন কি দুটো চলে গেল। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে বৃদ্ধটী চিৎকার করিয়া বলিল—"মথুর সদ্দার হে" ।

আমার মুখের কথা মুখেই রহিল ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না; বৃদ্ধের চিৎকার শুনিয়া আমাতে আর আমি নাই, মনে মনে ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিতে লাগিলাম, না জানি আজ অদৃষ্টে কি ঘটে সভয়ে চারিদিকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম চারিদিক অন্ধকার—অদূরে জোনাকি পোকার মত একটা আলো দেখতে পেলাম, কখন দেখতে পাচ্ছি কখন অদৃশ্য হচ্ছে, মনে মনে ভাবিলাম এ আবার কি ? আমার সঙ্গী বৃদ্ধেরই বা চিৎকার করিবার কি প্রয়োজন ? আলো ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হলো কয়েক জন

লোক বসিয়া কি করিতেছে তাদের মধ্যে এক জন বলে উঠ্লো "মথুর দাদা নাকি আজ রাত হ'ল কেন ?" (অনুমানে জানিলাম আমার সঙ্গী বৃদ্ধের নাম মথুর)।

উত্তর হইল—"আর দাদা যে দুর্য্যোগ, শ্যমা পোদের দোকানে বসেই দিনটা কেটে গেল।"

"বসো—তামাকু খাও।"

আমি অনুমান করিয়াছিলাম আমার সঙ্গী বৃদ্ধ জনৈক কোন মথুর নামক ব্যক্তিকে আহ্বান করিল—তাই মথুর সর্দ্দার হো বলিয়া হাঁক দিয়াছিল, সে অনুমান আমার বৃথা। যে আলো দূর হইতে দেখিয়াছিলাম, তাহা এই সব লোকের তামাকু-সেবার অগ্নি, আমরা দাঁড়াইয়া আছি পরে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি পুনরায় বলিল "মথুর দা বসো না ? তামক খাও" বলিয়া হস্তে একটি কলিকা প্রদান করিল, মথুর অমনি কলিকা হস্তে করিয়াই বসিলেন পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"বাঃ দাদা বুড়া বয়সে এ ঢং কবে ? এরত্নটী আবার কোথা হইতে যোগাড় কল্লে বেশ বেশ।"

উক্ত ব্যক্তির ঈদৃশ উপহাস জনক বাক্যালাপ শুনিয়া আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল, এইরূপ বিদ্রূপ আমার পক্ষে বড় লজ্জাকর হইল। মথুর উত্তর করিল "ইনি আমাদের বাবুর বাড়ীতে যাচ্ছেন তাই আমাদের সঙ্গে করে আনা।"

"বাবুর বাড়ীতে ?" পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বিস্মিত হইয়া বলিল—"বাবুর বাড়ীতে এই পথ দিয়ে !"

"তাতে ক্ষেতি কি ? আমার সঙ্গে আস্‌ছে তখন ভয়ই বা কি?" অম্লান বদনে মথুর উত্তর করিল।

মথুর সর্দ্দারের পুত্রকে এতাবৎকাল কথা কহিতে শুনি নাই, মথুরের হাত হইতে কল্কিকা লইয়া অপর জন কতকের অন্তঃরালে গিয়া খুব ক'সে একটা দম মারিল—পরে ফুস্ ফুস্ করিয়া কি বলিল—যাহাদের বলিল, তাহারা আবার মথুর পুত্রকে কি জিজ্ঞাসা করিল—আমাব কান সেই দিকে দুঃখের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তাহারা ক'জনে পড়িয়া খানিকক্ষণ কি বলাবলি করাতে আমার মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হ'ল, কি করি, ইহাদের হাত এড়াইবার উপায় নাই। মথুর ও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির সহিত কি কথা হইতেছিল, আমার কান সে দিকে ছিল না সুতরাং নিকটবর্ত্তী থাকিয়াও কিছু শুনি নাই। কিয়ৎকাল পরে মথুর বলিল—"তবে আসি দাদা—আবার অনেক দূর যেতে হবে, রাত কত হবে?"

"বেশী হয়নি এই জোর ৮টা বেজে থাক্‌বে।"

আমরা এই দৃশ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম এখন আমার কিছ সাহস হইল, আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইহারা ঝোপের আড়ালে ব'সে কি কচ্ছে?"

"কি আর কত্তে যাবে, জল হয়ে গেছে তাই মাছ ধরবার জন্যে ব'সে আছে।"

প্রশ্নের উত্তর আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, বৃদ্ধ আমার নিকট কথা গোপন করিল পাছে আমি ভয় পাই, এই বিবেচনায় যথার্থ উত্তর দিল না—আমিও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। আমরা কিছু দূর চলিয়া আসিয়াছি তার পর মথুরের পুত্র আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিশিল।

প্রায় সার্দ্ধঘণ্টা অতীত—ক্রমে ক্রমে লোক জনদের বসবাস

দেখিতে পাইলাম—মন হইতে ক্রমে ক্রমে সব ভয় দূরীকৃত হইল অনেকক্ষণ পরে এখন আমি সম্পূর্ণ আশ্বস্থ হইয়া চলিতেছি। এক দুই তিন চারি করিয়া বিশ ত্রিশটা লোকালয় পার হইয়া এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে উপনীত হইলাম, বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল "এই আমাদের বাবুর বাড়ী।"

পথিক পথ পার্শ্বে সর্প দেখিলে যেরূপ করে, বৃক্ষশাখাচ্যুত অধঃপতিত ব্যক্তির অন্তরাত্মা যেরূপ হয়, হরিণী অজাতশত্রু ব্যাঘ্রকবলে কবলিত হইলে তাহার মনের ভিতর যেরূপ হয়, চোরের চুরি ধরা পড়িলে, মিথ্যাবাদীর মিথ্যাকথা বাহির হইলে, প্রবঞ্চকের বঞ্চনা প্রকাশ পাইলে তাহাদের অন্তঃকরণ যেরূপ আকুলিত, ভয় তাড়িত হয়—সহসা প্রমোদকিশোর বাবুর উচ্চ প্রাসাদ দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ স্তম্ভিত হইল, বৃদ্ধের সহিত প্রথম কথপোকথন স্মরণ হইল. আমাকে এই বাটীতে প্রবেশ করিতে হইবে, বিপাকে পড়িয়া তখন মিথ্যা কথায় ভান করিয়াছিলাম, এখন তাহা সত্যরূপে পরিনত হইতে চলিয়াছে—সহৃদয় পাঠক ইহাতে কি মনে করিতে পারেন? তখনকার মনের গতি আমার কিরূপ বিবেচনা করেন, আপনি মনে মনে হাস্য করুন কিন্তু আমি বিষম সমস্যায় পতিত। বাটী হইতে যখন বাহির হই তখন মনে ছিল না—কোথায় যাইব, কাহার বাড়ী যাইব, আজ সহসা একজন অপরিচিত লোকের বাটীতে অপরিচিতের ন্যায় সহসা কেমন করিয়া প্রবেশ করিব এই চিন্তাই এখন হৃদয়ে বলবতী হইল।

প্রমোদকিশোর বাবুর প্রভাপুঞ্জপ্রদীপ্ত স্ফটিকময়ী প্রাসাদশ্রেণীর সম্মুখ ভাগে একটী মনোহর সরোবর। আমরা সেই পুষ্করণীর পার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিলাম, ক্রমশঃ দ্বারদেশে উপনীত

হইলাম। প্রাসাদের প্রবেশ দ্বারটী খুব বৃহৎ নয়—সেই দ্বারে দুই জন দ্বারবান—তন্মধ্যে একজন হিন্দুস্থানী ও অপরটী আমাদের দেশীয় লোক বলিয়া বোধ হইল। আমি ইতিপূর্ব্বে অনেকানেক হিন্দুস্থানী দেখিয়াছি বটে কিন্তু এরূপ ভীষণাকার বিশিষ্ট হিন্দুস্থানী কুত্রাপি আমার নয়নগোচর হয় নাই। আমাদের দেশীয় দ্বারবানটী বলিষ্ঠ বটে, কিন্তু হিন্দুস্থানীটির সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে, বায়সেও গরুড়ের প্রভেদ মত অনুমিত হয়। আমরা সকলে দরজার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম, উক্ত দ্বারবানদ্বয় আমার প্রতি অবিচলিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। আমাদের বাঙ্গালি দ্বারবান মহাশয় আমায় কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিলে পর স্তম্ভিত হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ অচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, আমি তখন এদিক ওদিক দেখিতেছি সহসা উক্ত ব্যক্তির মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িল—চারি চক্ষু সংমিলিত হইল, অমনি সেই ব্যক্তি বিদ্যুৎ বেগে সেখান হইতে প্রস্থান করিল—আমি ত অবাক্। আমার মনে বিষম সন্দেহ খেল্‌তে লাগ্‌লো, লোকটা আমাকে দেখে এরূপ ভাবে চলে গেল কেন? লোকটাকে যেন কোথায়ও দেখেছি দেখেছি মনে হ'তে লাগ্‌লো, কিন্তু স্মরণ হ'ল না, ক্ষণেক চিন্তার পর চিনিতে পারিলাম,—পথিক পথের মাঝে বাঘ দেখিলে যেরূপ পলায়নের উদ্যোগ করে আমিও সেইরূপ উক্ত ব্যক্তিকে চিনিতে পারিয়া ত্বরিতপদে প্রস্থানের জন্য ফিরিলাম কিন্তু জানি না যে পশ্চাতে আমার নেতা মথুর আছে—মথুর আমার এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"কোথায় যাবে?" আমি নির্ব্বাক—সভয়ে একবার হিন্দুস্থানী দ্বারবানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম দ্বারবানজি আমার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া বোধ

হয় বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন তাই হাঁ করে আমার গতিবিধির প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছেন আমার বড় লজ্জা বোধ হ'ল—স্থির ভাবে মথুরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। দ্বারবান অমনি বলিয়া উঠিল—"মথুর কাঁহাশে"

মথুর। চৌবেজী পাঁও লাগে, শরীর গতিক ভাল আছে?

মথুরের ঈদৃশ প্রশ্ন দ্বারবানের বোধ হয় ভাল লাগিল না, মথুরকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল, মথুর কাছে যাইলে দ্বারবানজি ফুস্ ফুস্ করিয়া কি বলিতে লাগিল আমি অনুমানে বুঝিলাম আমারই কথা হইতেছে। ক্ষণেক পরে দ্বারবান বলিল—"জানানাকো ইধার শে জানেকো হুকুম নেহি হ্যায়—অন্দর নে জানে কহো।"

পরে মথুর কি বলিল বুঝিতে পারিলাম না, দ্বারবান যেন স্বীকৃত হইল, আমিও কিছু আশ্বস্ত হইলাম।

"সরদার তুম্ হিয়া খাড়া রহো"—বলিয়া চৌবেজি সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। আমি মথুরকে বলিলাম—"দ্বারবানকে কি বলিতেছিলে?"

মথুর। দরওয়ান বলে "আমি এ মেয়ে মানুষটীকে বাটিতে কথন দেখি নাই সুতরাং আমি ভিতরে যাইতে দিতে পারি না" "প্রমোদকিশোর বাবু তোমার কে হয়েন মা" মথুর ধীর স্বরে আমাকে এই প্রশ্নটী করিল, আমি মথুরের মুখ প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম কি উত্তর দিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। মথুর আমার ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল—"তুমি কি এই বাটীতে কথন আইস নাই?" অতি ক্ষীণ স্বরে এই কথাটী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম,—"না, আমার ইচ্ছা এই বাটিতে

কোন কাজকর্ম্ম করি, তুমি যদি কিছু যোগাড় করিয়া দাও তাহা হইলে পরম বাধিত হ'ব।

মথুর আমার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—মা, তুমি—আপুনি ?

আমি বলিলাম "আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে বিপদে পড়ে এখানে এসে পড়েছি এখন উপায় নাই, কাজে কাজেই আমাকে কোন গৃহস্থের গলগ্রহ হইতে হইবে।"

মথুর আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে আমাদের হিন্দুস্থানী দ্বারবান একটী পরিচারিকা সমভিব্যবহারে সেখানে উপস্থিত, সুতরাং মথুরের প্রশ্নে বাধা পড়িল।

আমাকে দেখিবামাত্র পরিচারিকা আসিয়া আমার হাত ধরিল—আমিত লজ্জায় অধোমুখী। পরিচারিকা দেখিতে মন্দ নয়, আধ বয়েসী হবে, বিধবা বেশ, কাজে কাজেই সধবা চিহ্নিত অলংকার বিরহিতা। আমার হাত ধরিয়া বলিল—"কোথেকে আসছ গা ?"

আমি নিরুত্তর, পরে দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিল—"কতক্ষণ হ'ল এখানে এসেছে ?"

দ্বারবান। থোড়া দের হোবে মাই জি।

এরূপ বাক্যালাপ মথুরের ভাল লাগিল না, মথুর কিছু কুণ্ঠিত হ'য়ে পরিচারিকাকে বলিল—"এখন এসব কথা রেখে দাও, দেখ্‌তে পাচ্ছ মেয়েটী ক্ষিদেয় সারা হয়েছে—উঃ কম দূর নয়তো—আগে কিছু খাওয়াও তার পরে ব'সে ধ'সে জিজ্ঞেস পড়া করো।"

আমি মথুরের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, একবার বিস্মৃত নেত্রে মথুরের মুখ প্রতি চাহিলাম, আমার জন্য মথুর কেন

এত কষ্ট স্বীকার কচ্ছে, আমার উপর মথুরের কেন এত দয়া কেন এত যত্ন, বুঝিতে পারিলাম সকল সময় সকলের সমান যায় না, ঈশ্বর এখন আমার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করেছেন, বোধ হয় আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন।

মথুরের কথা শেষ হইতে না হইতে পরিচারিকা মথুরের উপর কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল—"এতক্ষণ বল্‌তে হয় মিন্সে"। এইরূপ বাক্য কলাপে এত কষ্টেও আমার হাসি পাইল, আমি মুচকাইয়া একটু হাসিলাম, পরিচারিকা তাহা দেখিল।

আমাকে সঙ্গে করিয়া পরিচারিকা অন্দরের ভিতর প্রবেশ করিল। আমি এঘরের ও ঘরের ভিতর দিয়া দিব্য একটী সুস-জ্জিত ঘরে আসিয়া পৌঁছিলাম পরে পরিচারিকা "মা ঠাকুরুণ" বলিয়া একটী হাঁক দিল। একজন স্ত্রীলোক আমাদের দৃষ্টির ভিতর আসিতে না আসিতে পরিচারিকা আমাকে তাহার পশ্চাতে লুক্কায়িত করিল মা ঠাকুরুণ আসিতে আসিতে উত্তর করিল—"কেন স্বরী আমাকে ডাক্‌লি?"

পরি। মা! আজ তোমার জন্যে একটা ভারি চমৎকার জিনিষ এনেছি।

"আমার জন্যে—কি মা?" মাঠাকুরুণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন "আমার জন্যে কি মা?"

আমি পরিচারিকার পার্শ্ব হইতে মাঠাকুরুণের অঙ্গ সৌষ্টব দেখিয়া লইলাম—মাঠাকুরুণ বেশ সুন্দরী, দোহারা, পরিধান এক-খানা কালাপেড়ে কাপড় তাহার মধ্য হইতে অলঙ্কারগুলি অস্পষ্ট রূপে দেখা যাইতেছে—দিনের বেলা হইলে বোধ হয় আরও স্পষ্ট দেখা যাইত, মাঠকুরুণের নাকে নথ, পা শূন্য, বোধ হয় বয়স হই-

যাছে তাই পদালঙ্কার পরিতে লজ্জাকরে, যাই হো'ক আমাদের মাঠাকুরুণকে সুন্দরী বলিতে পারা যায়। দাসী মাঠাকুরুণের কথার উত্তর না দিয়া আমাকে পিছন হইতে টানিয়া বাহির করিল—"এই নাও মা" বলিয়া মাঠাকুরুণের নিকট হাজির করিল—আমি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলাম, মনে করিতে লাগিলাম এ আবার কি বিষম বিভ্রাট, যাই হো'ক লজ্জা করিলে কি হইবে। আমি দাড়াইয়া আছি মাঠাকুরুণ আসিয়া আমার দুটী কপোল টিপিয়া সোজা করিয়া আমার মুখের প্রতি অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন—আমার চক্ষু মুদিত। ক্ষণক পরে পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিল—"স্বরী এমন জিনিষ কোথায় পেলি মা, ওরে আজ যে আমার বিনোদের কথা মনে পড়্‌লো রে" বলিয়া স্বরীর মাঠাকুরুণ উচ্চোস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। বাটীর অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ দ্রুতপদে সে স্থানে উপস্থিত হইল আমি দেখিলাম এ কি ভয়ানক কাণ্ড। একজন বিধবা স্ত্রীলোক বলিল—"বৌ আবার কেঁদে উঠ্‌লো কেন" বলিয়া আমাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুকা স্ত্রীলোককে দেখিয়া, আমা-দ্রব্য-লব্ধ রমণী পূর্ব্বাপেক্ষা আরও চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"দ্যাথ ঠাকুরঝি এই কি আমার বিনোদ" বলিয়া আমার চিবুক ধরিলেন—আমি এতক্ষণে বুঝিলাম, মাঠাকুরুণের কোন কন্যা গতাসু হইয়াছে। "ঠাকুরঝি" আমার মুখ পানে নির্নিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন, আমার মুখের ভাব যেন তিনি মর্ম্মাগত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তাই তো বৌ ঠিক "বিনোদিনী"! বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুজল মুছিয়া মাঠাকরুণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার বাড়ী কোথায় মা, তুমি কাদের মেয়ে?" পরিচারিকা এতক্ষণ নিস্তব্ধ ছিল, বলিল—

"মাঠাকুরুণ! মেয়েটী এখনও কিছু খায় নি, মথুর সর্দ্দারের মুখে শুনিলাম অনেক দুর থেকে আস্‌ছে, ও সব কথা যাক—মেয়েটীকে খাওয়াও, ভারি কষ্ট পেয়েছে।" এতক্ষণ কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম ইনি প্রমোদকিশোর বাবুর স্ত্রী। প্রমোদকিশোর পত্নী উঠিয়া আমার হাত ধরিলেন সস্নেহে আমাকে বলিলেন "এস মা এস—বোধ হয় বামুনদের মেয়ে?"

আমি মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক তাঁহার কথায় সায় দিলাম, তিনি আহ্লাদে আমাকে তাঁহার বাহুদ্বারা বেষ্টন করিলেন—আমার বস্ত্র তখন কিছু আর্দ্র ছিল, সুতরাং বস্ত্রে হাত পড়াতে আর্দ্র বস্ত্র বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ভিজে কাপড়, কেন মা, বৃষ্টিতে বুঝি ভিজেছ, আহা! তুই কাদের মেয়ে—তোকে যে হারিয়েছে সে পাগল হবে যে রে," পরে স্বরস্বতী দাসীর প্রতি অনুমতি হইল, একখানা কাপড় নিয়ে আয়—স্বরস্বতী একখান বস্ত্র আনিল আমি ত হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, কাপড় দেখিয়া ভাবিতেছি এ কাপড় কেমন ক'রে পরিব, এ রকম বস্ত্র ত কখনও অঙ্গে উঠে নাই। আমাকে সঙ্কুচিতা হইতে দেখিয়া স্বরস্বতী বলিল—"পর দিদি পর লজ্জা কি"। কাযে কাজেই আমি আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম। প্রমোদকিশোর পত্নী হাত ধরিয়া আমাকে একটী ঘরে বসাইয়া আহার করাইলেন, আমিও দারুণ পথশ্রমে ক্ষুধার্ত্তা হইয়াছিলাম—অতি পরিতুষ্ট হইয়া ভোজন করিলাম। আহারান্তে একটী দুগ্ধফেননিভ শয্যার নিকট আমাকে আনাইয়া বলিলেন—"মা! এখানে তুমি ঘুমাও—তোমার বড় কষ্ট হয়েছে কাল তোমার কথা শুনিব"। আমি অগত্যা বিছানায় শয়ন করিলাম দারুণ

পরিশ্রমে সাতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াছিলাম—শয়নমাত্র নিদ্রাকর্ষিতা হইলাম।

প্রিয় পাঠিকা ভাই আজ রাত্রের মত চলিলাম, বড় কষ্ট হয়েছে আজ একটু বিশ্রাম করিতে দাও, কাল পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব—এখন বিদায়।

# তৃতীয় বিম্ব।

## বাবুর পরিবার।

আমাকে সকলের কাছে পরিচিতা করিয়া দিবার জন্য যেন আজ উষাদেবী সকাল সকাল দেখা দিলেন, কোকিলেরা কুহু কুহু রব ক'রে দেবীর আগমন যেন সকলকে বলে দিতে লাগলো। নারিকেল বৃক্ষস্থ কাকগুলি কা—কা শব্দে সকলকে জাগিয়ে তুললে—বাবুর বাটীতে ঢং ঢং ক'রে কে পাঁচটা বাজিয়ে দিলে—পাখীগুলো নানা প্রকার শব্দে এ গাছ ওগাছ ক'ত্তে আরম্ভ করেছে—শকুনী, চিল আপনাপন খাদ্য আহরণে ভাগাড় পানে চলিয়াছে—মড়াখেকো কুকুরগুলো কখন নদীর ধারে কখন শ্মশানে কি শুঁকে শুঁকে বেড়িয়ে বেড়াচ্চে—চৌকিদার মহাশয় রাত্রিতে কোথায় পড়ে ঘুম মেরেছেন চোক রগড়াইতে রগড়াইতে থানায় ফিরে আস্‌ছেন। ক্রমে অরুণদেব আপন অমল কিরণে উকি ঝুকি মারতে লাগলেন—সেই লোহিত আভা বৃক্ষ শিখরে—নদী জলে—বালুকা স্তূপে—প্রান্তরে—সৌধ শিখরে—হর্ম্ম শিরে ক্রমে মনুষ্যের গাত্রের বসনে দেখা দিল। আমি

তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিলাম, অনেক বেলা অবধি শুয়ে আছি মনটা কেমন কেমন করতে লাগ্‌লো। আমি শয্যা পার্শ্বে বসিয়া আছি, এমন সময়ে প্রমোদকিশোর পত্নী সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন—আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"উঠেছ মা! আমি আর একবার দেখে গিছ্‌লেম, তখনও ঘুমুচ্ছো, পাছে কষ্ট হয়, তাই আমি তোমায় জাগায়নি, কেমন ঘুম হয়েছিল ত?"

আমি লজ্জিতমুখে ধরাদৃষ্টি অবলম্বন করিলাম, আমাকে লজ্জিত হইতে দেখিয়া প্রমোদকিশোর পত্নী সস্নেহে বলিলেন—"লজ্জা কি মা! আয় মুখ হাত ধুবি আয়" বলিয়া আমার হাত ধরিলেন, আমি যেন স্বর্গ হাতে পেলেম—বাস্তবিক প্রমোদ-কিশোর পত্নীর স্নেহ সম্ভাষণে আমি গলিয়া গেলাম, আজ যেন আমার মনে কি একটা নূতন আহ্লাদ খেল্‌তে লাগ্‌লো—আমি ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। রাত্রিতে ঘরগুলি ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, আজ দিবালোকে পরম রমণীয় গৃহাদি নিরীক্ষণ ক'রে বড় আহ্লাদ হ'ল। বাহির বাটীতে প্রকাণ্ড এক দালান আছে, স্বরস্বতী আমাকে ঘরের ভিতর দিয়া লইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং তাহা দেখিতে পাই নাই। প্রমোদকিশোর পত্নী আমাকে লইয়া খিড়কির দরজার দিকে যাইলেন, দ্বার খোলা ছিল—আমরা গিয়া একটী পরম সুন্দর উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। উদ্যানটী নানা জাতীয় ফুলফুল দলে সুশোভিত, অতি কেয়ারি-মত সাজান—যেন হীরক, মুক্তাদিতে বাগানটী আলো করে আছে, অতি মনোহারিণী শোভা। আমি জন্মাবধি এত রকম ফুল কখন দেখি নাই, সব ফুলের নামও জানি না, কত রকম সুন্দর সুন্দর ফুল আছে তাহা গণনা করা যায় না—উদ্যানের

দক্ষিণ দিকে একটী সুন্দর পুষ্করণী—বাটীর সম্মুখে যে পুষ্করণী দেখিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা ইহা আকারে অনেকাংশে ন্যূন—কিন্তু অতি পরিষ্কার।

পুষ্করণীর নিকটে আসিয়া আমাকে বলিলেন—"নাও মা, এই খানে মুখ হাত ধুয়ে নাও, তার পর তোমার সঙ্গে বাগানে খানিকটা গল্প কর্‌ব"।

আমি ত্বরিত পদে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া লইলাম। পরে আমরা বাগানের ভিতর বেড়াইতে লাগিলাম। উদ্যানটী যে খুব বড়, তাহা নয়—কত স্ত্রীলোক আসিয়া ফুল তুলিতে লাগিল, আমি দেখিলাম—সকলেই আমারি কথা জিজ্ঞাসা করে; প্রমোদকিশোর পত্নী সকলকেই বলিতে লাগিল "এটি আমার কন্যা"। আমি শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, স্ত্রীলোকেরাও একে একে বলিল, "দিব্যি মেয়েটী, তোমার বাড়ী কোথায় গা" ?

"কোথায় আর বাড়ী হ'তে যাবে, এই খানেই বাড়ী" প্রমোদ কিশোর পত্নী ব্যঙ্গ সহকারে এই কয়েকটী কথা কহিল। "এ মেয়েটী আমার বাপের বাড়ী ছিল, কাল এসেছে—" অনুমানে বোধ হ'ল তাহারা যেন প্রমোদকিশোর পত্নীর কথা সত্য অনুমান করিল, "তা বেশ—দিব্যি মেয়েটী, তোমার সব মেয়ের চেয়ে এইটী সুন্দর"!

আমি বেশ বুঝিলাম এই সব স্ত্রীলোক এ বাটীর লোক নয়, প্রতিবাসিনী—বাটীর খবর এরা কিছুই জানে না!

একে একে সকলে প্রস্থান করিলে আমাকে একাকিনী পাইয়া প্রমোদকিশোর পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার বাড়ী কোথায় ?

আমি তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিলাম—"তাহা হ'লে কি আপনি আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দেন? কিন্তু আমিসেখানে যা'বনা।" শেষোক্ত কথাগুলি আমি কিছু জড়িতস্বরে বলিলাম. আমার মুখে এই রূপ কথা শুনিয়া তিনিত আহ্লাদে আট-খানা—"তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নাই, আমি তোমাকে খুব যত্ন করবো, মায়ের মতন দেখ্‌বো, কেমন এখানে থাকতে পারবে না?"

আমি মাথা নাড়িয়া তাঁহার কথায় সম্মতি প্রদান করিলাম, প্রমোদকিশোর পত্নীর মুখে আমি এই কথা শুনিয়া তাঁহার মুখের দিকে অবাঙ্‌ নেত্রে চাহিয়া রহিলাম, মনে আমোদ হ'ল বটে কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী। কি যেন একটা নূতন চিন্তা আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিল। আমি অনেকক্ষণ চিন্তার পর বলিলাম "আপনি আমার প্রতি কেন এত যত্ন কচ্ছেন, এ অভাগিনীর প্রতি এরূপ দয়া কেন? আমি কি আপনার অনুগ্রহ পাইবার যোগ্য"?

প্র—প। "কেন মা! তুমি মনে মনে কষ্ট পাচ্ছ, বুঝ্‌তে পেরেছি তুমি এই বয়সে অনেক কষ্ট পেয়েছ, যাই হো'ক, আমি তোমার কষ্ট দূর করবো"।

আমি। আপনি কি কোন দেবী, আমি যে ভয়ে পিতা মাতা ছেড়ে এখানে এসে পড়েছি, সেই ভয় কি দূর ক'ত্তে পার্ব্বেন? সেই কষ্ট কি আপনি নিবারণ করিবেন"?

আমি আর অশ্রু সংবরণ ক'ত্তে পারিলাম না, বস্ত্রাঞ্চলে মুখ লুকায়িত করিয়া নিঃশব্দে কাঁদিলাম। আমার কান্না আমার আশ্রয় দাত্রীর অসহ্য হ'ল, তিনি বলিলেন—

"কাঁদিস্ কেন মা। সকাল বেলা কি চোখের জল ফেল্‌তে আছে—তোমার কি কষ্ট আমাকে খুলে বল, আমি তাহা দূর করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব ?"

আমি আজ স্বর্গ হাতে পেলেম—বামন হয়ে আজ চন্দ্র স্পর্শ ক'র্ত্তে উদ্যত—কি আশা—যাই হোক—আশার অর্দ্ধেক ফল।

আমি বলিলাম—"আমি জন্ম দুঃখিনী—বিধাতা আমাকে চিরকাল কষ্ট সহ্য কর্‌বার জন্যই সৃজন করেছেন—আপনার অনুগ্রহে আজ আমি কিছু সুখী—দুঃখের অবসান হ'বে এমন আশা নাই—তবে একটী প্রার্থনা—আমি ত্বরিত হস্তে প্রমোদ পত্নীর পদ ধরিয়া বলিলাম—"আর একটী প্রার্থনা।"

ক্ষিপ্র হস্তে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—"ওকি মা ছি! বল মা—তোমার কি প্রার্থনা" বলিয়া আমায় সস্নেহে হৃদয়ে ধারণ করিলেন—আমি আদরে গলিয়া গেলেম—এত যত্ন—এত স্নেহ আমি নিজ মায়ের নিকটও কখন পাই নাই—আজ আমি সকল কষ্ট ক্ষণেক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিলাম।—আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি প্রার্থনা মা ?"

"আর কিছুই চাই না কেবল—আমার পরিচয় কেহ যেন জিজ্ঞাসা না করে—আমার বাড়ী কেহ যেন জান্তে না চায়।" আমার এরূপ প্রশ্ন শুনিয়া তিনি অবাক—আমার মুখের দিকে অবিচলিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন—পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বলিতে কি কোন বাধা আছে ?"

"বাধা আছে বৈকি সম্পূর্ণ বাধা—বোধ হয় আমার পরিচয় আমার বাড়ীর খবর জানিতে পারিলে আমাকে পথেপথে কাঙ্গালিনীর ন্যায় কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হ'বে—আপনি যে আমাকে

কি চক্ষে দেখিয়াছেন বলিতে পারি না তাই আপনার প্রতি এরূপ প্রার্থনা করিতেছি—দোষ হয়ে থাকে অপরাধিনীকে ক্ষমা করিবেন—ইহা ব্যতীত আমার অন্য ভিক্ষা নাই।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে প্রমোদ পত্নী গম্ভীরা মূর্ত্তি ধারণ করিলেন—মুখখানি বিবর্ণ হইল—সে হাস্য প্রকটিত, করুণার্দ্রক মূর্ত্তিখানি যেন আমার কথার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হ'ল—আমি তাঁহার ঈদৃশ ভাব দেখে বিস্মিত হলেম—তাঁহাকে একটা কথা বল্‌তে যাচ্চি এমন সময়ে তিনি আমাকে বলিলেন—

"বালিকা আজ আমাকে ঠকাইলে আজ সামান্যা একটা বালিকার নিকট জমীদার পত্নী পরাজিতা হ'ল—যাহা হউক, তোমার নামটা শুন্‌তে কি দোষ আছে তোমাকে কি ব'লে ডাক্‌বো ?"

"আমাকে বাটীতে—সকলে সুখী সুখী বলে ডাক্‌তো"।

"ও নামটা শুন্‌তে ভাল নয় তোমার নাম শৈবলিনী থাক।" শেষোক্ত কথার পর একটা সুদীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাবুরা কয় সহোদর ?"

প্রমোদ পত্নী হাসিয়া বলিলেন—চারিটী—প্রথমের নাম বোধ হয় শুনে থাক্‌বে আমি তাঁহার স্ত্রী—মধ্যম ভ্রাতার নাম হরিশঙ্কর তাঁহার চারিটী পুত্র ও দুইটী কন্যা—তৃতীয় ভ্রাতার নাম কালিকিঙ্কর—তিনি এখানে থাকেন না—তিনি নিঃসন্তান—কনিষ্ঠ—কামিনীকুমার তাঁহার একমাত্র পুত্র।

"আপনার সন্তানাদি—?"

"আর মা ! আমার এক পুত্র, আর দুইটী কন্যা ছিল—বিধাতার প্রাণে সহিল না সম্প্রতি একটীকে নিয়েছেন—" বলিয়া প্রমোদ

কিশোর স্ত্রীর নয়ন অশ্রুজলে পূর্ণ হইল—"কেঁদনা মা—আজ হতে আমি তোমার কন্যা হলেম—তোমার সে মেয়ের অভাব দূর করিতে পারিব কি জানি না, আজ হ'তে আমি তোমাকে ধর্ম্ম মা বলিয়া ডাকিব—আমাকে মেয়ের মত যত্ন করো"—বলিয়া আমি নিজ বস্ত্রাঞ্চলে ধর্ম্ম জননীর চক্ষু মুছাইয়া দিলাম—তিনি সস্নেহে আমার কপোলদেশে একটী চুম্বন করিলেন।

আমরা অনেকক্ষণ উদ্যানে আসিয়াছি—প্রায় দেড় ঘণ্টা হইবে, এমন সময় স্বরস্বতী আমাদের নিকট হাসিতে হাসিতে উপস্থিত—নিকটে আসিয়া বলিল—"মা! আমাদের দিদির নাম কি? তোমার মেয়ের মতন ব'লে বুঝি আর কেউ দেখ্‌তে পাবে না—বাটীতে সকলে খুজ্‌তেছে।

মা। আমার মেয়ের নাম শুন্‌বি স্বরী! আমার মেয়ের নাম "শৈবলিনী"—দেথ স্বরী কেউ যদি শৈবলিনীর বাড়ী কোথায় কিম্বা, বাপ মা যারই হো'ক না কেন নাম জিজ্ঞাসা করে—তাহা হ'লে বলিস আমি জানি—তুই খবরদার শৈবলিনীকে এসব বিষয় জিজ্ঞাসা করিসনে—আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে দিস না, আমার হুকম।

"তা মা! কে আর জান্‌তে চাইবে বল—যদি একান্তই চায় তবে বলা যাবে মার বাপের বাড়ীর কে এক জন পাড়াপড়সীর মেয়ে।" আমি স্বরস্বতীকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিলাম—বিশেষতঃ আমার পরিচয় এখন যত গোপন থাকে ততই আমার মঙ্গল।

স্বর। মা! আমি শৈবলিনী দিদিকে ছাড়্‌ব না লোকের কাছে মিথ্যা বল্‌বো আমার সেও ভাল। আমি কত গান

শিখাব—কেমন শিখ্‌বিনি ভাই—বলিয়া আমার চিবুক ধরিল— জানিলাম স্বরস্বতী গীতপ্রিয়া।

বাটী আসিয়া স্বরস্বতী আমার নামে কত লোকের কাণে কত রকম পরিচয় জানাইল, কেউ তাহার কথায় বিশ্বাস করিল, কেউ আমার ধর্ম্মমার ভয়ে বিশ্বাস করিল না, কত স্ত্রীলোক— সধবা, বিধবা—কত রকম কথা বলিল কিন্তু টিকিল না— আমি সকলের প্রিয় হয়ে, অথচ কাহাকে আমার পরিচয় না দিয়ে বেশ সুখে প্রমোদকিশোর বাবুর সুরম্য প্রাসাদে রহিলাম—দিন দিন আমার আদর বাড়তে লাগ্‌লো। স্বয়ং বাবু আমাকে এক দিন দেখ্‌তে চাহিলেন, আমি দেখা দিলাম আমাকে অত্যন্ত যত্ন করিলেন আমি আপ্যায়িত হইলাম। নিজের মায়ের কাছে বোধ হয় কেউ কখন এত সুখে থাক্‌তে পায় না। ক্রমে ক্রমে বাড়ি ঘর দ্বার সব চিনিলাম দ্বারবান মহাশয়ের ঘরটী আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় সেটী ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিলাম, তাহার প্রতি আমার সতত সভয় দৃষ্টি, অন্তরালে থাকিয়া তাহার কার্য্য কলাপের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

পাঠক পাঠিকা আমার কাহিনী কি কাহার ভাল লাগিতেছে? আমার পরিচয় পাইতে বুঝি ইচ্ছা করেন—অপেক্ষা করুন—ধীর মনে যা বলি শুনে যান, অনেক কথা আছে—অনেক রহস্য আছে ক্রমশ প্রকাশ করিব—যাহা বলিয়াছি—সবুরে মেওয়া—

# চতুর্থ বিম্ব।

## নিভৃত কক্ষে।

দেখিতে দেখিতে চারি মাস অতীত হইয়া গেল—কেহ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে চায় না অথবা আমার বিষয় শুনিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না—কেবল ধর্ম্ম-মাতা যাঁহার কৌশলে—যাঁহার অনুগ্রহে আমি অভাগিনী অপরিচিতা হইয়াও অপর সকলের প্রিয়পাত্রী—তিনি কেবল আমাকে এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"শৈব! কত দিন আর তোর মার কাছে পরিচয় লুকাইয়া রাখিবি আমি প্রতিক্ষণে যে তোর পরিচয় প্রত্যাশা করি—মার কাছে কথা গোপন করিবার কি প্রয়োজন—যদি না বলিবার কোন গোপনীয় কারণ থাকে আমাকে অকপটে বল্‌ আমি সত্য বল্‌ছি কাহারও কাছে প্রকাশ করিব না।"

আমি বলিলাম—"মাগো! যদি অনুগ্রহ করে এতদিন অপেক্ষা ক'রে আছেন, তবে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন—আপনার কাছে বলিতে বাধা নাই বটে আপনা হ'তে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই বটে তথাপি এখন প্রকাশ করিলে আমার অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবে না—আপনার পদে ধরি আরও কিছু দিন অপেক্ষা করুন আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক সকলি প্রকাশ করে বল্‌বো।"

আমার কাতর উক্তিতে মা আমার সন্তুষ্টা হইলেন আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না—তার পর উক্ত বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা হয় নাই।

বাটীর সকলের নিকট আমি বিশেষ সমাদৃতা, এখন সকলেই

আমায় সমান স্নেহ ক'রে—সকলেই জানে আমি প্রমোদকিশোর পত্নীর পিত্রালয়স্থ কোন প্রতিবেশীর কন্যা হইব, ঘটনাচক্রে এই খানে আসিয়াছি প্রমোদকিশোর বাবুর স্ত্রী—আমাকে যত্নের সহিত নিজ সংসারে প্রতিপালন করেন। আমি ক্রমে ক্রমে সকলের আচার ব্যবহার পরিজ্ঞাত হইলাম। আমি কর্ম্ম-শূন্যা কাজে কাজে সকল ব্যক্তির প্রতি—কি রমণী, কি যুবক, কি বৃদ্ধ—সকলেরই উপর বিশেষ লক্ষ্য। কিছু দিন ধ'রে কয়েক জনের হাব ভাব দেখিয়া বড় ভাল বোধ হইল না—ভিতরকার খবর জানিতে ইচ্ছুক হইলাম।

বাটীর ছেলে মেয়ের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে আমার ভাব হ'ল। মেজ বাবুর বড় ছেলে সতীশচন্দ্র এখন বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকেন বয়স উনিশ বিশ—দেখিতে বড় মন্দ নয়। সতীশচন্দ্রের পর মেজবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা, নাম শৈলবালা—সতীশের চেয়ে দুই তিন বৎসরের ছোট হইবে—শৈলবালার সঙ্গে আমার খুব ভাব—প্রথম প্রথম আমার কাছে বড় ঘেঁসতো না—এখন প্রায়ই আমার কাছে থাকে—তাঁহার দেখাদেখি মেজ বাবুর অন্যান্য পুত্র কন্যাও আমার কাছে আসিত, আমি তাহাদের সকলকে দেখিতে বড় ভাল বাসিতাম। শৈলবালার সঙ্গে আমার দুঃখের সুখের কথা চলিত—শৈল বিবাহিতা, দুঃখের বিষয় স্বামী নিরুদ্দেশ। এক দিন কথায় কথায় শৈল আমাকে বলিল—"ভাই তুই কি আজন্ম আইবড় থাক্‌বি ?"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম—"তাতে দোষ কি ?"

"ওমা দোষ নেই," শৈল বিস্ময় সহকারে গালে হাত দিয়া বলিল—"ওমা দোষ নেই, লোকে দুষ্য ভাববে যে।"

"কত লোকে মনে কত কি ভাবে—কত কি বলে, তাতে কার কি ক্ষতি হয় বল ত শৈ।"

"আচ্ছা ভাই আমাকেই কেন খুলে বল না—"বিবাহ কর্ব্বে না কেন ?" সেদিন জেঠামশাই জেঠাইমাকে বল্লেন আমি আড়াল থেকে শুন্‌তে পেলেম—শৈবলিনীর কি বিবাহ হয়েছে ? জেঠাইমা বল্লেন, হয় নি—জেঠামশাই আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বল্লেন—সে কি কথা অত বড় মেয়ের আজও বিবাহ হয় নাই ? জেঠাইমা বলিলেন—ও বুঝি বিবাহ কর্ব্বে না। তার পর জ্যেঠামহাশয় বলিলেন—ওকি কাজের কথা ছেলে মানুষ।" আমি ত এই সব শুনে অবাক। আমার কাছে বল্‌তেও কি দোষ—তোমার ভাই মনটা কি রকম গুজগুজে—জেঠামহাশয় যখন স্বয়ং বিবাহের সম্বন্ধ করিবেন তখন ত আর "না" বলিতে পারিবে না।"

আমি ধীর মনে শৈলের কথাগুলি শুনিলাম, ক্ষণেক পরে বলিলাম—"তখন দেখা যাবে।"

শৈলের মুখে যে দিন এই কথাগুলি শুনিলাম সেই দিন হইতে আমার মনে বিষম ভয় ও চিন্তা আসিয়া অধিকার করিল—সতত আমাকে সন্দিগ্ধ থাকিতে হয়—কি জানি কখন কি হয়।

প্রমোদকিশোর বাবুর পুত্র দেবনাথ, কন্যা মোহিনীর বয়ঃজ্যেষ্ঠ তিনি পুর্ব্বে কলিকাতার কোন কলেজে পড়িতেন, পরে বিক্রমপুরে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে সেই খানেই পাঠ করিয়া থাকেন। দেবেন্দ্র সুপুরুষ বয়স আন্দাজ ১৮।১৯ হইবে কিন্তু আমার ধর্ম্মমাতাকে এক দিন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন "শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে দেবোন আমার এই সতের বছরে পা দিয়েছে"। সত্য মিথ্যা তিনিই জানেন! মোহিনীর বয়স চতুর্দ্দশ

বৎসর, নিরুপমা সুন্দরী,—বার বৎসর বয়সে তিনি বিবাহিতা হয়েন। এখন স্বামী সনে পিত্রালয়ে বাস করিয়া থাকেন অদ্যাবধি সন্তান সন্ততি কিছুই হয় নাই। মোহিনী গম্ভীরা—আমার সহিত অতি অল্প কথা বার্ত্তা কহেন। কি জন্য যে তিনি এত গম্ভীর, আমি এই চারি মাস আসিয়াও তাহার কোন কারণ নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিলাম না—বেশ ভূষার প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি।

এক দিন আমি সন্ধ্যার প্রাক্কালে চুল বাঁধিতেছি, এমন সময়ে সসব্যস্তে স্বরস্বতী আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"দিদি ঝপ্ করে এস, ঝপ্ করে এস"। আমি ফিরিয়া বলিলাম "হয়েছে কি?"

আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্বরস্বতী আমার দর্পণ খানি কাড়িয়া লইল—"মজা দেখবে এস" বলিয়া আমার হাত ধরিয়া হিঁচ্‌ড়িয়া ঘরের বাহিরে আনিল—আমি ত চমকিত হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম—বলিলাম—"একটু থাম্ না চুলটা বেঁধে নি" বলিয়া যাহা হোক রকমের কবরী বাঁধিয়া ত্বরিত পদে স্বরস্বতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। খানিক দূর গিয়া স্বরস্বতী বলিল—"দিদি আমাদের গয়ারাম দরওয়ানকে চেন?" পাঠক পূর্ব্ব পরিচিত বাঙ্গালী দ্বারবানের নাম গয়ারাম। আমি বলিলাম "খুব চিনি, কি হয়েছে তার?"

এইরূপ দুই এক কথার পর স্বরস্বতী আমাকে একটী নিভৃত ঘরে লইয়া গেল—সেই ঘরের পাশে গয়ারামের শয়ন কক্ষ। সেই গৃহে আমাকে একা রাখিয়া স্বরস্বতী বলিল—এখানে একটু বসো আমি একবার দেকে আসি" বলিয়া সেই ঘর হইতে প্রস্থান করিল। আমি ঘরে চুপ করিয়া বসে আছি, গয়ারামের

ও এই ঘরের ব্যবধানে একটা ছোট খাট জানালা —আমি জানা-লাটা ঈষৎ মুক্ত করিয়া দেখিতে লাগিলাম—গয়ারামের কি রহস্য দেখিলাম ঘরে কেহই নাই। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত এদিক ওদিক দেখিতেছে—এমন সময় কে যেন উক্ত ঘরে প্রবেশ করিল—এদিকে আমার ঘরে স্বরস্বতী আসিয়া প্রবেশ করিল—আমি স্বরস্বতীর পানে ফিরিলাম। স্বরস্বতী বলিল—"দিদি দেখ গয়া-রাম আজ বহুরূপী সেজেছে—ঢং খানা একবার দেখ?" পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি গয়ারামের প্রতি আমার বিশেষ লক্ষ্য আজ স্বরস্বতীর অনুগ্রহে একটা দৃশ্য দেখতে পেলাম। জানালাটা আরও কিছু বেশী উন্মুক্ত করিয়া দুই জনে গয়ারামের রঙ্গ দেখিতে লাগিলাম। গয়ারাম এখন সে দ্বারবান নাই, সে পাক্‌ড়ী নাই, সে মালকোচাও নাই সে নাগরা জুতাও নাই, গয়ারাম এখন বাবু রাম। পাকড়ীর পরিবর্ত্তে শিরোপরে সুন্দর টেড়ি বিদ্যমান—সে দেহ সংলিপ্ত কটিদেশ পরিমিত পিরহানের পরিবর্ত্তে সুন্দর কামিজ, লম্বমান—জানুদেশ লম্বিত দেড়হস্ত পরিমিত বস্ত্রের পরিবর্ত্তে কালপেড়ে শান্তিপুরের মিহিধূতি—কুঞ্চিত অগ্রভাগ ভূমি চুম্বন করিতে উদ্যত—সেই নাগরা জুতার বদলে ফিতা বাঁধা একটী রঙ্গিন হন্টিং বুট। গয়ারাম ঘন ঘন দর্পণে মুখ শোভা দেখিতেছেন—ঘাড় মুখ নাড়িয়াই দেখিতেছেন—অতি সুন্দর। গয়ারামকে সহসা দেখিলে চিনে উঠা দুসাধ্য—যদি বলেন আমি কেমন ক'রে চিনিলাম—আমি এ অপরূপ অনেক বার দেখিয়াছি এই রূপের চোটে আমাকে পিত্রালয় ছাড়িতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।

গয়ারামের পূর্ব্ব পরিচিত বেশ দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ

ভয় দুইই উপস্থিত, সন্দেহ কি—পাছে আমার পিত্রালয়ে যায়, কারণ এ বেশেই আমি গয়ারামকে প্রায় পিত্রালয়ে দেখিয়া আসিতেছি—ভয় কি—আমি এখানে—যদি বলিয়া দেয় তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ। আমার প্রতি পিতা যেরূপ নিষ্ঠুর তাহা তাঁহার পক্ষে অসামান্য নয়—গয়ারামের সাহায্যে বোধ হয় কোন কাজই কঠিন নয়। আমার মনটা খারাপ হইয়া গেল—মনে ভয় হ'ল—যার জন্য এতকাণ্ড, যে কাজের জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ—যে কাজের নিমিত্ত স্বদেশ হইতে স্বেচ্ছায় আনন্দের সহিত নির্ব্বাসিত হইয়াছি—সেই অন্ধকূপে, সেই ভয়ানক স্থানে আবার যাইতে হইবে—ভাবিয়া হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—চক্ষে আর দেখিতে পাইলাম না!

মানব হৃদয় দুঃখে অবসন্ন হওয়াতে উপায় বিহীন হইয়া পড়ে, দুঃসহ দুঃখে অভিভূত হইয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াও যৎপরোনাস্তি ক্লেশ অনুভব করে, ভাবি বিপদ স্মরণ করিয়া উপস্থিত জ্ঞান টুক পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। যে ব্যক্তি বিপদকে বিপদ না ভাবিয়া কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান না করিয়া বর্ত্তমান দুঃখ বিমোচনে যত্নবান হয় তবে তাহার উন্নতি অনিবার্য্য। আমার সম্মুখে ভাবি আশঙ্কা আমি তাই লইয়া আন্দোলন করিতেছি, কি করিয়া ভবিষ্যতে এ আশঙ্কা হৃদয় হইতে দূর করিতে পারিব সে চিন্তা নাই, কেবল সম্মুখ বিপদে হা হতাশ। আমি নিজ বিপদ নিরাকরণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম, অনন্ত চিন্তা—অপার ভাবনা।

মনুষ্যের অসাধ্য কাজ কিছুই নাই—আপন উপায় কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না, আমি একটী স্থির করিলাম, পাঠক জানিতে ইচ্ছা করেন শুনুন—সেটী মোহিনী মন্ত্র।

আমাকে এতাদৃশ চিন্তান্বিতা দেখিয়া স্বরস্বতী আমার কানে কানে বলিল—

"ভাব্‌ছ কি ?"

আমি বলিলাম—"একটা কাজ ক'ত্তে পারিস ?"

"কি কাজ ?"

"পার্‌বি বল ?"

"পার্‌বো।"

আমি তখন একবার ঘরের চারি দিকে নিরীক্ষণ করিয়া অপেক্ষাকৃত আরও ক্ষীণ স্বরে বলিলাম—"গয়ারামকে জিজ্ঞাসা কর এই বেশে কোথায় গমন হবে ?"

"এই কথা"—স্বরস্বতী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"এই কথা আমি না জানি কি কত্তেই বল্‌বে, এখান থেকেই জিজ্ঞাসা করি ?"

"কর—কিন্তু আস্তে আস্তে।"

স্বরস্বতী খুব চতুরা ! গয়ারামকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"বলি এ বেশে কোথার যাওয়া হবে ?"

গয়ারাম চঙ্‌মঙ্‌ করিয়া ঘরের চারিদিকে দেখিতে লাগিল—প্রশ্নকারী কে।

স্বরস্বতী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "এ বেশে কোথায়।"

গয়ারামের চক্ষু ফিরিল—আমি অমনি একটু অন্তরালে সরিয়া গেলাম। গয়ারাম স্বরস্বতীকে দেখিতে পাইয়া দন্তপাটী বহিষ্কৃত করিয়া উত্তর করিল—"হে হে হে ঘরের ভিতর থেকে দেখা হচ্ছে—পছন্দ হয়েছে নাকি—হে হে হে।"

"যে চুলের বাহার—যে দেখ্‌বে সে তখনি—"

"মাইরি—স্বরস্বতী সত্যি করে বল আমাকে কেমন দেখ্‌তে হয়েছে—"

"চমৎকার—সাধে বলছি যে দেখ্‌বে সে—বলি কা'র মন ভোলাতে এ মোহন বেশ?"

"আর—আর—এই—এই এক জায়গায় যেতে হবে?"

"জায়গার কি নামও নেই ছাই?"

"এই যে—এই যে—স্বরস্বতী তোকে অন্য সময়ে বল্‌বো কেমন?" শেষোক্ত কথাগুলিতে গয়ারামের যেন কত আদর মাখান—আমিত আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না, স্বরস্বতী আমার মুখ টিপিয়া ধরিল কাজে কাজে হাসিতে পারিলাম না।

আমি স্বরস্বতীকে শিখাইয়া দিলাম—বল—"সুখীর কাছে যাচ্ছ বুঝি?"

স্বরস্বতী বড় চতুরা আমার মুখ হইতে এই রূপ প্রশ্ন শুনিয়া বলিল, "সুখী কে দিদিঠাকুরুণ?"

"তুই বল্‌ না—শুনবি এখন।"

স্বরস্বতী আমার শিক্ষিত কথায় অলঙ্কার দিয়া বলিল—"সুখীর বরাত ভাল, সুখীর কাছে যাচ্ছ কেমন?"

গয়ারাম যেন আকাশ হইতে পড়িল—স্বরস্বতীর মুখে ঈদৃশ প্রশ্ন—গয়ারাম স্বরস্বতীর মুখ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, চক্ষের পলক পড়ে না।

স্বরস্বতী গয়ারামের ভাব গতিক দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, গয়ারামের বেশ সুখীর জন্য।

গয়ারামকে কৃত্রিম ভয় দেখাইয়া বলিল—"আমি কর্ত্তা বাবুকে

বলে দিবো তুমি সুখীর কাছে যাও।" স্বরস্বতী সুখীকে যেন কত চেনে।

গয়ারাম থতমথ খাইয়া বলিল—"না—না বলিস নি তোর পায়ে পড়ি, আমি তার কাছে যাব না।"

পাঠক পাঠিকা বোধ হয় কিঞ্চিৎ বুঝিয়াছেন গয়ারামের কি উদ্দেশ্য, অপেক্ষা করুন পরে সমুদায় জানিতে পারিবেন।

স্বরস্বতীকে নিরুত্তরা দেখিয়া আমি শিখাইয়া দিলাম—বল, "আমি তোমার সুখীকে যদি এখানে এনে দিতে পারি।"

স্বরস্বতী এবার আমাকে ছাড়িল না, বলিল—সুখী কে? আমাকে বলতেই হবে।

আমি বলিলাম, "কে আর হতে যাবে--," স্বরস্বতী আমার কথায় বিশ্বাস না করিয়া বলিল—"দিদি ঠাক্‌রুণ আমার কাছে লুকাচ্ছ," আমি বাড়ীর সাতগুষ্টির পেটের খবর জানি আমার কাছে কথা লুকাও।" বাটীর খবর আমার জানিতে সাতিশয় ইচ্ছা ছিল বলিলাম, "এখন ত বল তার পর তোর আর আমার কথা লুকিয়ে হবে।"

স্বরস্বতী বলিল—"গয়ারাম! আমি যদি তোমার সুখীকে এখানে এনে দিতে পারি।"

গয়ারাম। তা তুই পারিস, হাঁ স্বর—সুখী আমার কথা কিছু বলে নাকি?

স্বরস্বতী একটু দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বলিল, "বলে না কত কি বলে—সে দিন বলেছিল, গয়ারাম আমাকে বিয়ে কর্ব্বে বলেছিল, কই আজ ত কোন উচ্চ বাচ্য নাই, খাওয়াতে পরাতে হবে বলে বুঝি ভাবনা।"

গয়ারাম। দেখ স্বর! আমার কোন দোষ নেই, আমি ত আগুড়ি টাকা দিয়ে বিয়ে ক'ত্তে রাজি ছিলাম, কিন্তু তাঁর তখন মত হ'ল না আমাকে মিছি মিছি এখন দুষবেন বৈকি।

আমি ভাবিলাম এ মন্দ রহস্য নয়, স্বরস্বতী ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে সব কথাগুলি বার করে নেয়, আমি স্বরস্বতীকে বলিলাম—বল, "সুখী বলেছে আজ রাতে কোথাও না গেলে তোমার কাছে আসে।"

স্বরসতী আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল—"ওগো রাতে কোথাও যেওনা আজ সুখী তোমার কাছে আস্‌বে।"

গয়ারামের প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া স্বরস্বতীকে বল্ল পূর্ব্বক ঘরের বাহিরে আনিয়া দ্রুতপদে অন্দরের ভিতর প্রবেশ করিলাম—তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, আমি ধীরে ধীরে নিজ ঘরে প্রবেশ করিলাম—স্বরস্বতী আপন কাজে নিযুক্ত হইল।

# পঞ্চম বিম্ব।

## প্রহেলিকা।

আমি আজ কিছু সকাল সকাল আহারাদি সমাপন করিয়া লইলাম, বাবুর বাটীতে রাতের কাজ খুব শীঘ্র শীঘ্র সারা হয়—তাহাতে কাহারও সুবিধা হউক আর নাই হউক আজ ইহাতে আমার বিশেষ সুবিধা দর্শাইল। খাওয়া দাওয়ার পর আমি নিজ ঘরে আসিয়া বসিলাম। আমি যে ঘরে থাকি সেই ঘরে বাবুর ভগিনী, ওরফে আমার পিসিমা থাকেন, এক এক দিন স্বরস্বতী দাসীও

থাকে—সে যাহা হউক উক্ত ঘরকে এখন "আমার" বলিয়া উল্লেখ করিব। আমি ঘরে বসিয়া গয়ারাম বশের উপায় উদ্ভাবনে মননিবিষ্ট করিয়া ভাবিতেছি। গয়ারামকে হাতে না করিতে পারিলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া দুরূহ। কোন প্রকারে সর্ব্বাগ্রে গয়ারামকে হাত করিতে চাই, নচেৎ আমার ভদ্রস্থ নাই। গয়ারামকে আশ্বাস বাক্যে আপাততঃ সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে পরে ছিদ্র বাহির করিতেই বা কতক্ষণ। বাটীর যে যার শয়ন মন্দিরে গিয়াছেন, ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দে যে যার দ্বার বন্ধ করিলেন। পিসিমাতা অনেক রাত্র অবধি উপরতালায় বড় ভায়ের সঙ্গে গল্প করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনি এক্ষণে নিজ শয়ন কক্ষে অনুপস্থিত।

আমার ঘরে এখন কেহ নাই, স্বরস্বতীও আজ এঘরে আসে নাই, পিসিমাও দ্বিতলে, আমিও অবকাশ পেয়ে গয়ারামের পূর্ব্বোক্ত শয়ন প্রকোষ্ঠ পানে চলিলাম—চলিলাম বটে কিন্তু মনে বড় ভয় হ'ল, ধীরে ধীরে ২।৪ টা ঘর পার হয়ে যেমন উক্ত ঘরের চৌকাটে এক পা দিয়েছি অমনি আমার পাশ দিয়ে কে যেন শনাৎ ক'রে চলে গেল সেই সঙ্গে আমার প্রাণটাও ঝনাৎ করে উঠ্‌লো। আমি আর গয়ারামের ঘরে না গিয়ে তাহার পাশের ঘরে গেলাম—বলিতে ভুলিয়াছি—সে ঘরে কেহই থাকিত না, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াই আগে ত দরজাটা বন্ধ করে দিলেম, বড় ভয় ক'ত্তে লাগলো, মনে সন্দেহ হ'ল লোকটা এ রকম ভাবে চলে গেল কেন, তাই ভাবিতে লাগিলাম। লোকটা কে? চিনিবার জন্য বড় কৌতূহল জন্মিল, দরজাটা কিছু ফাঁক করিয়া যত পারিলাম দেখিতে লাগিলাম কিন্তু কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না, সুতরাং

দরজায় অর্গল দিয়া আমাদের পূর্ব্ব জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। জানালার ভিতর হইতে একটা ক্ষীণ আলোক আসিতেছিল, জানালা খুলিতে গেলাম কিন্তু বন্ধ। একটী ছিদ্র দিয়া আলো আসিতেছিল সেই ছিদ্র দিয়া দেখিলাম তাহাতে ভাল দেখা যায় না, অতিকষ্টে এক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখিতে লাগিলাম আমার সম্মুখে গয়ারামের শয্যা খট্টাঙ্গ, তাহার উপর দুই জন পুরুষ বিরাজিত, দেখিয়া চিনিতে পারিলাম—দুই জনই বাবুর দ্বারবান চৌবেজী ও গয়ারাম। দুই ব্যক্তিকে এক শয্যায় দেখিয়া আমার কিছু বিস্ময় জন্মিল—চৌবেজী ব্রাহ্মণ, হিন্দুস্থানী কনৌজ ব্রাহ্মণ—গয়ারামের শয্যায় একত্রে উপবিষ্ট অতি বিস্ময়কর বোধ হল। দুই জনে বসিয়া ফুস্‌ফুস্‌ করিয়া কি বলাবলি করিতেছে—অতি অস্পষ্ট স্বর, বুঝিবার জন্য কাণ খাড়া করিলাম, বিস্তর চেষ্টা পাইলাম কিন্তু চেষ্টা বিফল হইল—কাণের কাজ সফল হইল না—চক্ষে কেবল গয়ারামের মস্তক ও হস্ত-সঞ্চালন দেখিতে লাগিলাম। কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে দুই জনেরই হস্ত শির সঞ্চালন নীরব অনুমানে বুঝিলাম কথাও নীরব। কিয়ৎক্ষণ পরে গয়ারাম কিঞ্চিৎ অস্ফুট স্বরে বলিল—আভি কুচ্‌ ডর্‌ নেহি হ্যায়, কোহি নেহি হ্যায়, খুসীমে বাত চিৎ করো।" আমার পরিশ্রম সফল হ'ল—চৌবেজী কহিল—বড়ি বাবু বহুৎ সিধা আদ্‌মি, কিসিকা সাত লেনা দেনা নেহি রাখ্‌তা।"

"চৌবেজী! তুমিত কিছু কর্‌বে না, আমার যদি একটু সহায় হও আমি মেজ বাবুকে নাকানি চোবানি খাওয়াতে পারি।"

"ইসি কাম মৎ করো। হামলোককা ইসি বুরা কাম নেহি করনা চাইহে।"

"না হলে আমাদের চলে কই, আমার তাঁবে মনে কর চারশ বিশ জন লেটেল, আমাকেও তাদের মন বুঝাতে চাইত।"

"মেজ্‌লা বাবু তোম্‌কো কুচ দিয়া নেহি ?"

"আরে সে বার যা পাওয়া গেছে তাহাতে বাবুরই কুলায়নিত আমাদের দেবে।"

"ইয়ে কাম মেজ্‌লা বাবুকো আচ্ছা নেহি হুয়া।"

"সাধে রাগ হয় চোবেজি কিছু বল্‌তে গেলেই বলেন উ'ঠন, আমরা বেটারা সব খাই, এটাও ত বুঝ্‌বে না, আমরাই যদি খেতুম তাহা হলে যে তোকে আজ নাকের জলে চোকের জলে হ'তে হতো।"

"ঠিক বাত, আলবৎ,বাবু ইয়ে কাম্‌মে নিমাখারামি করতাহ্যায়।"

"এই বারে পথে এসো—বাবুকে কিছু মিঠা পানি খাওয়াতে হ'বে—কেমন রাজি আছ ?"

"আঁরে চুপ—সমঝ্‌কে কাম করনা চাইয়ে"—বলিয়া চৌবেজি শয্যা হইতে উঠিল। আমি ভাবিলাম এইবারে বুঝি নিজের আড্‌ডায় যাবেন।

"গয়ারাম! তোম শোঁও হাম চলে," বলিয়া চৌবেজি আমার দৃষ্টিপথের অতীত হইল। গয়ারাম উঠিয়া ঘরের খিল বন্ধ করিল আমি সময় পাইয়া ডাকিলাম—"গয়ারাম।"

গয়ারাম চমকিয়া একবার দরজার দিকে চাহিল, আমি পুনরায় বলিলাম—"গয়ারাম আমি এসেছি।"

কম্পিতকণ্ঠে গয়ারাম উত্তর করিল—"কে তুমি ?"

আমি স্বভাব সুলভ বাচালতা আরম্ভ করিলাম—"তবে আমি চলে যাই, আজ কার আসবার কথা ছিল ?"

গয়ারামের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া উত্তর করিল—"তুমি তুমি সুখী, এখানে।"

আমি তীব্র স্বরে কহিলাম—"হ্যাঁ আমি, তুমি কি জাননা ?"

"ওহো সেই অবধি কি তুমি এখানে আছ ?" বিস্ময় সহকারে ও চিন্তান্বিত হইয়া গয়ারাম এই কথা বলিল, আমি জানিলাম—আমি এখানে আছি গয়ারামের তাহা স্মরণ নাই। আমার কণ্ঠ স্বর লক্ষ্য করিয়া গয়ারাম ধীরে ধীরে জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম—

গয়ারাম! তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'ত্তে আজ আমার এখানে আসা, তুমি কি আমার বাপের বাড়ী এর মধ্যে গিয়েছিলে ?

"কই না।"

"তবে এ কদিন তোমাকে বাড়ীতে দেখিতে পাই নাই কেন ?"

গয়ারাম নিরুত্তর।

"কথার উত্তর দাও ?"

গয়ারাম বলিল, "এ ঘরে এস না।"

আমি অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে বলিলাম—"আমি অভিসারে আসি নাই, আমি গণিকা নই, সাবধান গয়ারাম—তোমার সংকল্প পরিত্যাগ কর, এখনও বল্‌ছি তোমার কুমতলব পরিত্যাগ কর, আমি আর তোমায় ভয় করি না, যদি আমার বিষয় ঘুনাক্ষরে এ বাটীর কিম্বা আমার পিত্রালয়ে জানিতে পারে তাহা হ'লে তোমার নিস্তার নাই, আমাকে সামান্যা মনে ভাবিও না—তোমারও চৌবেজির গুপ্তকথা আমি সমুদায় শুনিয়াছি—সাবধান, আপনার পায়ে কুড়ুল মেরনা, ইচ্ছা করে সাপের মুখে হাত দিও না, সাবধান আমি চল্লেম।"

বিদ্যুৎ গতিতে আমি উক্ত প্রকোষ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিজ শয়ন কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। অল্প অল্প জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল আমার শয়ন ঘরের জানালা খোলা থাকাতেও সেই জোৎস্না ঘরে প্রবেশ করাতে সেই জ্যোৎস্নালোকে দেখিলাম, ঘরে পিসিমা এখনও আসেন নাই আমারও সেই ভয়ে ছিল, আস্তে আস্তে শয়ন করিলাম। শয়ন করিলাম বটে কিন্তু নিদ্রা আসিল না—গয়ারাম ও চৌবেজির আদ্যোপান্ত কথোপকথন স্মরণ হইতে লাগিল, মনে হ'ল একি প্রহেলিকা। বড় বাবু কেমন লোক, মেজ বাবুই বা কেমন, বাটীর আর আর সকলেরই বা কিরূপ চরিত্র জানিতে বড় ইচ্ছা হইল। মেজ বাবুকে কিন্তু সাধারণ বলে বোধ হ'ল না, আকার প্রকারেও যেন কি এক রকম বলে বোধ হয়—মেজ বাবুর উপর বিষম সন্দেহ হ'ল সে যাহা হউক এসব বিষয় আমাকে প্রকাশ করিতেই হইবে, যত দিন এ বাড়ীতে আছি সকলের আচার ব্যবহার আমাকে জানিতে হইতেছে। এতদিন পরে আজ হৃদয়ে কি এক নূতন ভাবনা এল, এবার থেকে যেন হৃদয় কেবল রহস্য দেখতেই ব্যাকুল, আর কিছুই চায় না। অনেক ক্ষণ এরূপ চিন্তার পর নিদ্রা দেবীর একটু অনুকম্পা হইল আমি নিদ্রিতা হইলাম—পিসিমা কথন আসিয়াছেন তাঁহা আর জানিতে পারি নাই।

# ষষ্ঠ বিম্ব।

## রহস্যাঙ্কুর—মানভঞ্জন।

পর দিন অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিলাম, মনে মনে প্রতিজ্ঞা কচ্চি আজ হ'তে আর আলস্যে দিন কাটাব না, দৈনিক হো'ক নৈশিক হো'ক সকল সময়ে রহস্য আবিষ্কার করিতে যত্নবতী হইব। এইরূপ সংকল্প করিলাম বটে কিন্তু তাহাতে প্রথমতঃ বাধা পাইলাম—আমি স্ত্রীলোক একা সব দিক কেমন করে রাখি কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্বরস্বতীর বিষয় স্মরণ হ'ল, গত রাত্রে গয়ারামের বিষয় মনে হ'ল—তাকে যে ভয় দেখাইয়াছি সেই ভয়ে সেকি বশীভূত হবে না? হতে পারে—মনে কিছু আশা হল।

সকাল বেলাই স্বরস্বতীর সহিত সাক্ষাৎ। আমাকে দেখিবামাত্র স্বরস্বতী তো খিল্ খিল্ ক'রে হেঁসে উঠলো—আমি বল্লিলাম—"হাঁসিস কেন স্বরী?" আমার কথায় স্বরস্বতী হাসির মাত্রা বাড়াইয়া উত্তর করিল "তোমার রঙ্গ দেখে"।

"কি রঙ্গটা আমার দেখলে?"

"ও সব কথা যা'ক এখন" স্বরস্বতী আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিল "ওসব কথা যা'ক এখন, বলি দিদিঠাকরুণ আমার কি একটা কথা রাখবে, আমিত আর না বলে থাকতে পারি নি।

"কি কথা স্বরী—আমি রাখবো!—আমি এখনি প্রস্তুত"।

"কাল গয়ারামের ও চৌবেজীর কথা বার্ত্তায় বুঝলে কেমন?"

"তুই কি শুনেছিস্"? আমি বিস্ময় সহকারে বলিলাম "তুই কি শুনেছিস?—তুই ছিলি কোথা?"

"শুন্‌বো না কেন—আমার হ'ল এ বাটীর ঐ কাজ—তুমি আজ ওদের ঐ সব কথা শুনে আশ্চর্য্য হচ্ছো, আমি যে সব কাণ্ড কারখানা দেখেছি, তা দেখলে বোধ হয় তোমার পেটের ভিতর হাত পা সেঁদিয়ে যেতো।"

"তোর সঙ্গে আর কেউ ছিল নাকি ?"

"স্বরস্বতী একলাই সতের জন—আর কে থাকতে যাবে দিদি,—তুমি আর আমি।"

আমি তখন দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলিলাম—"সর্ব্ব রক্ষে"।

স্বরস্বতী আমাকে বলিল—"এ তো সামান্য—কি বলবো দিদি যদি লেখা পড়াটা জানতাম তাহা হলে একবার বেয়ে চেয়ে দেখ্‌তাম।"

আমি স্বরস্বতীর কথা সব বুঝতে পাল্লাম না—আভাসে যৎকিঞ্চিৎ মর্ম্মাবগত হ'ল—স্বরস্বতীকে ডেকে বলিলাম—"স্বরী" আজ দুপর বেলা তুই আমার ঘরে একবার আসিস্—সে সময় আমার ঘরে কেউ থাকে না তোর কথাটা আমি অনেকটা বুঝতে পেরেছি।"

"সে এখন হবে—আজ যে মথুর এসেছে—তোমাকে দেখ্‌বে বলছে।"

আমি। কোথায় সে—আহা বেচারা সে দিন আমার বড় উপকার করেছে।

স্বর। এক রকম উপকার বটে আর এক রকম অনোপকার।

আমি। অনোপকারটা হ'লো কিসে ? ও কথা বলিসনে।

আমার কথায় স্বরস্বতী সেই বড় বড় দুটো চোক ঘুরিয়ে বল্লে—"বেশী নয়—ঠেক্‌বে আর শিখ্‌বে।"

আমি। কি স্বরী ? আমার মাথা খাস যদি না বসিস।

স্বরী। আমি থাব না আর আমি থাকতে কাউকে খেতেও দিব না তুমি নির্ভরসায় থাক দিদি।

আমি। স্বরস্বতী। তোর কথা শুনে আমার ভয় হচ্ছে—ঠাট্টা রাথ কথাটা খুলেই কেন বল না ?

"শুন্‌বে তবে, আমার আর দোষ নিও না," স্বরসতী মাথা হাত নেড়ে বল্লে, "আমার আর দোষ নিও না"—তোমার উপর জন-কতকের নজর পড়েছে কিন্তু আমি থাকতে কি হবে বুঝতে পেরেছ দিদি—নজরে একমুটা ধুলো।

আমি স্বরস্বতীর কথায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম—"তার জন্যে কোন ভয় নেই, তোর কাছে ধুলো—আর চরকীর পাক, বুঝলি স্বরী।"

স্বরস্বতী দুটী হাত জোড় করে বল্লে—"তোমাকে নমস্কার—এখন বলছি কি, আজ একটা তামাসা দেখবে—বড় মজা! বাড়ীর খবর রাখনা ত; তা তুমিই বা কেমন ক'রে জানবে—আজ সন্ধ্যের পর তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব। এ বাড়ীতে যা চাও সব আছে, হাসি আছে, কান্না আছে, বিরহ আছে, মিলন আছে, "হাতির গলায় ঘণ্টা তাও আছে, প্রেম পারিজাত চাও তাও দিতে পারি, অদ্ভুত জুয়াচুরি দেখতে ইচ্ছা করো তাও দেখাতে পারি। বিক্রমাদিত্য রাজার নব রত্ন ছিল, আর এ বাটীতে আছে, আঠারো—ডবল।"

স্বরস্বতীর কথা শুনে আমি যেন অজ্ঞান—কি আশ্চর্য্য! আমি এত দিন আছি কিছু টের পাইনি,—দেখতে যদি হ'ল ত ভাল ক'রেই দেখা উচিত—আমি আর স্বরস্বতী।

স্বর। দিদি ঠাকরুণ আমি চল্লাম, ঐ তোমার মথুর.

আসছে মথুরের সঙ্গে দু পাঁচটা কথা বার্ত্তা কও আমি পাট সারিগে।

দেখিলাম ধীরপদে মথুর আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হ'ল। আসিবামাত্র আমাকে ঢিপ করে এক প্রণাম—"মা অনেক দিন তোমায় দেখেনি, আজ একবার দেখিতে এলাম, ভাল আছ।

আমি। এ বাটীতে যে না ভাল থাকবে, তার ত স্বর্গেও সুখ নেই। মথুর তুমি কেমন আছ, তোমার ছেলে ভাল আছে?

মথুর। তোমার আশীর্ব্বাদে মা সব ভাল আছে, আমার একটী নাতি হয়েছে।

আমি। আজ এখান থেকে খাওয়া দাওয়া করে যেও— তোমার নাতিটি কবে হয়েছে?

মথুর। এই আজ পনেরো দিন হয়েছে, মা! এখন আসি, আমি বাহিরেই আছি—পেসাদ পেয়ে যা'ব।

বৃদ্ধ মথুর উঠিবার সময় আমাকে আবার একটী প্রণাম। উঠিবার সময় মথুরের কাপড়ের ভিতর হইতে এক খানা কাগজ চিঠির মত—পড়ে গেল, বৃদ্ধের তাহাতে দৃকপাত নাই, আমিও কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে পত্ররূপী কাগজখানি কুড়াইয়া লইলাম, মথুর প্রস্থান করিল, সুতরাং জানিতে পারিল না। এ বাটীতে আসিয়া আমার ধর্ম্ম জননী আমাকে একটী বাক্স দিয়াছিলেন, আমি একেবারে পত্রখানিকে বাক্সের মধ্যে নিহিত করিলাম। কালকের রাত থেকে যেন এবাড়ীটা আমার কেমন কেমন ঠেকছে—আগে জমীদারের বাড়ী বলে কত ভয় হতো এখন যেন সে ভয় কিছুই নেই—এখন মনের ভাব অন্য রকম। পত্রখানিকে একবার দেখতে ইচ্ছা হ'ল, কিন্তু সঙ্কুচিতা হলাম,

কারণ যদি মথুর খুজ্‌তে খুজ্‌তে আমার কাছেই উপস্থিত হয়—সুতরাং সে ইচ্ছা আপাতত পরিত্যাগ করিলাম।

বাটীর কাজ কর্ম্ম সারা হ'ল, সকলে আহারাদি করে যে যার উপর তলায় আশ্রয় লইলেন। আমি, পিসিমাতা আরও পাঁচ ছয় জন বাটীর স্ত্রীলোক আহারাদির পর আমার ঘরে মিলে খুব খানিকটা মজ্‌লিস হয় তৎপরে অনেকেই নিদ্রার চেষ্টা দেখেন, দুই এক জন সময়ে সময়ে আমারই ঘরে নিদ্রাগতা হয়েন। আজ আমার ঘরের মজলিসটা ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং অল্পক্ষণ মধ্যেই স্ত্রীসভা ভঙ্গ হ'ল, সকলেই দৈনিক অভ্যাস মত নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে স্ব স্ব বিশ্রাম ভবনে দেখা দিলেন—আমার ঘরে পিসিমাতা—অল্পক্ষণেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা,—স্বরস্বতী দাসীও সময় মতে আমার ঘরে দেখা দিল। তাহার সঙ্গে মনের কথা বিস্তর হ'ল—বাটীর খরচ বিস্তর জানা হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে বড় ঘৃণাও হ'ল। স্বরস্বতী ও আমি এক উদ্দেশে মন বাঁধিলাম—এক উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবতী হলাম।

ক্রমে ক্রমে বেলা অবসান হয়ে এলো, স্বরস্বতী ও আমার এইরূপ কথা বার্ত্তায় দিনটা কোথা দিয়ে চলে গেল তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। অংশুমালী অস্তাচলোন্মুখ—অমল আভায় অত্যুচ্চ অট্টালিকা শিখর অল্প লোহিত বর্ণে রঞ্জিত—বৃক্ষপত্রের ভিতর দিয়া সেই লাল আভাটুকু যেন সোণালি রঙের মত দেখাচ্ছে। আমার ঘরের জানালা দিয়া একটী ভদ্রলোকের বাড়ী দেখা যায়—এই বাড়ীর দু চার জন স্ত্রীলোক কলসি কক্ষে গজেন্দ্র গমনে পুষ্করণী পানে চলিয়াছেন। অদূরে মনোহর সরোবর—সূর্য্যদেব যেন সেই নীর-মুকুরে, আড়নয়নে নিজ শোভা দেখ-

ছেন আর মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌ছেন। দেখিতে দেখিতে সে দৃশ্য সরে গেল—এখন আবার নূতন দৃশ্য। সূর্য্য বিরহে নলিনী সাবগুণ্ঠনা—কুমুদিনী একটু হাসিলেন—কেন হাস্‌লেন? যেন নলিনীকে হেসে হেসে পরিহাস ছলে বলিতেছেন—আমার অবস্থা দেখে তুইও একবার হেসেছিলি, আমাকেও এক সময়ে অনেক ঠাট্টা করেছিলি বড় অহঙ্কার হয়েছিল—এখন তোর সে অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে—আমি হাসবো না কেন লা। নলিনী কুমুদিনীর সুখ দেখে যেন ঈর্ষায় জর্জ্জরিত—আর যেন দেখ্‌তে না হয় এই ভেবে নিজের ঘোম্‌টা খুব খানিকটা টেনে দিলেন—তাই দেখে পাখীগুলা কেউ ঠাট্টা করে, নলিনীকে উদ্দেশ করে বল্‌ছে—বুঝি "চোক গেল" আবার কেউ বল্‌ছে অহঙ্কার করে না এই রূপ কত রকম অস্পষ্ট নিন্দাবাদ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। সূর্য্যের অদর্শনে ধরণী তমোময় রূপ ধারণ করিলেন—সেই ভীম মূর্ত্তি ঘোষণা করে দিবার জন্য যেন ভয়শীলা পুরনারীগণ গভীর শব্দে শঙ্খ নিনাদে দিগ্বিদিক প্রতিধ্বনিত করে তুল্‌লে। সন্ধ্যা সমীরণ ধীর প্রবাহে বহিতেছে, সেই সমীরণ সুখ স্পর্শে সকলেই নিস্তব্ধ। প্রমোদকিশোর বাবুর মাঙ্গলিক আরতি হয়ে গেল, দেবালয় এখন নীরব। বাহ্যিক সমুদায় পদার্থ—কি চেতন কি অচেতন শান্তিময়ী রাত্রির আবেশে শূন্য কলরব; কেবল আমার হৃদয় জনরব পূর্ণ। আজ রাত্রে আবার কি কারখানাই দেখতে হবে, আবার কার গুপ্তকথা আমাদের শ্রবণপথে প্রবেশ করবে! না জানি কোন হতভাগ্য গুপ্ত প্রণয়ীর প্রেম-কথা আজ স্বরস্বতীর ও আমার নিকট প্রকাশিত হ'বে—জানি না আজ কার অদৃষ্ট দুরাদৃষ্ট। মনে ক্রমে ক্রমেই যে ভাবনা আস্‌ছে তাহা বলা যায় না।

সকলের আহারাদি হয়ে গেল, যে যার নৈশিক আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমার আর স্বরস্বতীর আজ রাত্রে কার ঘরে আড়ি পাত্তে হবে এই ইচ্ছা। আমার ইচ্ছা উদ্দেশ্য শূন্য, না জানি স্বরসতী কার ঘর ঠিক করে আছে। আমি বাড়ীর দালানে বসে আছি গজেন্দ্র গমনে স্বরস্বতী আসিয়া আমার পার্শ্বে বসিল—আমি বলিলাম—"স্বরী কার ঘরে?" আমার কাণে মুখ দিয়া স্বরস্বতী উত্তর করিল—"ভবতারণ বাবুর ঘরে—এ বাড়ীর বাহিরে।"

পাঠক ভবতারণ হালদার মহাশয়ের বসতবাটী, প্রমোদকিশোর বাবুর অট্টালিকার ঠিক উত্তরে। ভবতারণ বাবুর বাটী একতল—প্রমোদকিশোর বাবুর বাটী দ্বিতল চকবন্দী। প্রমোদকিশোর বাবুর বাটী যদিও দ্বিতল বটে, কিন্তু ইহা ব্যতীত একতলও আছে। বেশী অংশই দ্বিতল, অতি অল্পাংশ একতল বিশিষ্ট। আমার শয়ন কক্ষ এই দ্বিতলস্থ কক্ষের নিম্নতলে অবস্থিত, স্বরস্বতীর শয়ন ঘর সিঁড়ির ঘরের পার্শ্বে, আমার ঘর হইতে এক ঘর ব্যবধান।

ভবতারণ বাবুর ঘরে আজ আড়ি পাত্তে হবে শুনে ত আমার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হ'ল আমি স্বরস্বতীকে বলিলাম—"সে বাড়ীতে কেমন ক'রে যাবে? পরের বাড়ী যাবার দরকার, যদি চোর বলেই—"

আমায় কথায় বাধা দিয়া স্বরস্বতী বলিল—"সে ভয় নেই গুপ্ত পথ আছে ছাতের উপর দিয়ে যেতে হবে।"

"ছাত দিয়াও ত কোন পথ নাই।"

"তখন দেখবে—হালদার মহাশয়ের মেয়েকে চেন?"

"কোন মেয়ে—সেই দিন যে মেয়েটী আমাদের বাড়ী এসেছিল"

"হ্যাঁ—তার নাম কি জান?—তিলোত্তমা—সকলে তিলক বলে ডাকে,"

"ওমা—তিলক—কার তিলক স্বরী?"

"বড় বাবুর বড় ছেলের—দেবনাথ দাদার সাধের তিলক।

"এ তিলক কবে থেকে—দেবনাথের এ প্রবৃত্তি।"

"চুপ—ও কথা বলিসনে—তাহা হলে সব ফস্কে যাবে, রুচি নিয়ে বিচার করবার আমাদের দরকার নেই—ঈশ্বর চোক দিয়েছেন—কান দিয়েছেন—দেখে যাও আর শুনে যাও।"

এই দুই বৎসর হবে দেবনাথের বিবাহ হয়েছে, তবুও তাঁর চরিত্রে এরূপ কলঙ্ক—কি ঘৃণার কথা। দেবনাথ দেখিতে এদিকে নিরীহ ভাল মানুষটী—তাঁর হাড়ে এত ভেল্কি। আজ কালের বাজারে মানুষ চেনা ভার। আমি উদ্দেশে দেবনাথ বাবুকে একটী প্রণাম ঠুকিলাম। আমি দেবনাথ বাবুর এরূপ কল্পনা করিতেছি—স্বরস্বতী আমার পার্শ্ব হইতে কখন উঠিয়া গিয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই, একা আর দালানে না বসে নিজের ঘরে আসিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ এইরূপে বসে আছি তৎপরে স্বরস্বতী আসিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিল—আমি বলিলাম, "ব্যাপার কি?" স্বরস্বতী উত্তর করিল—"আর একটু। দিদি ঠাকরুণ তিলকের বুদ্ধি জান না, বলে রাখি তিলোত্তমা শ্বশুর বাড়ীতে থাকিত। তিলকের কোন দেওরের সঙ্গে আমাদের দাদাবাবুর বড় ভাব সেই খানেই প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। কিছু দিন বুঝি দাদা বাবু সেখানে যান নি, কেন যান নি তা পরমেশ্বর জানেন, তাই তিলকের রাগ। চোরের উপব রাগ করে মাটীতে ভাত

খাওয়া। শুনিলাম—তিলক নাকি দুদিন কিছু খায় নি। তার পর দাদাকে এক প্রকাণ্ড চিঠি—দাদা বুঝি তার কোন জবাব দেন নাই। তিলক এদিকে দাদাবাবুকে দেখবার জন্য পাগল—কেমন করে দেখা হবে অনেক কৌশল খাটিয়ে শেষকালে শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া বাধালে—দাদাবাবুর উপর রাগটা শাশুড়ির উপর ঝালিয়ে নিলে। শাশুড়ি বউয়ের কাছে ভারি অপমান হ'ল, কিছু বলতে পারেন না, একটা কথা বল্‌তে গেলে বউ অমনি দশটা কথা শুনিয়ে দেয়, নিজের মান নিজের কাছে, তাই ভেবে শাশুড়ি সেখান থেকে বউকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেয়, বউ ত তাই চায় বউয়ের পোয়াবার, "চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া।"

স্বরী। তুই এত খবর কোথা থেকে জান্‌তে পারলি।"

"তবে বলেছি কেন—স্বরস্বতী একাই সতের জন, আমাদের শৈলের সঙ্গে তিলোত্তমার গলাগলি ভাব, এমন কি এসব কথাও তার সঙ্গে চলে। এক দিন বাগানে বসে তিলোত্তমা শৈলকে বলছে আমি ঘাটে জল আন্‌তে গেছলাম, আস্তে আস্তে তাদের আড়াল থেকে সব কথা শুনে নিয়েছি।"

"মাইরি বলছি স্বরী! তুই যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হতিস আমি তোকে প্রণাম কর্ত্তাম, তোর বুদ্ধি ধন্য।"

"আর দেরী করবার দরকার নেই, আমাদের সময় হয়ে এসেছে।"

দুই জনে উঠিলাম, বলিয়াছি স্বরীর ঘরের পাশেই সিঁড়ির দ্বার। আমরা ধীরপদে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া একেবারে দেবনাথের ঘরের পার্শ্বের ছাদে উপস্থিত। স্বরস্বতী একবার দেবনাথের শয়ন কক্ষে উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিল—"ঠিক সময়।"

প্রমোদকিশোর বাবু ও ভবতারণ বাবুর ছাদ খুব ঘেঁসাঘেসি তিন হাত মাত্র ব্যবধান আছে—ছাদের এক ধারে একখানা তক্তা পাতা—সেই তক্তা অবলম্বন করিয়া এ ছাদ হইতে ছাদান্তরে যাওয়া যায়, আমি অনেকবার এ ছাদে আসিয়াছি. কখন ত তক্তা পাতা দেখি নাই। বিস্ময় সহকারে স্বরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কৌশলটী কার ?"

"দাদা বাবুর, আবার কার, এখান দিয়ে আমাদের যেতে হবে, পারবে ত ?"

"তুই যা, দেখি নি ?"

স্বরস্বতী একটা লাটীর সাহায্যে ও ছাদে অনায়াসে গমন করিল আমি চেষ্টা করিলাম পারিলাম না, পরে স্বরস্বতী উক্ত ছাদ হইতে পূর্ব্বোক্ত যষ্ঠী ধরিতে বলিল, আমি এক হাতে উক্ত লাঠি দৃঢ় রূপে ধরিয়া কম্পিত পদে অতি সতর্কভাবে ধীরে ধীরে অনেক কষ্টে তক্তা পার হলাম, কেমন করে ফিরে যাব, সে বিষয় একবার মনে হ'ল না। দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া একেবারে সিড়ির পথ বহিয়া একটী গবাক্ষের ধারে আসিয়া উপস্থিত। স্বরস্বতী আমার চেয়ে কিছু ঢেঙ্গা, গলা বাড়াইয়া দেখিল পরে আমার কানে কানে অতি মৃদুস্বরে বলিল—বড় মজা।

আমার হাত ধরে ত্বরিত পদে স্বরস্বতী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল, বোধ হয় আমরাই সুবিধার জন্য। এখন একটী জানালার পাশে—মুক্ত বাতায়নে দেখিলাম—দেবনাথ। অদূরে অবনতাস্যে আমাদের তিলোত্তমা। তিলোত্তমার বদনমণ্ডল গম্ভীর, যেন কত ভাবগ্রস্ত; নয়ন—ধরাপানে—দৃষ্টি স্থির, বাম হস্ত খানি কপোলসংলগ্ন, দক্ষিণ হস্ত নিজ পদাঙ্গুলি পরিষ্কারে রত—ময়লা হয়েছে

বলে নয়—অন্যমনস্কের চিহ্ন—হৃদয় স্নিগ্ধকর দৃশ্য। ক্ষীণ দীপালোকের পার্শ্বে আমাদের দেবনাথ—দেবনাথের শান্তমূর্ত্তি আজ বিষণ্ণ—শান্ত বদনে কে যেন কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে দেবনাথের সকরুণ দৃষ্টি তিলোত্তমার আরক্তিম বদন মণ্ডলে চমৎকার দৃশ্য! একধারে রাহু অপর দিকে সুবিমল সুধাংশু—যেন সদ্য গ্রাস করিতে উদ্যত অথবা রাহু আয়ত্তে পাইয়া একা চন্দ্রমার উপর বিষম অত্যাচার করিয়া থাকে আজও বোধ হয় তাহাই, কিন্তু স্বরস্বতীর নিকট জানিলে সবিশেষ জানিতে পারা যায়।

স্বরস্বতী আমার কানে কানে বলিল—"তিলকের আজ অভিমান হয়েছে।" আমি বুঝিলাম—অভিমানের কারণ ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছি পাঠকেরও তাহা স্মরণ থাকিতে পারে।

উভয়েই নীরব, দেবনাথ তিলোত্তমার ঈদৃশ ভাবান্তরে যেন ব্যথিত হইয়া বলিলেন—"তিলক! আজ আমার সঙ্গে কথা কবে না—আমার কি অপরাধ হয়েছে?"

তিলক নামেও যেমন কাজেও তেমন—নিরুত্তর। দেবনাথ অস্থির হইলেন, ব্যাকুলতা ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি হ'তে লাগলো। তিনি আপন স্থান হ'তে উঠিয়া তিলোত্তমার হস্ত ধারণ করিলেন—তিলোত্তমা সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইলেন, বিষম অভিমান। আমি বলি দেবনাথ ও রকম করিলে মান ভঞ্জন হইবে না, পায়ে ধর—শ্রীকৃষ্ণকেও এক সময়ে রাধিকার পায়ে ধরে, মান ভাঙ্গিতে হয়েছিল। আমার কল্পনা সত্যরূপে পরিণত হইল, দেবনাথ ত্রস্ত হস্তে যথার্থই তিলোত্তমার পদ ধারণ করিলেন—মানিনী তিলক নিজ পা সরাইয়া লইয়া কিছু দূরে সরিয়া গেলেন আমিও অবাক্। ওমা! এ যে বিষম মান, আমার অনুমান ছিল

পায়ে ধরেও ভাঙ্গলো না। আমি ত খুজিয়া পাইলাম না কেমন করে দেবনাথের কার্য্য সিদ্ধি হয়। স্বভাবের নিয়ম যার খেতে হয় তাহার গুণও গাইতে হয়, সময়ে সময়ে উপকারও করিতে হয়। কি জানি কল্পনাতেও কেমন আপনা আপনি আসিয়া পড়ে— আমিও ভাবছি কি উপায়ে তিলোত্তমার মান ভঞ্জন হয়। তিলোত্তমা তুই বড় অহঙ্কারী—অত বড় লোকের ছেলে সচ্ছন্দে তোর পায়ে ধল্লে তুই একটা মুখের কথা কইতে পারিস্‌নি ছি! তোর জন্মকেও ধিক, তোর অদৃষ্টকেও ধিক।

দেবনাথ অবশেষে কাতর উক্তিতে তিলোত্তমাকে বলিলেন, "তিলক! একটী কথা কও আমার বুক ফেটে যাচ্চে—যদি দেখাবার হত, বুক চিরে দেখাতাম, হাড়ে হাড়ে শিরে শিরে তোমার নাম খোদা রহিয়াছে এই চার মাস তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি তাহাতে আমি জীবন্মৃত হয়ে আছি, তাহার উপর তোমার এরূপ যন্ত্রণা বড় অসহ্য—পায়ে পড়ছি, ক্ষমা কর, যদি কিছু দোষ হয়ে থাকে মুক্তকণ্ঠে মার্জ্জনা প্রার্থনা কচ্চি ক্ষমা কর। তোমার সঙ্গে আমার না দেখা করবার কারণ ছিল, তার জন্য যদি কিছু অভিমান করে থাক সে কথা পরে বলবো— এখন কথা কও, আজকার জন্য কথা কয়ে হৃদয় শীতল কর— দেবনাথ এবার সাদরে তিলোত্তমার হস্ত ধারণ করিলেন, হেট মুণ্ড সোজা করিয়া সাদরে কপোলদেশে একটী চুম্বন করিলেন, কি আশ্চর্য্য! অদ্ভুত মান ভঞ্জন। তিলোত্তমার মুখে হাসি ফুটিল, যেন চাঁদের সুধা পেয়ে কুমুদিনী উল্লাসে নাচিয়া উঠিল—দেবনাথও বাঁচিল। আমার ত বিস্ময়ের সীমা নাই, কি অদ্ভুত মান ভঞ্জন, [illegible]র অভিমানিনীদের বোধ হয় এই রকম করিয়াই মান

ভাঙ্গিতে হয়—দেবনাথ তুমি খুব পাকা, তোমার অনন্ত বুদ্ধি আমাদের কল্পনাকে পরাজিত করিলে, তোমাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দি।

তিলোত্তমা মৃদু মধুর হাসিয়া বলিল—"দেবনাথ! আমি জানি আমারই কষ্ট অধিক, কিন্তু দেখছি আমার ন্যায় তোমারও হৃদয় কাতর; আমি তোমার কাছে একটী জিনিস চাই কিন্তু চাইতে লজ্জা করে।" দেবনাথ আদর করিয়া তিলোত্তমাকে বাহুবেষ্টনে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন—"কি জিনিস তিলক—দেবনাথের কাছে অদেয়—এখনি প্রস্তুত আছি তুমি অসঙ্কুচিত হৃদয়ে প্রার্থনা কর—দেবনাথ তাহাতে কাতর হবে না।"

তিলোত্তমার আহ্লাদের পরিসীমা নাই—দেবনাথের দক্ষিণ হস্তখানি সপ্রেমে হৃদয় ধারণ করিয়া গদ গদ কণ্ঠে উত্তর করিলেন—"আর কিছুই নয় তোমার প্রণয় অধিকারিণী আর যেন কেউ না হয় এই প্রার্থনা।"

দেবনাথ তিলোত্তমার বিম্বোষ্ঠে ঘন ঘন চুম্বন হানিলেন—"এ হৃদয় আর কাহারও হবে না, এ প্রণয় তিলক ব্যতীত আর কাহারও নয়—আমি শপথ কয়ে বলছি আমি কাহারও প্রণয়ভিক্ষা করিব না—তুমি আশ্বস্ত হও।"

আমি বলি সাবধান দেবনাথ—রমণীর সমক্ষে বিষম শপথ—প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনে মহাপাপ।

স্বরস্বতী ও আমি সময় বুঝে সে স্থান সত্বর পরিত্যাগ করিলাম, অনেক কষ্টে তক্তা সিড়ি পার হলেম। বুক গুর গুর কত্তে লাগলো যাহা হউক একেবারে শয়ন ঘরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

# সপ্তম বিম্ব।

## মরুভূমে—মহীরুহ।

কম্পিত কলেবরে, স্তম্ভিত হৃদয়ে শয্যায় আসিয়া শয়ন করিয়া আছি, আকাশ পাতাল ভাবনা—নিদ্রা ত আসিবার যো নাই, দেবনাথের কার্য্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতেছি। পিসিমাতা এখনও উপর হইতে নামেন নাই, অনুমান করিলাম রাত্রি ১১টা। শয়ন ভাল লাগিল না, শয্যা পরিত্যাগ করিয়া জানালার নিকট উপস্থিত হইলাম—ভয়েই হ'ক আর অন্য কারণেই হো'ক—আমার একটু একটু গ্রীষ্ম বোধ হ'তে লাগলো, ধীরে ধীরে জানালা খুলিলাম। কার্ত্তিক মাস অল্প অল্প শীত বায়ু বহিতেছে আমার গ্রাহ্য নাই, জানালা খুলিয়া শীত বায়ু সেবন করিতেছি, মনে অপার চিন্তা। প্রায় সার্দ্ধ ঘণ্টা অতীত, বসিয়া আছি এমন সময় দুই জন পুরুষ জানালার পাশ দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, যেন কত ভয়। প্রথম ব্যক্তির পরিচ্ছদে অনুমান করিলাম আমাদের দেবনাথ কারণ তিলোত্তমার ঘরে দেবনাথকে এই রূপ পরিচ্ছদে দেখিয়াছি। দ্বিতীয় ব্যক্তির অঙ্গে কোন বস্ত্রাদি নাই, শীতকে যেন গ্রাহ্য নাই—মালকোচা পরা, হস্তে প্রকাণ্ড এক বংশ দণ্ড লোকটাকে চিনিতে পারিলাম না। জানালার পাশ দিয়া উক্ত ব্যক্তিদ্বয় একেবারে বাড়ীর সদরের দিকে গমন করিল। বুঝিলাম, দেবনাথ তিলকের নিকট হইতে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। জানালাটী আস্তে আস্তে বন্ধ করিলাম। শয়নের উদ্যোগ করিতেছি এমন সময়

আমার ঘরের পশ্চিম দিগের জানালাতে কে টুক টুক ক'রে শব্দ করিল, আমিত ভয়ে জড় সড়। ঘরে কেহই নাই, বুকের ভিতর গুর গুর করিতে লাগিল। ভাবিলাম একবার স্বরস্বতীকে ডাকি, স্বরস্বতীও আজ আমার ঘরে শয়ন করে নাই। আমি ডাকিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় পুরুষ কণ্ঠে অতি ধীর স্বরে কে বলিল, "শৈবলিনি"।

আমার মুখের কথা মুখেই রহিল। ভয় ও বিস্ময় যুগপৎ হৃদয়ে উদয় হ'ল—ভয়েই বেশী, আমাকে এমন সময় ডাকবার কা'র প্রয়োজন? এ ব্যক্তির দুরভিসন্ধি ব্যতীত আর কি হইতে পারে, মনে বড় ভাবনা হ'ল। পুনরায় পূর্ব্ব কণ্ঠে আমাকে আহ্বান করিল' "শৈবলিনি"।

মন থেকে ভয়টা কিছু সরে গেল আমি কিছু সাহস পাইয়া বলিলাম—"কে তুমি?" জিজ্ঞাসা করিলাম বটে কিন্তু পুনরায় বড় ভয় হইল—লোকটার কণ্ঠস্বর কেমন কেমন ঠেকিল। আমার প্রশ্নের উত্তর নাই—উক্ত ব্যক্তি নীরব। আমার মনে ভারি সন্দেহ হ'ল পুনরায় সাহস ভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তুমি?' আমার কথায় উত্তর না দিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"শৈবলিনি" এবার অপেক্ষাকৃত স্বর গম্ভীর, অতি ধীর নিঃসৃত ও কাতরতা ব্যঞ্জক। আমি এ প্রকার সম্বোধন শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম, মনে কি যেন এক রকম নূতন ভাব উপস্থিত হ'ল কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কণ্ঠ স্বরে এবার চিনিলাম মেজ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দ্র।

সতীশচন্দ্র কলিকাতায় কোন কলেজে পাঠ করিয়া থাকেন। অবকাশ মতে এ বাটীতে আইসেন। আজ অসময়ে গলি দায়ে

আগমন, পরে আমাকে এমন সময়ে এরূপ ভাবে সম্বোধন, আমিও ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "সতীশ! বাটীতে কখন আসিলে?"

উত্তর। "এই মাত্র"।

"এখনও ঘরে যাও নাই?" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "এখনও ঘরে যাও নাই?"

"শৈবলিনি—আমি—"সতীশচন্দ্রের মুখে আর কথা নাই। কম্পিত কণ্ঠে কেবল এই কয়েকটী কথা,—শৈবলিনি—আমি—" সতীশের আজ এ ভাব দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আমি কিছু নম্র স্বরে বলিলাম, "সতীশ তোমার কি হয়েছে? আজ এরূপ ভাবে কথা কহিতেছ কেন?"

উত্তর। "শৈবলিনি আমার"। পুনরায় নীরব—অপেক্ষাকৃত আরও কম্পিত কণ্ঠ—আরও ভাবগ্রাহী স্বর। আমি কিছু কিছু বুঝিলাম, সতীশচন্দ্রের কথারই ভাবে আমি বুঝিলাম। উপস্থিত কথা সংগোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আসিতে এত বিলম্ব হ'ল কেন? রাত অনেক হয়েছে ঘরে যাও।"

আমার প্রশ্নের অব্যবহিত পরে সতীশ উত্তর করিলেন—"পথে একটা বিপদ হয়েছিল সেই জন্য আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, যাক সে কথা—শৈবলিনি! একটী কথা—এ হৃদয়—'। সতীশচন্দ্র আর বলিতে পারিলেন না, কথা জড়াইয়া গেল।

সতীশচন্দ্রের ঈদৃশ ভাব দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম বিস্ময় সহকারে বলিলাম—"সতীশ! এ ভাব হৃদয় থেকে তিরোহিত কর, না জেনে এক জনের প্রণয় আশা করিও না।"

সতীশ। "শৈবলিনি! একটী ভিক্ষা—সরলা অবলার নিকট একটী প্রার্থনা।"

আমি। "সতীশ! সামান্যা একটী স্ত্রীলোকের জন্য এত কষ্ট—" আমার কথায় বাধা দিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন—"শৈবলিনি! অধিক কথা কহিবার সময় নাই, আমি আপনহারা হয়েছি—আমার এই পত্র খানি পাঠ করিয়া আমার মনোগত ভাব অবগত হয়ো" বলিয়া সতীশচন্দ্র জানালার ভিতর দিয়া একখানি পত্র ফেলিয়া দিলেন। সতীশচন্দ্রের ভাবগ্রাহী সুমধুর বাক্য কলাপে আমি ব্যথিত হইলাম—পত্রখানি সযতনে তুলিলাম—বিধির এ আবার কি অপূর্ব্ব লীলা! আজ হৃদয় নূতন ভাবগ্রস্থ, মন আজ নূতন চিন্তায় চিন্তিত, অন্তরাত্মা অভিনব অভিনয়ে অভিনীত। আমি একাগ্র মনে সতীশচন্দ্রের অভিনব ব্যাপার ভাবিতে লাগিলাম, ভাবিতেছি,—নিবিষ্ট মনেই চিন্তা করিতেছি, আমার উত্তর প্রতীক্ষায় সতীশচন্দ্র যে দাঁড়াইয়া আছেন সে বিষয় স্মরণ নাই। সতীশ বলিলেন—"শৈবলিনি! পত্রখানি পাঠ করিয়া কি এ হতভাগের আশা পূর্ণ করিবে বোধ হয় লেখা পড়া তোমার অজানিত নাই।"

আমি। "আচ্ছা আমি পাঠ করিয়া দেখিব তজ্জন্য চিন্তিত হইও না?"

সতীশচন্দ্র আমার কথায় উত্তর পাইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন আমিও পুনরায় ধীরপদে আসিয়া শয্যায় শয়ন করিলাম। নিদ্রাদেবী আজ আমার প্রতি বাম হইয়াছেন, গভীরতর চিন্তার আলোড়নে নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে লাগিল। আমি ভাবিতেছি—সতীশের মনে এ কি ভাব, স্বরস্বতী আমাকে যাহা বলিয়াছিল

ইহা কি তাহাই—না—সতীশের সে অভিসন্ধি নাই, দেখিতেছি সতীশের প্রণয় হিমাচলের ন্যায় অচল, সতীশের কণ্ঠস্বর বীনা-নিন্দিত অথচ ভাবগ্রাহী—এ ভাব সামান্য নয়, শ্রতার অন্তর পর্য্যন্ত ভেদ করে, আমি সতীশের কার্য্যকলাপ স্মরণ করিয়া অন্তরে কাঁপিলাম। পূর্ব্ব কথা সব ভুলিয়া গিয়া এখন কেবল সতীশের মনোগত ভাব জানিতে ইচ্ছা হইল—সতীশ কে? উঃ! কি আশ্চর্য্য কি ভয়ানক কথা! সতীশ আমার প্রণয় অভিলাষী,—অম্বুর্দ্ধর মরুভূমিতে প্রণয় বীজ বপন করিতে অভিলাষী—কি বিস্ময়কর ব্যাপার!! সতীশ এ আশা, এ কাল্পনিক আশা মন থেকে দূরীকৃত কর, জীবনে শৈবলিনির প্রণয় রতন আকিঞ্চন করিও না, শৈবলিনি প্রণয় আরাম স্থিত প্রণয় ধ্রুবে বৃথা বারি সিঞ্চনে কোন ফলোদয় হইবে না—তাই বলি সতীশ ক্ষান্ত হও।

আমি অতল চিন্তা সাগরে নিমগ্না—অপার ভাবনা—কিসে কি হবে!, স্বভাবের নিয়ম—চিন্তার উপশম হইলে—চিন্তার অন্তিম দশা উপস্থিত হইলে নিদ্রার আকর্ষণ—আমি চিন্তার অন্তে উপস্থিত—নিদ্রাদেবী ও অনুকূল হইলেন অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রাভিভূতা হইলাম।

দ্বার খোলার ঘটাঘট শব্দে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিল, পিসীমাতা উঠিয়া স্বকার্য্য তত্ত্বাবধারণে দ্বার খুলিয়া গেলেন তৎসঙ্গে আমিও শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিলাম। উষা দেবী সমাগতা। আধ মলিন বসনে ধরণী বিভূষিতা, নানা রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া তপন দেবের আগমনে উষা নিজ মলিনবেশ পরিত্যাগ করিলেন। কান্ত সমাগমে ধরণীর বদনে মৃদু মধুর হাস্য—হাস্য প্রকটিত বদনে ধরণী সূর্য্যের রক্তিমাভ মুখমণ্ডল প্রতি অনিমিষ লোচনে চাহিয়া আছেন—লজ্জা নাই। জন সাধারণের নিকট অপদস্থ হই-

বেন ভাবিয়া যেন অরুণ দেবী পৃথিবীর প্রতি সরাগ দৃষ্টিতে আত্ম সংযম করিতে ইঙ্গিত করিলেন—ধরণী নিজ কান্তের মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া রমণী-সুলভ হাস্যে সূর্য্যের ইঙ্গিতের যেন উত্তর প্রদান করিলেন।

আমি তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া আসিলাম—সতীশচন্দ্রের পত্র পাঠ করিতে হইবে—মনে এই এক নূতন আহ্লাদ হ'ল। ঘরে আসিয়া অতি যত্নের সহিত পত্রখানি খুলিলাম—পত্রখানি এইরূপ –

শৈবলিনি,—

১

চন্দ্রানন যবে তব পড়েছে নয়নে,
পঙ্কজ নয়ন দেখা যবে আঁখি সনে,
হেরিয়াছি যদবধি ও চারুবরণ,
মজিয়াছি প্রেম-নীরে হইয়া মগন।

২

না জানি প্রেম নিধি কেন স্রষ্টা সৃজিল ?
কুসুম-আয়ুধ কেন পোড়া বিধি গঠিল ?
মৃণালে কণ্টক হেরি ক্ষোভ হয় প্রাণে,
তবু নর ইচ্ছি দহে প্রেম-হুতাশনে !

৩

পতঙ্গ যেমতি মরে দীপ-আলিঙ্গনে,
ভৃঙ্গদল যথা পশে কেতকীর বনে
মকরন্দ লোভে আঁখি অন্ধীভূত রজে ;
তেমতি কি নর হেরে এ প্রেম-সরোজে ?

৪

না জানি প্রেম-পাশে কেন হৃদি বাঁধিনু,
প্রেম দানে কেন তারে অন্তরে পূজিনু,
মজিনু অনন্ত প্রেমে ভবিষ্যে না স্মরি,
'হা হুতাশ' প্রাণ করে দিবা বিভাবরি।

৫

আগে যদি জানিতাম প্রণয় এমন,
ভুলিতাম পূর্ব্ব হতে ও চারু বদন,
ভুলিতাম প্রেমনিধি ত্যজিতাম আশা;
ঘুচিত লো চিরতরে প্রণয় পিপাসা।

৬

ভুলিব কেমনে হায় ভুলিবার নয়,
পলকে প্রলয় জ্ঞান নিমেষে হারায়,
হৃদয় কন্দর যেবা অধিকার করে,
তুচ্ছ প্রেমাতঙ্ক তায় পাইবার তরে।

৭

পাইবার আশা শুধু মনে অনুমানি,
তাই ধরি সযতনে হৃদে প্রেম-মণি,
তাই সহি দিবা নিশি অসহ্য সহন,
তাই দহে হৃদি মাঝে প্রণয়-দহন।

৮

দাবাগ্নি সদৃশ হায় দহিছে হৃদয়,
ভস্মীভূত দেহতরু প্রাণের বিলয়
ঘটে বা অকালে হায় প্রণয় জ্বলনে ;
দাবি লো কিরূপে আমি কহ ত ললনে ?

৯

প্রণয়ের পয়ঃ পানে মনের বিকার
উঠেলো গরল তায় বিবিধ প্রকার।
এ হেন দারুণ বিষে কে রাখে জীবন,
আছে কি লো সমুদায় রাখিতে প্রাণন

১০

প্রিয় তরে যবে সহা এ হেন সহন,
প্রণয়ের তরে যবে উদাস পরাণ
চির সাথী বিনে যবে মানস উদ্যান,
শ্রীহীন শ্মশান প্রায় যবে দৃশ্যমান—

১১

তাহার কারণ যদি না করি যতন,
লভিব কেমনে তবে পরম রতন ?
সে হেন রতন লাভে আছে কি উপায় ?
রতন যতন যদি নাহিক বিধায়—

১২

আনন্দময়ীরে তবে কি যতনে পায়?
পাব কিলো—পাইবার আছে কি উপায়?
পিপাসিত শুষ্ক কণ্ঠ—আকুল চাতকে,
প্রেমবারি দিবে নালো প্রণয় যাচকে?
শেষ কথা——

শৈবলিনি! হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়াছি সেই হেতু মরুভূমে মহীরুহ আশা—অভাগার চপলতা নিজ গুণে ক্ষমা করিবে।

শ্রীসতীশ——

পত্র পাঠ শেষ হইলে আমি স্তম্ভিত হইলাম। কল্পনা নয়নে আকাশকে যেন ঘনঘটা-ময় হেরিতে লাগিলাম, চারিদিকে বিষম ঝটিকা পলে পলে চপলা চমকিতেছে। ক্ষণপ্রভা প্রতিক্ষণে যেন আমার হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারিত করিল আমি স্মরণ করিয়া অন্তরে কাঁপিয়া উঠিলাম, হস্তস্থিত পত্রিকা ভূমে পড়িয়া গেল সেই সঙ্গে আমারও চমক ভাঙ্গিল। ভাবী ঘটনা ভাবিয়া মনটা বড় আকুল হ'ল—সতীশের নাম স্মরণ করিয়া অন্তরে কাঁপিতে লাগিলাম। পত্রের প্রতি দৃষ্টি করিতে ভয় করে—প্রাণ শিহরিয়া উঠে—সতীশকে মনে পড়ে তৎসঙ্গে বহির্জ্জগৎ শূন্যময় বোধ হয়।

# অষ্টম বিম্ব।

## উদ্যানে।

সতীশের পত্র পাঠ করিয়া আমার হৃদয় আজ অভিনব আকস্মিক ব্যাপারে আলোড়িত, বিপর্য্যস্ত—কিছু ভাল লাগিল না। অস্থির মনকে সুস্থির করিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম, উদ্যানের দিকে মন ফিরিল। চিন্তান্বিত হৃদয়ে ধীরপদে উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। সৌগন্ধি মারুতি নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিল—মন অনেকটা প্রফুল্ল হ'ল। মৃদু পদ সঞ্চারে উদ্যানের চারি ধারে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম, মনে সতীশের কার্য্যকলাপ কল্পনা করিতেছি—সহসা ভ্রমণে বিরত হইলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে পুষ্করণীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ লতামণ্ডপের নিকট আসিয়াছি এমন সময় নারী কণ্ঠ স্বর শ্রবণ করিয়া সহসা দাঁড়াইলাম।

পুষ্করণীর চারি ধারে চারিটী লতামণ্ডম, সর্ব্বাপেক্ষা এই লতামণ্ডপটী অধিক নির্জ্জন। চতুর্দ্দিকে ঘনলতাপাশে বেষ্টিত থাকায় ইহার অন্তঃ দৃষ্টি চলে না, এত নিবিড়। বাহিরের লোক ভিতরের এবং ভিতরের লোক বাহিরের—কাহারও প্রতি কাহার দৃষ্টি চলে না—এত ঘন! আমি লতামণ্ডপের ভিতর প্রবেশ করিতে উদ্যত, এমন সময় সহসা স্বরস্বতীর কথা মনে পড়িল অমনি পিছাইয়া আসিলাম। লতামণ্ডপের ঠিক ধারে একটী সুবৃহৎ কদম্ব বৃক্ষ, আমি সেই গাছের গোড়ায় স্বদেহ লুক্কায়িত করিয়া মণ্ডপস্থ নারীর কথা শুনিবার আশায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিয়ৎক্ষণ গত হ'ল—কাহারও কোন সাড়া নাই আমারও বিরক্তিকর ব'লে বোধ হ'ল—প্রস্থানের উদ্যোগ কচ্ছি এমন সময় এক জন প্রশ্নচ্ছলে বলে উঠ্‌লো—

"চির সুখী জন, ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?"

কণ্ঠ স্বরে চিনিলাম তিলোত্তমা।

উত্তর হ'ল—

"প্রণয় পীড়ন, করেছে যখন,
সুখী বা তখন বললো তারে।"

এবারে চিনিলাম আমাদের শৈলবালা। দুই জনের মুখে কবিতা, মনে বড় কৌতূহল জন্মাল—কাণ খাড়া ক'রে শুনিতে লাগিলাম।

তিলো। "কেবা প্রেমনীরে, ভাসায়েছে কারে
প্রেমে সুখী করে জেনলো সই!"

শৈল। "প্রেমের সাগরে, জীবন তরীরে
বাহিছি ধীরে হের রসমই।
আতঙ্ক তুফানে, মরিলো পরাণে,
বুঝি স্বামী ধনে হারাই জলে।"

তিলো। "নিজ দোষে সখি, দোষী বিধুমুখি,
বুনো পাখী উড়ে ছাড় পেলে।
সখি! মলিন বদন, কালিমা বরণ,
পদ্ম নয়নে ঝরে বারি ধারা;

সইলো তা হেরে, পরাণ বিদরে
হেরে তমজাল নয়ন তারা।
শৈলবালা প্রেম, অতি নিরুপম,
এ প্রেম-লতা অকালে শুকাবে?"
শৈল। "কি হবে কি হবে (সখি) পাইনাকো ভেবে
এ প্রেম রতন কেমনে রবে?
আমি চাতকিনী, নীর পিয়াসিনী
স্বামী বিনে ধনি আঁধার ময়;"
তিলো। "পাইলে কমল, ভ্রমর সকল
সেই ফুল মধু খাইতে চায়।
যখন যাহার, তখন তাহার,
জগৎ মাঝারে এইত বলে;
পুরুষ ভ্রমর, পিয়ে নিরন্তর,
যতক্ষণ সুধা থাকে স্ত্রীফুলে।
সে ফুল শুখালে, বসে অন্য ফুলে,
এইত পুরুষ প্রণয় ভাই;
যাহা ইচ্ছা যায়, তখনি তা পায়,
সৎ বা অসৎ বিচার নাই।
আমরা রমণী, হেন খেলা ধনি
করিবারে নারি লোকের ভয়;
অতল সাগরে, ফেল ছুড়ে দূরে
হেন লোক লাজ—প্রাণে কি সয়?"

তিলোত্তমার শেষোক্ত কথাগুলি শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম, কম্পিত হৃদয়ে কদম্ব বৃক্ষের গোড়া ঘেঁসিয়া দাঁড়া'লাম—শৈলবালা ইহার কি উত্তর দেয় শুনিতে বড় ইচ্ছা হ'ল। উভয়েই নীরব—শৈলবালা বুঝি নিরুত্তর? ক্ষণেক পরে তিলোত্তমা সুধামাখা স্বরে বলিল—

"নিরুত্তর—কেন লো সজনি?
নিম্ন দৃষ্টি ধরাপানে কি হেতু পশিল;
হাসিমাখা মুখশশী মেঘেতে ঢাকিল?
উজ্জ্বল নয়ন কেন হইল সজল?
যথা কমলের দল খেলে বারি সনে।"

তিলোত্তমার মনোভাব অনেক ভাবিয়া ঠিক করিলাম—উঃ কি ভয়ানক! ব্যাপিকা রমণীর কুহক কি ভয়ঙ্কর। আমি এই সব ভাবিয়া থর থর ক'রে কাঁপিতে লাগিলাম। অভাগিনী, হতভাগিনী শৈলকে নিজ কুহকজালে জড়িত করিতে যত্নবতী। ইহা কি প্রকৃতির নিয়ম; নিজে ধর্ম্মহারা হলে কি অপরকেও ধর্ম্মচ্যুত করিতে কুপরামর্শ প্রদান করে—কি আক্ষেপ! কি পরিতাপ। জগতে অতি ভীষণ, অতি ভয়ঙ্কর হিংস্রক জীব আছে, কিন্তু গণিকা রমণীর অপেক্ষা ভয়াবহ—হিংস্রক নয়—ধর্ম্মলোপী প্রাণী অতি বিরল। ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের কবল হইতে নিস্তার পাবার উপায় আছে—সিংহের অব্যর্থ সন্ধান হ'তে পালাবারও পথ আছে—কিন্তু রমণীর কটাক্ষবানে কাহারও নিস্তার নাই, অব্যর্থ সন্ধান, মানবকে জীবদ্দশায় দগ্ধ করে—প্রাণে মারে না—ধন্যা কলঙ্কিনী রমণী।

আমি এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময় শৈলবালা বলিল—"তিলক বাগানে অনেকক্ষণ এসেছি, চল বাড়ী যাই।" তিলোত্তমা যেন স্বীকৃত হইল—উভয়ে লতামণ্ডপের বাহিরে আসিল আমিও সেই অবকাশে গোপনভাবে অপর দ্বার দিয়া লতামণ্ডপের ভিতর প্রবেশ করিলাম সুতরাং আমাকে কেহই দেখিতে পাইল না। তিলোত্তমা ও শৈলবালা উভয়েই গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল—দেখিলাম। আমিও ধীরে ধীরে মণ্ডপের বাহিরে আসিলাম। উদ্যানের এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিতেছি—সহসা আমার নিকটস্থ কদম্ব বৃক্ষের উপর দৃষ্টি পড়িল, অমনি আমার মুখ হ'তে অস্ফুট স্বরে কয়েকটী কথা নিঃসৃত হইল—"ওমা—এ আবার কি। যেন কৃষ্ণঠাকুর" বিস্মিত নেত্রে বৃক্ষের উপর চাহিয়া রহিলাম। কদম গাছের কয়েকটী ডাল লতামণ্ডপের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে—সেই ডালের মধ্যে একটা সরুডালে এক জন লোক বসে আছে। এপ্রকার সার শূন্য সরল শাখায় এক জন মানুষকে এই রূপ ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আমার বড় ভয় হ'ল—পাছে পড়ে যায়। উক্ত ব্যক্তির গায়ে দিব্য একটী পরিষ্কার শাদা জামা—পাতলা কাপড় মালকোচা পরা—এ ব্যক্তিকে এই রূপ ভাবে গাছে থাকতে দেখে আমার মনে সন্দেহ হ'ল—কিন্তু সে চিন্তা আমার অল্পক্ষণ মাত্র। লোকটীর অসম সাহসিক কাজ দেখে আমার ভয় হ'ল পাছে পড়ে যায়। লোকটী গাছ থেকে নামিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারিতেছে না। মাথার দিকটা নীচের দিকে পা ছুটো উপর দিকে—আঁক পাঁক কচ্ছে কিছুতেই আর নামতে পাচ্ছে না। ইন্দুর যেন কলের ভিতর খাদ্য খেতে

এসে ফাঁপড়ে পড়ে ছট্ ফট্ কচ্ছে। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর একটু উঠ্‌লো, কিন্তু আবার হাত হড়কে সর্ সর্ করে যে জায়গায় ছিলেন আবার সেই জায়গায়। দেখে আমার বড় কষ্ট হ'ল—কৃষ্ণঠাকুর যেন গোপিনীদের বস্ত্র হরণ করে আহ্লাদ করে গাছে উঠেছেন এখন গাছ থেকে আর নামতে পাচ্ছেন না—গোপিনী-দের রঙ্গ দেখাই সার হ'ল। আমি মনে মনে বলিলাম, তাই কি কখন হ'তে পারে—"দেবতার কাজ কি কখন মানুষে সাজে"—বলছি বটে কিন্তু লোকটীর প্রতি দেখে আবার দয়া হচ্ছে। একে কদম গাছ পল্‌কা ডাল—তাই আবার বসে আছেন কি না একটা সরুডালে—তারই উপর আবার জোর খাটান। কতক্ষণ সইবে—মড়্ মড় ক'রে ঝুপুস ক'রে আরোহিকে নীচে ফেলে দিলে—আমি অমনি দৌড়ে কাছে গেলাম—দেখ্‌লাম লোকটা একেবারে জ্ঞান শূন্য। এক দৌড়ে পুকুর থেকে কাপড়ের আঁচল ভিজিয়ে খানিকটা জল এনে উক্ত ব্যক্তির মুখে দিলাম। মনে কচ্ছি বাড়ীর কাহাকে একবার ডাকি, কিন্তু ডাকিলাম না। লোক-টীর বয়স আন্দাজ ২২।২৪ হইবে—এ লোকটীকে কোথাও দেখেছি দেখেছি বলে বোধ হচ্ছে মনে হ'ল দেবনাথ বাবুর সঙ্গী।

কিছু ক্ষণ পরে লোকটীর জ্ঞান হ'ল। জ্ঞান হতেই একে-বারে উঠিয়া বসিল—নিজ পরিধেয় জামার প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টি—একবার এ হাত দেখ্‌ছেন ও হাত দেখছেন, আবার জামার পেট দেখ্‌ছেন—দেখেত আমি আর না হেসে থাক্‌তে পারলেম না। আমি বলিলাম—"আপনার কি কোন আঘাত লেগেছে, জামাটা ময়লা হয়ে গেছে তা কেচে দিলেই চলে যাবে—লেগেছে কি ?"

উক্ত ব্যক্তি আমার মুখপানে চেয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। লোকটী

আমার চেয়ে ঢেঙ্গা প্রায় হাত দেড়েক—যখন দাঁড়ালেন তখন কাজে কাজেই আমাকে দুই হাত পেছিয়ে যেতে হ'ল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার নাম কি ?"

লোক। "আমার নাম নারাণ বাবু।" নাম শুনিয়া আমি মুখে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া হাসিতে লাগিলাম। আমাকে হাসিতে দেখিয়া নারাণ বাবু বলিলেন—"হাসছ যে ? আমি কি মিথ্যা কথা বলছি, দেবনাথ বাবু আমাকে নারাণ বাবু বলে ডাকেন—বিশ্বাস না হয়ত তাঁকে বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করো।" সুতরাং আমার হাসি থামিল—দেবনাথের উপর বিশ্বাস করেই আমার হাসি থামিল—পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"নারাণ বাবু! আপনি বেশ মানুষ, এখানে কি দরকারে এসেছিলেন ?"

নারাণ। "এসেছিলুম—ইচ্ছে হয়েছিল তাই এসেছিলাম—মানুষকে কি পথ ভুলে যেতে নেই ?"

আমি আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না, বলিলাম—"মানুষ পথ ভুলে কি গাছে উঠে ?"

নারাণ। উঠে না—গাছে ওঠ্‌বার যদি ইচ্ছে থাকে তা হলে উঠে না—তুমি মনে কর এইটে যেন আমার একটা ইচ্ছা—কথা শেষ না হতে হ'তেই নারাণ বাবু—"দেবনাথ বাবু"—বলে এক চীৎকার। আমি ভাবিলাম লোকটা পাগল নাকি। নারাণ বাবুর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম—বাবুকে গজ বাড়ি দিয়ে মাপলে বোধ হয় দীর্ঘে গজ তিনেক, প্রস্থে বিঘৎ পরিমিত হওয়া ভার। মাথাটি বেলের মত, তদুপরি সোজা সোজি ব্রহ্ম তালু দিয়া স্ত্রীলোকদের মত সিঁথিকাটা। মুখখানা কি রকম বলবো—নাক নেই অথচ নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য দুইটী

ছিদ্র—নয়ন দুটী নয়নগোচর হওয়া ভার, অথচ নারাণ বাবুর দৃষ্টির কোন ব্যাঘাত হয় না—মানুষের অন্তর পর্য্যন্ত ভেদ করিতে সমর্থ ব'লে বোধ হয়—ওষ্ঠাধর দুখানি কাল মিস মিস কচ্চে—তদুপরি অল্প অল্প গোঁফ—রঙে রঙে মিলিয়ে গেছে—এইত মুখের শোভা, ইহাতে পাঠক মহাশয় এক রকম করে আন্দাজে বুঝে নেবেন—আমিত সে মুখের তুলনা করিতে অসমর্থ। নারাণবাবুর পা দুখানি যেন গলা থেকেই বেরিয়েছে—যতদূর দেখ ততদূর পা সুতরাং গলা থেকে না হয়, অন্ততঃ বুকের নীচে থেকেওত বেরিয়েছে বলে অনুমান হয়—হস্তদ্বয়ও তদ্রূপ—খুব লম্বা লম্বা অথচ আজানুলম্বিত নয় সুতরাং পা দুখানিই জিৎ। নারাণ বাবু দেবনাথ বাবু বলে এক হাঁক দিয়ে ঈষৎ খোড়াতে খোড়াতে পদ-চারনা করিতেছেন, আমার আর কোন আবশ্যক বোধ হল না। নারাণ বাবুর আচার ব্যবহার এক প্রকার পরিজ্ঞাত হইয়াছি। স্মরণ হইল স্বরস্বতী কথাচ্ছলে এক দিন দেবনাথ বাবুর কোন এক বন্ধুর কথা বলিয়াছিল—বাবুর কোন গোমস্তার পুত্র—অতি মূর্খ। গর্ভাবস্থায় দেবনাথ-বন্ধু বোধ হয় স্বরস্বতীর সঙ্গে বিবাদ করে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সুতরাং লেখাপড়ায় যে অষ্টরম্ভা সে বিষয় কাজেও অনেকটা প্রমাণ পাওয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে দেবনাথকে নারাণ আহ্বান করিয়াছিলেন সুতরাং যে দ্বার দিয়া আমি উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিলাম সেই দ্বার দিয়া দেবনাথ বাবুর আসিবার সম্ভব বোধ করে আমি আর সে দ্বার দিয়া গেলাম না।

বাগানের উত্তর দিকে বাবুর সদর বাড়ীর এক কক্ষের পশ্চাদ্ভাগ; তাহারই পাশ দিয়ে আমাকে যেতে হবে। আমি উক্ত কক্ষের কাছাকাছি আসিয়াছি, ঘরের ভিতর হইতে জনকতকের

কথা বার্ত্তা শুনিতে পাইলাম। এক জন বল্লে—"একবার হাতাতে পাল্লে হয় তার পর সে ভার আমার।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—"হাতাবার যো কি, আমি অনেক চেষ্টা করে দেখেছি।"

১ম ব্যক্তি। গয়ারাম! বল্‌তে পারিস, বাড়ীর লোকেরা ওকে কি রকম দেখে?"

২য় ব্যক্তি। বড় মাঠাক্‌রুণ আপনার মেয়ের মত যত্ন করেন, সেইত হয়েছে মুস্কিল—নইলে এত দিন কি আর বাকি থাকতো, সকলের কাছে পার আছে কিন্তু মাঠাকরুণের কাছে পার নেই।

১ম ব্যক্তি। তবে কি এত মতলব ফস্‌কে যাবে,—শেষ কালে কি খেয়ার কড়ি দিয়ে ডুবে পার হতে হবে—এতো ভাই আমার প্রাণে সবে না।

২য় ব্যক্তি। থামনা হারাণ! আমাদের পাল্লায় যখন পড়েছেন তখন কি আর অল্পে ছাড়ব। সে দিন ছুঁড়িটা আমার কাছে এসেছিল, আমাকে শাসিয়ে গেছে—আমিত তবে ভয়ে আর বাচবো না—সে দিনকার কথা মনে কর্ত্তে গেলে গা কস কস্‌ করে—গয়ারামের উপর এতবড় কথা,—বলে 'সাবধান'।

১ম ব্যক্তি। তা ভাই বলতে পারা যায় না। বোধ হয় কোন ফন্‌ টন্‌ খাটিয়ে থাকবে, আমাকে যদি আগে খবর দিতিস ভাই তা হ'লে সাবধান করাটা একবারে বার করে দিতাম।

২য় ব্যক্তি! তোকে ত অনেক দিন খবর দিয়েছি। তোর বাপ সেদিন এখানে এসেছিল, বল্লে—তুই উত্তর পাড়ায় গিয়েছিস। আমি সেই জন্য তোর বাপের কাছে এক খানা চিঠি লিখে দিলাম। তুই কি তা পাস নি?

১ম ব্যক্তি। কই না! বুড়ো বাপের কথা আর কেন বল ভাই। উনি আবার তাকে 'মা' বলে ডাকেন—কাদের মেয়ে ঠিক নাই, থামকায় এক জন মেয়ে লোককে 'মা' বলা। বাপের যেমন বিদ্যে।

২য় ব্যক্তি। আমরাও তাই বোধ হয়—নইলে ওর যে বাপ ছিল সেত ব্রাহ্মণ। সে কিনা টাকার লোভে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চায় ছুড়ীটা পালিয়ে মলো যে নইলে এতদিনে কবে বিয়ে করে বসতাম—তুইও যেমন।

১ম ব্যক্তি। তার বাপের বেশ মত ছিল—কেমন? তা একটা কাজ কল্লে হয় না—লুকিয়ে গিয়ে তার বাপের কাছে খবর দিয়ে আসা— কত দূরই বা।

২য় ব্যক্তি। ভাল কথা মনে—সেই ব্রাহ্মণের মেয়ে ও কখনই নয়; মনে কর দিকি তারই যদি মেয়ে হবে, সে কি এইটুকু পথ এসে আর নিজেরই মেয়ের খোজ করিতে পাল্লে না। পালিয়ে গেছেত গেছেই।

১ম ব্যক্তি। তাইত বল্‌ছি---সেই ব্রাহ্মণকে একবার খবর দাও, সে ওকে এখান থেকে নিয়ে চলুক, ব্রাহ্মণও কিছু পেয়ে যাবে, আমাদেরও কাজ শেষ হ'বে। দেখ দেখিনি ভাই বেটী এ বাড়ীতে এসেছে বলে বাবুর বাড়ীতে এবার পূজাটিও হ'ল না। এত অলক্ষণ কি কখন ধর্ম্মে সয়—ব্রাহ্মণের মেয়ে বলে জ্বাত ছাড়ান—কম পাপ? বল কি!

২য় ব্যক্তি। যা বলছ ঠিক বটে আমিও এক দিন যাব বলে সাজগোজ করেছিলাম। সে দিন ছুঁড়ীটা এসেই বিগড়ে দিলে। হাজার সাবধান সাবধান বলুন তাতে ভয় করি না, কিন্তু

আমি ভয় করি, পাছে ছুঁড়ীটা আবার কোথাও পালিয়ে যায়, এই আমার ভাবনা।

১ম ব্যক্তি। কি চেহারাটা দেখিছিস ভাই, তাইতে আবার বোধ হয় ব্রাহ্মণের মেয়ে হ'লেও হতে পারে রঙটা যেন ফেটে পড়ছে এবাড়ীতে ওরকম সুন্দরী একজনও নেই।

২য় ব্যক্তি। আরে রেখেদে তোর ব্রাহ্মণের মেয়ে আমাদের ঘরেও অমন সুন্দরী দু একটা হয়ে থাকে। কাজে কাজেই ব্রাহ্মণটাকে খবর দিতে হ'ল নইলে আর উপায় নাই দেখছি।

১ম ব্যক্তি। তুমি যে পোষাক করে যাও ভাই তা'তে বামুন তোমাকে মেয়ে দিতে পারে। কে বলবে তুমি বাবুর বাড়ীর দরওয়ান।

পাঠক মহাশয়! বোধ হয় কথপোকথন নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বয়ের আর পরিচয় দিতে হ'বে না। এই রূপ কথা শুনিয়া আমি আর সে স্থানে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না—এবিষয়ে কোন না কোন উপায় স্থির করিতে হইবে। কর্ম্মশূন্য হয়ে আর বসে থাকলে চলবে না। এই রূপ স্থির করে সত্বর পদে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। নিবিষ্ট মনে গয়ারাম হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলাম।

# নবম বিম্ব।

## গয়ারামের পত্র।

উদ্যান বিম্বে গয়ারাম ও হারাণের কথোপকথন শুনিয়া আসিয়া আর কিছুই ভাল লাগিল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলাম। আজ হৃদয়ে দারুণ আঘাত লেগেছে, মন আজ বিষম ব্যথায় ব্যথিত; অন্তর হৃদয়ে অশ্রুস্রোত প্রবাহিত মনটা বড় খারাপ হ'ল। গয়ারাম রাক্ষস হস্ত হইতে কি মুক্তি পাইবার উপায় আছে? গয়ারাম কালসাপের বিষ দন্ত চূর্ণ করিবারে কি কোন বল নেই? গয়ারামের কলুষিত অন্তরে পাপেচ্ছার প্রতিরোধ করিতে রমনী বল কি নির্ব্বল হবে? উঃ! ঈশ্বর! তুমিই সব—পাপীকে পাপ প্রলোভন দেখাও—ধার্ম্মিককে ধর্ম্ম পথ দেখাও, তোমার অচিন্ত্য মহিমা।

ঈশ্বর দুর্ব্বলের সহায়, তিনি মহাবলীর দর্প চূর্ণ করেন, অহঙ্কারীকে লজ্জা প্রদান করেন। আমি রাক্ষস হস্ত হইতে মুক্তি লাভের উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্তা। সহসা মথুরের বস্ত্র হইতে স্খলিত পত্রের বিষয় স্মরণ হ'ল—এ বিষয় লইয়া গয়ারাম ও হারাণ উভয়েই কথোপকথন করিয়াছিল তাহাও স্মরণ হ'ল। এতক্ষণ সে বিষয় ভুলিয়া গিয়াছিলাম সহসা মনে পড়াতে অন্তঃকরণ আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল—তাহাতেই যেন আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে বলে বোধ হল—বাক্স খুলিয়া উক্ত পত্র খানিকে বাহির করিলাম—পত্র খানি হারাণ পোদের নামে। মথুর সদ্দারের ছেলের নাম হারাণ।

## পত্রখানি এইরূপ।

পত্রের দ্বারা চৌবেজীর আশীর্ব্বাদ জানিবে।

ভদ্র গ্রামের কুঠী লুট হইবার পর মেজ বাবু আমাদের এক পয়সাও দেন নাই। এরূপ অবিচার কার প্রাণে সহ্য হইতে পারে। তোমারা স্থির ভাবিয়া রাখিয়াছ আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু জানিও এবারে আমার কোন হাত নাই। আশা করি এবারকার পরিশ্রমের ফল মেজ বাবুর নিকট হইতে আদায় করিবে। আমি এক দিন মিষ্ট কথায় চাহিয়া ছিলাম, তাহার উত্তরে বোধ হ'ল তিনি দিবেন না। আমিও বলি,— আমাদের শরীরে যদি বিন্দুমাত্র রক্ত থাকে তাহা হইলে এ টাকা তাঁহার নিকট হইতে নিশ্চয় আদায় করিব। মেজ বাবু কেমন ক'রে এ টাকা হজম করেন দেখবো—কত ধানে কত চাল এটা এখনও তাঁর বোধ হয় নাই। তুমি পত্র পাঠ মাত্র এখানে আসিবে—মেজ বাবুর দর্প চূর্ণের কোন উপায় স্থির করিতে হইবে—চৌবেজির আদেশ।

ভাল কথা—যে শীকারের কথা তোমাকে এক দিন সেই অশথতলায় বলিয়াছিলাম সেই শীকার বোধ হয় ঘরে বসে পাওয়া যাবে—কিছু সরঞ্জমের আবশ্যক।

গয়ারাম—

পত্র পাঠ করিয়া একবার আহ্লাদ হ'ল বটে কিন্তু আবার ভয় হ'ল, সুতরাং এ বিষয় স্বরস্বতীর নিকট পরামর্শ লইতে হইতেছে। এক দিকে গয়ারামের মৃত্যুবান, অপর দিকে মেজ বাবুর গুপ্ত কর্ম্মের আবিষ্কার, কাজে কাজে যদি গয়ারামের হস্ত হইতে

নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মেজ বাবুকে এই পত্র খানি দেখাই তাহা হইলে নিজকর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মেজ বাবু আমার উপর সন্দেহ করিতে পারেন অতএব স্বরস্বতীর এ বিষয়ে মতা-মত জানিতে হইতেছে। যদি মেজ বাবুকে পত্র খানি দেখাই : নিঃসন্দেহ গয়ারামের দর্প চূর্ণ হইতে পারে কিন্তু পরে আমারও বিস্তর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

স্বরস্বতীর পরামর্শ ব্যতীত আমার অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় নাই দেখিয়া আমি স্বরস্বতীর অনুসন্ধানে তাহার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অসঙ্কুচিত হৃদয়ে স্বরস্বতীর নিকট সমুদায় প্রকাশ করিয়া বলিলাম, পত্রখানিও পাঠ করিয়া শুনাইলাম। স্বরস্বতী পত্রের কথা শুনিয়া বলিল—"বটে গয়ারাম সেদিন মথুরকে এক খানা পত্র দিয়ে বল্লে—হারাণকে তাহার কোন বিশ্বাসী লোককে দিয়ে পত্র খানা পাঠ করাইয়া লইও, আমি তখন কিছু বুঝতে পারিনি—গয়ারামকে আমি জব্দ করবো।"

আমি বলিলাম—"গয়ারামের উপর মেজ বাবুর স্নেহ কেমন ?"

স্বরস্বতী বিস্মিত হইয়া বল্লিল—"ঠিক কথা—মেজ বাবুই গয়া-রাম ও চৌবেজীকে এ বাড়ীর দরওয়ান করেছেন—মেজ বাবু বড় অন্যায় কত্তে আরম্ভ করেছেন।"

মেজ বাবুর কথা শুনিতে আমার বড় কৌতূহল জন্মাল, আমি বলিলাম—"মেজ বাবুর কি অন্যায় ?

স্বর। জান না দিদি! এই দুজন দরওয়ান মেজ বাবুর ডান হাত বাঁ হাত। আমাদের বড় বাবুর মস্ত বড় জমিদারি—বড় বাবু এখন বুড়ো হয়েছেন সেই জন্য নিজের জমিদারির উপর আর নজর রাখেন না। নিজের ভাইদের সেই জমীদারিতে

রেখে দিয়েছেন, তাঁহারাই এখন সেই জমীদারি দেখেন—মেজ বাবু সকলের কর্ত্তা, অন্য অন্য ভাইয়েরা মেজ বাবুর হুকুম নিয়ে কাজ করেন। মেজ বাবু এই কাজ থেকে বিস্তর টাকাটা উপায় করেছেন—সব বড় বাবুর চোখে ধূলো দিয়ে। মাঝে মাঝে লেটেল নিয়ে প্রজাদের সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত কেড়ে আনেন, এ সব অন্যায় নয়? ঐ যে চৌবেজি ও গয়ারামকে দেখ্‌ছো ওরাই এই অত্যাচারের গোড়া—মেজ বাবু বড় পাপ কচ্ছেন আমাদের পর্য্যন্ত ঘেন্না হয়।

আমি। মেজ বাবু প্রজাদের উপর এই রকম অত্যাচার-করেন, তাহারা বড় বাবুর কাছে নালিশ করে না?

স্বর। যখন তাদের বাড়ী ঘর দোর লুটপাট করেন তখন কি আর বলে করেন—যে আমি কচ্ছি। তাহারা জানে ডাকাতরাই লুটপাট কচ্ছে। কাজে কাজে ডাকাতি হয়েছে এ খবরটা মেজ বাবুরই কানে আগে আসে—মেজ বাবু তাহা চাপা দিয়ে রাখেন—যেই রক্ষক সেই ভক্ষক—কাজে কাজে মেজ বাবুর কোন ভাবনা নেই।

আমি। স্বরস্বতী! কি ভয়ানক কাণ্ড!! বড় বাবু এ বিষয় কিছুই জানেন না—উঃ!!! মেজ বাবুকে নিশ্চয় এর ফল ভোগ কত্তে হবে। গরিব প্রজা—তাহাদের উপর অত্যাচার, বড় দুঃখের বিষয়।

স্বর। ভাই! একটু আস্তে আস্তে কথা কও—কেউ শুনতে না পায়। এ বাড়ীর মধ্যে এ সব বিষয় কেবল আমি জানি। মনে করেছিলাম বড় বাবুর কাছে সব বলে দেবো কিন্তু বড় বাবু যে রকম লোক—ভাইয়েদের উপর তাঁর যেমন

স্নেহ তাহাতে তিনি আমার কথা বিশ্বাস নাও ক'ত্তে পারেন,কেবল মাঝের মধ্যে আমিই সকলের কাছে দুষী হবো কাজ কি ভাই আমার এমন কথায়, যে যার আপনার কাজের ফল পাবে।

আমি। সেত বটে কিন্তু স্বয়ং এ সব কথা শুনে কি স্থির হয়ে থাকতে পারা যায়। যাহা হো'ক তুমি বলনি, ভালই হয়েছে, কিন্তু ভাই আমার বড় ভয় হচ্চে। গয়ারাম যেমন প্রকৃতির লোক, তাতে বোধ হয় আমার নিষ্কৃতি নাই।

স্বরঁ। তুমি ভয় করো না, তোমার মোহিনী মন্ত্র কি ভুলে গেলে।

চকিতের ন্যায় স্মৃতিপথে একটা উপায় উদয় হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে মনেরও কিছু শান্তি হ'ল, আমি ভাবনা পরিত্যাগ করিলাম। গয়ারাম। দেখবো তোমার কুপ্রবৃত্তি সিন্ধুর অন্তঃস্থল কতদূর—রমনীর বিমোহনে তুমি কি বিমুগ্ধ হবে না? তবে ছার এরমনী কটাক্ষ—ছার এ রমনীর মোহন বান। তুমি আমার প্রতি যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার কর আমি আর গ্রাহ্য করিব না। অন্তঃকরণে অতুল সাহস আসিয়া অধিকার করিল, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া স্বরস্বতীর সহিত সানন্দে কথোপকথন করিতে লাগিলাম।

বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে আরক্তিম বদনে নলিনীর পানে সংক্ষোভ নয়নে চাইতে চাইতে অদৃশ্য হলেন। কমলিনীও যেন সদুঃখে ঘোমটা টেনে অধোমুখী হলেন। মধুকর সূর্য্যের সম্মুখে এতক্ষণ বড় একটা অত্যাচার করিতে পারেন নাই—বামুন গেল ঘর, তো লাঙ্গল তুলে ধর—বলে এখন কমলিনীর উপর দুই একবার ঝুঁকিল, কিন্তু বড় একটা কিছু করিতে পারিল না—ছো মারাই সার। একে

পতি বিরহে বিরহিতা তদুপরি লম্পট ভ্রমরের অসহ্য বাচালতা কমলিনীর প্রাণে এহেন দারুণ ব্যথা সহিল না, তিনি যেন ভ্রমর শত্রু আঁধারকে ডাকিতে যাইতেছেন এমন সময় ভ্রমর সভয়ে পলায়ন করিল। ধরণী কমলিনীর এরূপ কষ্ট দেখিতে না পারিয়া যেন নলিনীকে নিজ আঁধার ক্রোড়ে লুক্কায়িত করিলেন। আমিও অন্ধকার হইয়াছে বলিয়া আপন কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম।

# দশম বিম্ব।

## হরিষে—বিষাদ।

আহারাদির পর আমি নিজ শয়ন কক্ষে বসিয়া আছি, নিকটে একখানি রামায়ণ আছে, তাহাই পাঠ করিতেছি। ইতিমধ্যে প্রমোদকিশোর পত্নী আসিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্ম জননীকে অসময়ে সহসা আমার ঘরে দেখিয়া আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম—কারণ কি জানিবার জন্য মার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। আমার মনের ভাব জানিতে পারিয়া ধর্ম্মজননী বলিলেন—"শৈব! বড় বাবু তোমাকে আজ ডেকেছেন, আমার সঙ্গে এস" বলিয়া একেবারে আমার হাত ধরিলেন, আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কথানুযায়ী, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। মনে বিষম ভাবনা। বড় বাবু কেন আমায় ডাক্‌লেন—ধর্ম্মমাকেও জিজ্ঞাস কত্তে সাহস হচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছি—কলের পুত্তলিকার ন্যায় ধর্ম্মমা কর্ত্তৃক চালিতা হইয়াই চলিতেছি।

কোন দিক দিয়া যে উপর ঘরে আসিলাম তাহা মনে নাই—এত গভীর চিন্তায় নিমগ্না। বড় বাবুর ঘরটী অতি পরিষ্কার রূপে সাজান। দেয়ালে ছবির অভাব নাই, যে দিকে দৃষ্টিপাত কর চারি দিকেই রং বিরঙের ছবি। ছবি গুলির নীচে নীচে এক একটী দেয়াল গিরি। ঘরের মধ্যভাগে একটী প্রকাণ্ড ঝাড়, আলোয় ঝক ঝক করিতেছে। কক্ষের দুই পার্শ্বে দুইটী পালঙ্ক, অতি পরিষ্কৃত শয্যায় সজ্জিত। বড় বাবু একটী আসনে বসিয়া আছেন, সম্মুখে একটী কাগজে কতকগুলি কি মোড়া রহিয়াছে। ধর্ম্মমা আমাকে হাত ধ'রে একেবারে তাঁহার সম্মুখে আনিলেন। তিনি সম্মুখস্থ একটী সতরঞ্চে বসিতে বলিলেন, আমি ধর্ম্মমার সহিত উক্ত আসনে বসিলাম। ধর্ম্মমা বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"দেখ, মোহিনী তোমার মেয়ে—এটী আমার মেয়ে—কোনটী সুন্দরী ?"

কর্ত্তাবাবু সহাস্য আস্যে বলিলেন—"তোমার মেয়ে আর আমার মেয়ে ভিন্ন নাকি—শৈবলিনী তোমার মেয়ে আমার কি নয় ?"

আমি অত্যন্ত লজ্জিতা হলাম। অধোমুখে একটু বক্রভাবে বসিয়া রহিলাম। বড় বাবুর কথা বার্ত্তায় খুব সরল প্রকৃতি বলে বোধ হয়। দেবকান্তি বিশিষ্ট রূপ, ইহাতে কি কখন কপটতা সম্ভবে। "কথায় বলে যেমন রূপ তেমনি গুণ।" আমি বড় বাবুর অনুপম রূপ দেখে অন্তরে সরল বলে অনুমান করিলাম। যথার্থ পক্ষে বড় বাবুর প্রকৃতি অতি সরল। অমায়িকতা গাম্ভীর্য্য ইত্যাদি পুরুষোচিত সমুদায় সদ্গুণে তিনি অলঙ্কৃত—তিনি রূপে

কার্ত্তিক, গুণে দেব তুল্য। আমাকে লজ্জিত হইতে দেখিয়া তিনি বলিলেন—"শৈবলিনি! লজ্জা কি মা, তুমি আর মোহিনী কি আমার ভিন্ন। তোমাকে আজ ডেকেছি কেন বল দেখি?"

আমি লজ্জায় অধোমুখী—নিরুত্তর। আমাকে পুনরায় বলিলেন—"ছি! লজ্জা কত্তে আছে কি?"

আমি কি করিব—কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। বড় বাবুর স্নেহযুক্ত কথায় যদিও আমার লজ্জা দূর হইল বটে, কিন্তু কি উত্তর দিব স্থির করিতে পারিলাম না; সুতরাং ধরাদৃষ্টি অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। আমার ধর্ম্মমা এতক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন—বোধ হয় উত্তর প্রতীক্ষায়। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া তিনি বলিলেন—"শৈবলিনী বড় লজ্জাবতী—আমার সঙ্গেই ভাল ক'রে কথা কহে না"।

বড় বাবু। লজ্জাই স্ত্রীলোকের অলঙ্কার—ভাল ভাল। শৈবলিনীকে এইগুলি পরিয়ে দাও? বলিয়া সেই কাগজের মোড়কটী বড় বাবু ধর্ম্মমার হাতে দিলেন আমিত অনিমেষ নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছি; ধর্ম্ম জননী আস্তে আস্তে সেই কাগজের মোড়কটী খুলিলেন।

ইহার চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে—মোড়কের ভিতর অলঙ্কার! হর্ষ, বিস্ময় যুগপৎ মনে উদয় হইল। বড় বাবু এই গুলিকে আমাকে পরিয়ে দিতে বলেছেন—কি আশ্চর্য্য!! আমি ঘন ঘন বড় বাবুর দেবতুল্য বদনমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। এক এক বার চকিতনেত্রে মৃদুশিঞ্জিত-অলঙ্কার-বহির্মুক্ত-হস্তপানে সলাজ দৃষ্টি। আমাকে সচঞ্চলা দেখিয়া ধর্ম্মমা বলিলেন—"দেখ মা! কেমন হয়েছে—

পছন্দ হবেত"। বলিয়া একে একে সমুদায় অলঙ্কার গুলি আমাকে পরাইয়া দিলেন। আমার এক দিকে হর্ষ, অপর দিকে বিষম লজ্জা—ঘাড় হেঁট করিয়া ধর্ম্মমার হস্তস্থিত অলঙ্কার পরিতেছি। আমাকে অলঙ্কারে বিভূষিতা করার পর ধর্ম্মমা বলিলেন—"দেখ দেখি কেমন দেখাচ্ছে—মোহিনীকে একবার ডাকি—অ মোহিনি, মোহিনি।"

"যাই মা"। বলিয়া মেয়ে ঘরেব ভিতর প্রবেশ করিল আমার লজ্জার সীমা নাই।

মা বলিলেন—"দেখ দেখি তোকে কেমন দেখায় আর শৈবলিনীকে কেমন দেখায়।"

মোহিনী। তা, এখন কি হ'বে বল সকলকেই কি আর সমান দেখায়—দিব্যি মানিয়েছে।

আমি হর্ষিত অন্তরে ধর্ম্ম জননী ও বড় বাবুকে এক একটী প্রণাম করিলাম। বড় বাবু আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—ধর্ম্মমা সাদরে আমার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। ইত্যবসরে মোহিনী আসিয়া আমার হাত ধরিল। বড় বাবু অনেকক্ষণ আমার পানে চেয়ে ধর্ম্মমাকে বলিলেন—"দেখ শৈবলিনীর শীঘ্র বিবাহ দিতে হইবে। অনাথা দৈবঘটনায় আমার কাছে এসে পড়েছে বলে আমি অধর্ম্ম কত্তে পারি না। অসময়ে পাত্রস্থ না হলে আমায় মহাপাপে লিপ্ত হ'তে হবে—শুভস্য শীঘ্রং।"

ধর্ম্মমা। বিয়ে ত আজ কালের মধ্যে দিলেই হয়—দেবে কেমন করে? শৈবের বাপ মারত কোন খোঁজ খবর নেই।

বড় বাবু। হাঁ এ কথা বটে, শৈব কি আজও নিজের পরিচয় দেবে না?

আমি দেখিলাম ঘোর বিপদ—যে খানে বাঘের ভয় সেইখানে সন্ধ্যা হয়—বিষম বিপদ।

মোহিনী বলিল—"স্বরস্বতীর মুখে শুনেছি শৈব মামার বাড়ীর কার না মেয়ে—মাওত সেই কথা বলেন।"

সকলের দৃষ্টি ধর্ম্ম জননীর মুখের উপর। ধর্ম্ম মা মোহিনীর এই কথা শুনিয়া খিল খিল করে হেসে উঠ্‌লেন, পরে বলিলেন—"আচ্ছা সে ভার আমার উপর—তুমি শৈবসিনীর জন্য একটী সৎ-পাত্র সন্ধান কর।"

আমার প্রতি মোহিনীর আজ আদর ভারি। আমার হাত ধরে ধীরে ধীরে তাহার ঘরে আনিল। বড় বাবুর শয়ন কক্ষে—এক ঘর ব্যবধানে মোহিনীর শয়ন ঘর, আমরা সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম; মোহিনী ধীরে ধীরে দ্বারের অর্গল বন্ধ করিয়া দিল। এত দিন পরে মোহিনী আর আমি এক স্থানে, এত দিন পরে মোহিনীর সহিত কিছু ভাল ক'রে কথা বার্ত্তা কহিতে পাইব। আমরা এ কথা সে কথার পর, ক্রমে ক্রমে একে একে বাড়ীর সকল লোকের কথা হইল। কে কি রকম লোক, কার স্নেহ বেশী, কার অহঙ্কার বেশী, একে একে সকল কথাই হয়ে গেল। আমি অবশেষে চাটুয্যে মহাশয়ের কথা পাড়িলাম (মোহিনীর স্বামীর নাম চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়) স্বামীর নাম হওয়াতে মোহিনীর মুখে এক গাল হাসি। হাসিভরা মুখে আমাকে বলিল—তাঁর জন্য কোন ভাবনা নেই—তিনি আজ জন্মভূমি দর্শনে গিয়াছেন, যদিই বা আসেন তাতেই বা তোমার লজ্জা কি—তুমি হচ্ছো বড়, আমি অপ্রতিভ হলেম।

আমরা উভয়ে এই রকম কথা বার্ত্তা করিতেছি, এমন সময়ে

ঘরের দ্বারে কে আস্তে আস্তে আঘাত করিল। আমরা উভয়েই দরজার দিকে বিস্মিতনেত্রে চাহিলাম। আমি বলিলাম—"ভাই! ঐ বুঝি—আমি লুকাই!"

মোহিনী আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি আস্তে আস্তে ঘরের একটা আলমারির পার্শ্বে লুকাইলাম। ঘরের অর্গল মুক্ত হইল—ভেল্কির মত চন্দ্রশেখরের পরিবর্ত্তে পিসিমার ছেলে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। মোহিনী দরজার কাছে পিসিমার ছেলেকে কি চুপি চুপি বলিল। বিকট স্বরে উত্তর হ'ল—"কুচ পরোয়া নেহি।"

আমি আলমারির পার্শ্বে। পিসিমার ছেলেত একেবারে ঝুপুস করে বিছানায় শুয়ে পড়লো—মোহিনী দরজার নিকট, বিস্মিত-নেত্রে সুরেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া আছেন। আমি দেখিলাম গতিক ভাল নয়। কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়া কি দেখিলাম। মোহিনীর মুখে কথা নাই। এক এক বার আলমারির দিকে নজর, পরক্ষণে সুরেন্দ্রের উপর, বিদ্যুতের ন্যায় চক্ষের পলক পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মোহিনী নির্ব্বাক—মুখ খানি বিবর্ণ দেখিয়া আমার কিছু দয়া হ'ল।

সুরেন্দ্র ক্ষণেক পরে মোহিনীকে বিদ্রুপ সহকারে বলিল—"আজ হয়েছে কি, সাক্ষি গোপালের মত দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইলে যে, রাগ না অভিমান।"

মোহিনী নিরুত্তর—নজর আলমারির পার্শ্বে আমার দিকে। সুরেন্দ্র আস্তে আস্তে শয্যা হইতে উঠিলেন, ত্রস্ত হস্তে মোহিনীর বস্ত্রাঞ্চল ধরিল, মোহিনী সজোরে ছাড়াইয়া লইল, সুরেন্দ্র মোহিনীর হাত ধরিয়া একেবারে বহির্দ্বারে—আমার দৃষ্টির বাহিরে।

আমিত আড়ষ্ট হয়ে দেখছি—ঘটনাটী নিমেষের মধ্যে সাঙ্গ হল। কাণ্ডকারখানা দেখ্‌তে গেলে হাসিও পায় ঘৃণাও হয়। প্রথমে অন্তরে গুমরে গুমরে খুব খানিকটা হাসিলাম তৎপরে ঘৃণার উদয়—ভাব্‌তে গেলে কথা পর্য্যন্ত কইতে ঘৃণা বোধ হয়। যাহা হউক আপাততঃ ঘৃণাকে সংযম করিয়া রাখিলাম।

আমিত আলমারির পাশে আর অধিকক্ষণ থাকতে না পেরে আস্তে আস্তে বেরুলেম—এদিকে মোহিনীও মুখে কাপড় দিয়ে আস্তে আস্তে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো। আমার সঙ্গে কোন কথা নাই, একেবারে মুখে কাপড় দিয়ে আমার বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল। আমি মোহিনীর পাশে বসিয়া ধীরে ধীরে মুখের কাপড় খানি খুলিয়া ফেলিলাম—মোহিনী পুনরায় মুখাবৃত করিল আমিও পুনরায় অতিকষ্টে মুখ হইতে বস্ত্রাঞ্চল সরাইয়া ফেলিলাম।

মোহিনীর চক্ষে অশ্রুকণা—আমি কহিলাম, "কাঁদ কেন ভাই?"

মোহিনী আমার হাত ধ'রে অশ্রুপুর্ণ নয়নে কহিল—"শৈবলিনি! ভগিনি"—মোহিনী আর বলিতে পারিল না আমি অত্যন্ত ব্যথিতা হইয়া বলিলাম—"কি বোন্, কি বল্‌বে বল—অকপটে বল।"

মোহিনী। শৈব! আজ দেখলে কি? মোহিনীকে বাঁচাতে কি তোমার সাধ আছে?

মোহিনীর কণ্ঠস্বর কম্পিত, হৃদয় বিদারক। শুনিয়া আমারি বড় কষ্ট হ'ল। আশ্বাস দিয়া মোহিনীকে কহিলাম—"কেন ভাই তুমি আমায় সন্দেহ কচ্ছো।"

মোহিনী। ভগিনি! আজ হৃদয়ের সাধ, জীবন, মরণ তোমার হাতে রহিল। আজ হ'তে মোহিনীকে তুমি নিজ দাসী বলেজেনো।

আমি। মোহিনি! আমি এক জন সামান্যা, আমার প্রতি এরূপ উক্তি তোমার শোভা পায় না।

মোহিনী। শৈব! আজ তবে তোমার নিকট সমুদায় খুলে বলি—আমি রূপের ভিখারিনী। সুরেন্দ্রকে আমি প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসি। এ অপবিত্র ভালবাসা অতি অল্প দিনের জানবে। আমাকে অবিশ্বাসিনী, পাতকিনী যাহা ইচ্ছা মনে কর, কিন্তু তথাপি আমি সুরেন্দ্রকে অন্তরে ভাল বাসবো। জীবন নরক এক দিকে, আর আমার সুরেন এক দিকে। জীবনের সাধ আহ্লাদ সমুদায় সুরেন্দ্রের হাতে।

এতদ্দুর বলিয়া মোহিনী নীরব হইল। ঘনঘটাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনগ্রস্থ আঁধার হৃদয় আকাশের সহসা পরিবর্ত্তন দেখা দিল। আমি নির্ব্বাক—মোহিনীর অকপট কথোপকথন শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। আজ কি ভয়ানক সময় উপস্থিত—এক জনের গুপ্ত রহস্য অপরের নিকট প্রকাশিত হইল—এক জনের সাধের জিনিষ অপরের লক্ষ্য স্থল হইল—একেই বলে "হরিষে—বিষাদ"।

## একাদশ বিম্ব।

### রহস্য সন্দর্শন—গুপ্তগৃহে।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া মোহিনীর বোধ হয় আমার প্রতি বিশ্বাস হ'ল না। আমাকে সন্তুষ্ট করিতে মোহিনী যত্নবতী হইল, কি আমার অভিলষিত—কি আমার প্রর্থিত, এই প্রশ্নই বারংবার আমি প্রত্যেক প্রশ্নের অসম্মতি উত্তর করিলাম, সুতরাং, মোহিনী

হতাশ হইল। আমি দেখিলাম মোহিনীর সন্দেহ আমার প্রতি বৃথা আরোপিত হইতেছে—আশ্বাস দিয়া বলিলাম—"মোহিনি! কেন বৃথা সন্দেহ কচ্ছো, আমার নিকটে সমুদায় অপ্রকাশিত থাকিবে—সন্দেহ করো না।"

মোহিনী। দেখো ভাই! অধিনী বলে যেন ভুলোনা—উঃ! পোড়ারমুখী সেজকাকী।

শেষ কথাগুলি মোহিনীর মুখ হইতে অতি মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইল আমি অমনি বলিলাম—"সেজকাকীর কি অপরাধ?"

মোহিনী ঈষৎ হাস্য আস্যে কহিল—"সেইত আমার যত নষ্টের গুরুমশাই। তোমার কাছে নিজের কথা যখন বলেছি, তখন বাড়ীর যার যার যা কিছু জানি সমুদায় বলবো। সেজ-কাকার বিবাহ আমার বেশ মনে হয়—বিয়ের তিন চার বৃছরের পর কাকা বিদেশে যান। সাহেবের কাছে কাজ করেন, কাজে কাজেই সাহেবের হুকুম না মানিলে চাকরী করা দায়, সেই জন্য সেজকাকার বিদেশে গমন। সেজকাকীর তখন যৌবন অবস্থা—একলা রেখে যাওয়া কাকার উচিত হয় নাই, সে যাহা হউক ক্রমে ক্রমে কাকীর নজর দোষ হ'ল। সেজকাকীর প্রিয় কেবল আমি—আমাকেই সব ভেঙ্গে চুরে বলিত। আমার সঙ্গেই সুখ দুঃখের কথা হইত—আমার তখন সবে বিবাহ হয়েছে। সেজকাকীর অনুগ্রহে অল্প বয়সেই আমি কু বিষয় সমুদায় শিখিলাম—এঁচোড়ে পাকা, কাঁটালের মত হ'লাম—দেখাদেখি সেজকাকীর মত গা ভাসান দিলাম। পোড়ারমুখী নিজের স্বামীর নাম পর্য্যন্ত করিত না, সুতরাং নিজ স্বামী লইয়া তাহার সঙ্গে কোন কথাই হইত না। সেই জন্য দেখাদেখি আমারও স্বামীর প্রতি ততদুর শ্রদ্ধা জন্মায়

নাই—সঙ্গ দোষে সব মাটী। সেজ কাকী ক্রমে ক্রমে মেজকাকার সঙ্গে মিশিলেন—মেজ কাকাও এক জন কম নন—নিজের ছোট ভাতৃবধূ বলে একবারও মনে করিলেন না।"

এতদূর বলিলে আমি মোহিনীর কথাতে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এসব বিষয় কি মেজখুড়ী জানে না ?

মোহিনী। কেউ জানে না—আমি জানি আর বোধ হয় স্বরস্বতী পোড়ারমুখী দেখে থাক্‌বে—আর এই তুমি জান্‌লে।

আমি। স্বরস্বতী বড় চতুরা—সে জানে তুমি কেমন করে জান্‌লে ?

মোহিনী। এ বাড়ীর সে জানে না এমন কাজই নেই—পোড়ামুখী আমাকে ঠাট্টা করে বলে—"ঘণ্টেশ্বরী"।

আমিত হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। পাঠক মহাশয় কি কিছু বুঝলেন। স্বরস্বতী আমাকে এক দিন বলেছিল—এ বাড়ীতে "হাতির গলায় ঘণ্টা" আছে—মনে আছে কি ? এ সেই ঘণ্টার কথা।স্বরেন্দ্রনাথ ঘণ্টা, আর তার ঈশ্বরী আমাদের মোহিনী।

মোহিনী। শৈবলিনি! কিছু দেখতে ইচ্ছা কর, সেজ কাকীর ব্যাপার ?

আমি কহিলাম—"কোথায় ?"

মোহিনী একেবারে আমার হাত ধরে বলিল "তবে আমার সঙ্গে এস"।

মোহিনীর কথা শেষ না হ'তে হতেই আমার ধর্ম্ম জননী ডাকিলেন—"মোহিনি" ? আমরা উভয়ে ধর্ম্ম-জননীর ঘরে প্রবেশ করিলাম, বড় বাবু নিজশয্যায় খট্টাঙ্গে, পিসিমা ও ধর্ম্মমা

নীচে সতরঞ্চে। আমাকে দেখিয়া পিসিমা বলিলেন "দিব্যি হয়েছে দাদা! শৈবলিনীর একটা বিয়ের যোগাড় দেখ।"

বড় বাবু। এই মাসের শেষাশেষি একটা না একটা দিনে একাজ হতেই হবে। গহনাগুলি শৈবলিনীর মনের মত হয়েছেত।

ধর্ম্মমা। তোমার মনের মত হয়েছে—কেমন শৈব?

আমি ঘাড় বাঁকাইয়া জানাইলাম, খুব পছন্দ হয়েছে।

মোহিনী ধর্ম্মজননীকে কহিল, "আমি আর শৈব নীচের ঘরে যাই।"

মোহিনী মাতার উত্তরের প্রতিক্ষা না করিয়া আমার হাত ধরে একে বারে নীচে আসিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "নীচে কোথায়?"

"নীচে একটা গুপ্ত ঘর আছে সেই থানে"

"সেই থানে কে কে আছে?"

"তাও আবার বলতে হবে? মেজ কাকা আছে আর সেজ কাকা।"

উদ্যানের উত্তর দিকে যে একটী ঘর আছে, যে ঘরে গয়ারাম ও হারাণের পরামর্শ শুনি, সেই ঘরের পশ্চিম পার্শ্বে একটী ঘর সেই ঘরের পার্শ্বেই উপর তলায় যাইবার অপর একটী সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলে বাঁহাতি একটী ঘর পাওয়া যায় সেই ঘরে মেজ কাকী শয়ন করেন। আমরা সেই সিঁড়ি দিয়া নীচে আসিতাম কেবল সেই সময় মা ডাকিলেন সুতরাং অন্য সিঁড়ি দিয়া একটু বেড় করিয়া নীচে আসিতে হইয়াছে।

উক্ত কক্ষের নিকটবর্ত্তী হইবার কিছু পুর্ব্বে আমরা খুব ধীর পদবিক্ষেপ অবলম্বন করিলাম। গহনাগুলি এমন ভাবে

রাখিলাম, যাহাতে কেহ কিছু শব্দ না শুনিতে পায়। ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া একটী গবাক্ষ পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ঘরের ভিতর কাহারা কথা কহিতেছে—স্বর স্পষ্ট অথচ মৃদু। পুরুষ কণ্ঠে এক জন বলিল—"সৌদামিনি! আমার প্রনয় তুমি অগ্রাহ্য কর?"

স্ত্রীকণ্ঠ স্বরে উত্তর হইল—"চন্দ্র শেখর"—

নাম শুনিয়া মোহিনী চমকিয়া উঠিল, ধীর পদে অগ্রসর হইতে-ছিল "চন্দ্রশেখর" নাম শুনিয়া পিছাইয়া পড়িল আমি ভাবিলাম এ আবার কি, চন্দ্রশেখর এখানে কেন? উভয়েই আত্ম সংযম করিয়া শুনিতে লাগিলাম।

"এ হৃদয় নিজের হইয়াও নিজের নয়, তবে এ প্রাণে কেমন ক'রে বলিব তোমার প্রণয় অগ্রাহ্য করি।"

পুরুষ। তোমার হৃদয় কি পর হস্তগত? সৌদামিনী একবার বল, কোন পুরুষ এত দূর ভাগ্যবান্?

মোহিনীর নাসারন্ধ্রে ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল, প্রতিক্ষণে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া মুখ পরিষ্কার করিতেছে আজ স্বপ্ন দেখিতেছে না কি? মোহিনীর যেন কিছুই বিশ্বাস হইল না গবাক্ষ দিয়া দেখিতে লাগিল মোহিনীর দেখাদেখি আমি দেখিলাম অনুমান বৃথা নহে।

কক্ষটী অতি পরিষ্কাররূপ সাজান এটী মেজ বাবুর সখের ঘর দিনের বেলায় এঘরটী কেহই দেখিতে পান না। এই মাত্র জানি এই ঘরটী মেজ বাবুর অত্যন্ত প্রিয়, যাহাহউক আজ নিশা যোগে দেখিয়া লইলাম। কক্ষে কোন খট্টাঙ্গ নাই। মেজের উপর ঢালা বিছানা, প্রায় এক হাত পরিমিত উচ্চ। চারিদিকে মোটা মোটা বালিস। দেয়ালে ভাল ভাল ছবি, দেয়ালগিরি, লণ্ঠন

ইত্যাদিতে ঘরটী অতি পরিষ্কার রূপে সাজান। ঘরের শোভা লইয়া আমাদের কোন আবশ্যক করে না। চন্দ্রশেখর ওরফে মোহিনীর স্বামী তাকিয়ায় হেলান দিয়া একটী স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। স্ত্রীলোকটী কে? বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবেন, আমাদের সেজ কাকী—সৌদামিনী। সৌদামিনীর সহিত মেজবাবুরই গুপ্ত প্রণয়ের কথা শুনিয়াছিলাম; চন্দ্রশেখর কোথা হইতে আসিল এ বিষয় আলোচ্য বটে, কিন্তু ইহা পরে বিচার্য্য।

সৌদামিনী কি উত্তর দেন তাহা শুনিবার জন্য আমরা উৎকন্ঠিত চিত্তে কর্ণ পাতিয়া আছি। উত্তর হইল—"চন্দ্রশেখর! বলিতে লজ্জা কি, তোমাকে যে পায় সে কতদূর ভগ্যবতী।

চন্দ্রশেখর সস্নেহে সৌদামিনীর করদ্বয় ধরিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মোহিনীর পক্ষে ইহা অসহ্য হইল আমাকে বলিল "তুই দেখ ভাই! আমার ভাল লাগে না!"

আমরা উভয়েই গবাক্ষ দৃশ্য পরিত্যাগ করিয়া যেমন একটু অগ্রসর হইব, অমনি দ্রুতপদে কে এক জন লোক আমাদের কাছ দিয়ে দৌড়ে গেল। ভীত চিত্তে মোহিনী আমাকে ফেলিয়া সাড় অতিক্রম করিয়া উপরে গেল, আমি আর উপরে না গিয়া নিজ শয়ন ঘরের দিকে ফিরিলাম।

# দ্বাদশ বিম্ব।

## প্রণয় ভিক্ষা—বিষম বিভ্রাট।

জগৎ তমাচ্ছন্ন। বিষম অন্ধকার ভয়ে যেন জগতকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রূপ ধারণ করিতে হইয়াছে। প্রকৃতি গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে—কোথাও কোন প্রকার সাড়া শব্দ নাই। আঁধারে আঁধার বিমিশ্রণ—কোলের মানুষ পর্য্যন্ত চেনা ভার। এই রজনী যোগে দুষ্ট লোকের কত স্থানে কত রকম দুষ্কর্ম্ম সাধিত হইতেছে তাহার নির্ণয়তা নাই। ভীত মনুষ্যের অন্তরকে যেন আরও ভয় প্রদর্শন করিতেছে। পাপীকেও যেন দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবারণ করিতেছে, কিন্তু পাপীর মৃত্যু ভয় নাই সুতরাং প্রকৃতির ভয় প্রদর্শন আঁধারে লোষ্ট্র নিক্ষেপবৎ।

আমি একাকিনী—মোহিনী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, সুতরাং আমি একাকিনী। ভয়ত্রস্ত হৃদয়ে মৃদু পদসঞ্চারে নিজ শয়ন কক্ষের দিকে চলিয়াছি। ভয়ে বুক দুর দুর করিতেছে কি করিব নিরুপায়—সশঙ্কিত পদ বিক্ষেপেই চলিয়াছি। আমার শয়ন কক্ষে পৌছিতে অনেক দূর, এখনও ৫।৬টী ঘর পার হইতে হইবে। যত ঘর অতিক্রম করিয়া চলিতেছি যেন, তত দূর সাব্যস্ত বোধ হইতেছে।

প্রমোদ কিশোর বাবুর প্রত্যেক কক্ষে ঘোর নিস্তব্ধতার অধিকার—কেবল আমার অতি মৃদুপদ শব্দ, সেই অন্ধকার—সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া কর্ণ কুহরে ভীষণ বলিয়া শব্দিত হইতেছে। এমন সময় আমার অতিক্রান্ত কক্ষ পার্শ্ব হইতে কে সুমধুর স্বরে গাহিল—

"জপত নিশি দিন তেরে লিয়ে,

বুঝত দিলকো, নাহি ফিরে।"

কোন রমণীর কণ্ঠ স্বর—এমন গভীর নিশায় কে ভঙ্গ করিল? কণ্ঠস্বর অতি মধুর—আমার কর্ণে বীণাধ্বনিবৎ প্রতীয়মান হইল। আমি দাঁড়াইয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে শুনিতে লাগিলাম। গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সেই কণ্ঠস্বর সেই সুমধুর রমণী কণ্ঠ পুনরায় গাহিল—

"তুমেরি ধ্যান জ্ঞান, তুমেরি পরাণ—

জাগত তেরি রূপ মনমে হামামি রে।"

সুমধুর গীত শ্রবণে মোহিত হইলাম। এ বাটীতে এই রূপ গীত কে গাহিল? কণ্ঠস্বর যেন তিলোত্তমার বলিয়া বিশ্বাস জন্মিল। তাই বা কেমন ক'রে হবে—তিলোত্তমা এসময়ে এ বাটীতে কিরূপে আসিবে? অন্তরে এইরূপ অসম্ভব চিন্তা।

সঙ্গীত থামিল। নৈশ সমীরণ এতক্ষণ যে সুমধুর গীতকে লইয়া আমার শ্রবণ বিবরে তাল লয় সংযোগে বীণা ধ্বনিবৎ ছড়াইতেছিল—এক্ষণে নীরব। বোধ হয়, এ গান যে শুনেছে সেই মোহিত হইয়াছে, সেই জন্য নূতন চিন্তা—এ গীত কার? আমি গায়িকা রমণীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলা হইলাম। এমন সময়ে উক্ত প্রকোষ্ঠ হইতে পুরুষ কণ্ঠে ভর্ৎসনার সহিত বলিল—"তিলোত্তমা! অভিসারিকা রমণীর মত নিজের অন্তর কে কেন কলুষিত করিতেছ? এই রজনীতে দস্যু পর্য্যন্ত এ বাটীতে আসিতে ভয় পায় তুমি নিজের স্বার্থের জন্য অনায়াসে আসিয়াছ—ছি, বড় ঘৃণার কথা।"

পাঠক মহাশয়কে আর বেশী কিছু বলিতে হইবে না—এ রাত্রিতে তিলোত্তমার আগমন সতীশের নিকট।

তিলোত্তমা সতীশের কথায় অতি ধীর স্বরে বলিল—

"সতীশ! হৃদয় যদি দেখাবার হ'ত—দেখাতাম, এ হৃদয়ে সতীশের মূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই। সতীশ! তোমারই নিমিত্ত এই ভয়ানক রজনী আমার পক্ষে মধুর যামিনী। আমি নিজের বিপদ গ্রাহ্য করি না—সতীশের জন্য প্রাণকেও তৃণ জ্ঞান করি। জান না সতীশ! কত ভালবাসি।"

পুনরায় উগ্রকণ্ঠে সতীশ বলিলেন—

"তিলোত্তমা! ঘরে যাও। কেহ যদি দেখে আমাকে সন্দেহ করবে। মনকে বুঝাও—দুশ্চরিত্রা হইও না।"

শেষোক্ত কথাগুলি সতীশের অতি কর্কশ। তিলোত্তমার যেন অসহ্য হ'ল—অবজ্ঞা সহকারে কহিল—"অমৃতে অরুচি। ছি! সতীশ। আমাকে বৃথা তিরস্কার করিও না আমি তোমারি—।"

যেন কথায় বাধা দিয়া সতীশ বলিয়া উঠিলেন—"তিলক! সাবধান হও, সতীশের প্রণয় আশা করিও না। সতীশ ব্যাপিকা রমণীর কুহকে মুগ্ধ হয় না। এখান থেকে চলে যাও।"

তিলোত্তমা অপেক্ষাকৃত মৃদুভাব অবলম্বন করিল। অতি কাতর স্বরে সতীশকে বলিল—"সতীশ! একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—কোন রমণী তোমার হৃদয় অধিকার করেছে। কোন রমণীর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন—তোমার পায়ে ধরি আমাকে বল।"

সতীশ। সে কথায় তোমার কি প্রয়োজন?

তিলো। সতীশ! দেখ তুমি এত বড় হয়েছ আজও বিবাহ কর নাই, তোমার পিতা তোমার বিবাহের জন্য লালায়িত কিন্তু

তুমি তাহা অস্বীকার কর—ইহারই বা কারণ কি? অবশ্য কাহারও প্রতি তোমার মন আকৃষ্ট হয়েছে, নচেৎ তুমি আমার ভালবাসা অগ্রাহ্য কর কেন?

সতীশ। তিলক! আমার নীচ প্রবৃত্তি নাই—আমার চরিত্র দূষিত মনে ভাবিও না। আমার প্রণয় আশা করিও না।

তিলো। সতীশ! আজন্ম এ কথা মনে থাকিবে। দেখ, ছেলেবেলা তোমার আমার কতদুর প্রণয় ছিল—এখন কেন তাহা নষ্ট হয়, তাই বলিতেছি কে তোমার হৃদয়কে অধিকার করেছে?

সতীশ। যাও তিলক বিরক্ত করিও না। দেখ আজ আমার পড়ার বিস্তর ক্ষতি করিলে—আমাকে আর বিরক্ত করিও না।

তিলো। আমি আজ তোমার একটী মুখের কথা না লইয়া ফিরিব না, তাহাতে আমাকে অপমান কর তাহাও স্বীকার করিব, আমাকে—

কথায় বাধা দিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন——

"তিলক! শুনিবে তবে? এ হৃদয় শৈবলিনীর ব্যতীত আর কাহারও নয়—মৃত্যু পর্য্যন্ত শৈবলিনীর ধ্যানে মগ্ন থাকিবে। তিলক! তুমি ক্ষান্ত হও নিজ চরিত্র কলুষিত করিও না, সতীশকে দূষিত করিও না—সতীশের চরিত্র দূষিত নয়, জানিবে।"

আমি স্তব্ধ, বুদ্ধি হত। সতীশের মনে এতদুর দৃঢ় আশা হইয়াছে। কি আশ্চর্য্যের বিষয়!! তিলোত্তমাও স্তম্ভিত—সতীশের কথায় কোন উত্তর নাই।

সতীশ পুনর্ব্বার বলিলেন—"শুনলে তিলক! আস্তে আস্তে বাড়ী যাও, আর বিরক্ত করিও না—নিজ চরিত্র সংশোধন কর।"

তিলক। সতীশ তোমাকে আমি আর বিরক্ত করিতে চাহিনা আমি চলিলাম—কিন্তু সতীশ—

কম্পিত কণ্ঠে অস্ফুট রোদন স্বরে তিলোত্তমা—"কিন্তু সতীশ" এই কয়েকটী উচ্চারণ করিয়া নীরব হইল। আমি ভাবিলাম—তিলোত্তমার অন্তরে অসহ্য বেদনা হয়েছে।

পরক্ষণে তিলোত্তমা সতীশকে বলিল—"সতীশ! আমি চলিলাম অভাগিনী বলিয়াও যেন মনে থাকে।"

তিলোত্তমা ডাকিল—"চামেলি—"

আর কোন প্রকার কথা বার্ত্তা নাই। প্রকোষ্ঠ নীরব। আমার পার্শ্বের ঘরের দরজা মুক্ত হইল—গৃহস্থিত দীপালোকে তিলোত্তমা ও একটী স্থূলকায়া বর্ষীয়সী স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলাম। বর্ষীয়সীর পরিচ্ছদ হিন্দুস্থানী রমণীর ন্যায়—অনুমানে বুঝিলাম কোন হিন্দুস্থানী রমণী।

প্রকোষ্ঠের দ্বার পুনরায় বন্ধ হইল। তিলোত্তমা ও সেই রমণী আমার দিকে আসিতেছে বোধ হ'ল। বাস্তবিক উক্ত স্ত্রীলোকদ্বয়, আমি যে ঘরে ছিলাম সেই ঘরের জানালার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

পূর্ব্বোক্ত হিন্দুস্থানী রমণী কহিল—"রোও মত"।

ক্রন্দন স্বরে তিলোত্তমা কহিল—"চামেলি! আজ সব সাধ ফুরিয়েছে, আজ মরতে ইচ্ছে কচ্ছে।"

চামেলি। সতীশ! কিয়া জবাব দিয়া?

তিলো। সতীশ বলে শৈবলিনী তার সব। শৈবলিনী ছাড়া সে আর কাহাকেও চায় না।

চামেলি। যানে দেও—কিয়া হরজ?

তিলো। না চামেলি তা হবে না, সতীশকে জব্দ কত্তে হবে। শৈবলিনী যাতে সতীশের না হ'তে পারে সেই চেষ্টা কত্তে হবে।

উভয়ে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। একি ভৌতিক কাণ্ড না স্বপ্ন। আমি ধীর পদে পূর্ব্বের ন্যায় নিজের ঘরের দিকে ফিরিলাম। দুই এক পদ যেমন অগ্রসর হইব, অমনি সহসা আমার পশ্চাৎ হইতে এক জন লোক আমার গতিরোধ করিল। অন্ধকারে চিনিতে পারিলাম না। উক্ত ব্যক্তি একেবারে আমার মুখে একখানা কাপড় বাঁধিয়া ফেলিল। আমি ভয়ে চীৎকার করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু উদ্যম বিফল হ'ল। উক্ত ব্যক্তি আমার মুখে কাপড় বাঁধিয়া একেবারে সেই ঘরের বাহিরে আনিয়া উপস্থিত করিল। ভয়ে আমার কণ্ঠ তালু শুষ্ক প্রায়, জিহ্বা জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, যদিও অনেক কষ্টে চীৎকার করিতে পারি বটে, কিন্তু মুখে কাপড় বাধা—সুতরাং কিছুতেই কিছু করিতে পারিলাম না। যেখানে তিলোত্তমা ও তাহার সঙ্গিনী উভয়ে কথোপকথন করিতেছিল, উক্ত ব্যক্তি আমাকে সেই স্থানে উপস্থিত করিল। আমি সতীশের সাহায্যার্থে চীৎকার করিবার বিস্তর চেষ্টা পাইলাম। হাজার হোক আমি স্ত্রীলোক, পুরুষের বলের সহিত কিছুতেই সাম্যতা হইতে পারে না—অস্ফুট গোঁ গোঁ শব্দ করিয়াই বিরত হইলাম।

আমার চক্ষু অনাবৃত সুতরাং দেখিতে পাইলাম—সহসা একটী ঘরের দ্বার মুক্ত হইল। মুক্তদ্বারের নিকটে কে জিজ্ঞাসা করিল, "কেও?"

কণ্ঠস্বরে চিনিলাম সতীশ! আমি চীৎকার করিবার আরও

চেষ্টা পাইলাম, কিন্তু বিফল হ'ল। দুর্বৃত্ত দস্যু আমার মুখের বাঁধন আরও আঁটিয়া ধরিল।

আজ কি ভয়ানক বিভ্রাট উপস্থিত, অন্তরে চিন্তা করিবারও অবকাশ নাই। উপস্থিত বিপদে প্রাণ কখন হারাই, যেন আজিকার জন্য বাঁচিয়া ছিলাম। দস্যু কাহার জন্য যেন অপেক্ষা করিতেছে। সহসা বন্দুকের শব্দের ন্যায় দুম্ করে একটা শব্দ হ'ল—তাহাতেই আমি মূর্চ্ছিতা হইয়া ধরাতলে পতিত হ'লাম।

## ত্রয়োদশ বিম্ব।

### অদ্ভুত ডাকাতি—হত্যাকাণ্ড।

আমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে দেখিলাম—আমি আর সেই দস্যু কবলে, ধরাপৃষ্ঠে নাই। সুকোমল শয্যায়, আমার ব্যথিত কলেবর শায়িত। উঠিতে চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। মাথা ঘুরিতে লাগিল। দক্ষিণ হস্তে বিষম আঘাত লেগেছে—কেমন ক'রে লাগ্‌লো তাহাও জানি না। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ঘরের চারিদিকে দেখিতেছি—এ ঘরটী নূতন—আমি কখনও দেখি নাই। মনে আবার ভয় হ'ল—বোধ হয় দস্যু আমাকে কোন অপরিচিত স্থানে লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে ভয় অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী। ঘরের ভিতর একটী টেবিলে কতকগুলি পুস্তক দেখিলাম—মনে ভরসা হ'ল। দস্যুর আবাস স্থান কখনই হতে পারে না—কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাসও হ'ল না।

আমি এইরূপ ভাবিতেছি আর দারুণ ব্যথায় আঃ উঃ ইত্যাদি

কষ্ট সূচক অস্পষ্ট শব্দ করিতেছি। এমন সময়ে দ্রুতপদ শব্দে আমার ঘরে কে আসিয়া প্রবেশ করিল, আমি পূর্ব্বোক্ত দুষ্টলোক ভাবিয়া মুদিত নয়নে ইষ্ট দেবতার স্মরণ করিলাম। উক্ত ব্যক্তি একেবারে আমার শয্যার পার্শ্বে আসিল; আমি কাতর স্বরে কহিলাম—"দস্যু, এত কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি, একেবারে প্রাণান্ত কর, ইহাতে তোমার কোন পাপ হবে না।"

আমার কথায় পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি ধীর স্বরে কহিল—শৈবলিনি! কেমন আছ?"

ধীর কণ্ঠ স্বরে চিনিলাম—সতীশচন্দ্র।

সতীশকে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

"সতীশ। আমি এখানে কি প্রকারে?"

সতীশ আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিল—

"শৈবলিনি। শরীর কি এখন সুস্থ হইয়াছে?"

আমি মস্তক নাড়িয়া তাহার কথার উত্তর দিলাম।

সতীশ। শৈবলিনি! তুমি কিছু অপেক্ষা কর, আমি এলাম বলে। বলিয়া সতীশ প্রস্থানোন্মুখ, আমি কহিলাম—"সতীশ! আমাকে ফেলিয়া যাইও না, আমার বড় ভয় হচ্ছে। সতীশচন্দ্র বিরক্তির সহিত আমার দিকে ফিরিলেন—সতীশের মুখ বিবর্ণ শোক চিহ্ন প্রকাশক। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"সতীশ তোমাকে এ রকম দেখছি কেন?"

সতীশ যেন মনের ভাব আর লুকাইতে না পারিয়া কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিল—শৈব! সর্ব্বনাশ উপস্থিত, বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে, ঐ শুন সর্ব্বস্ব লুটপাট কচ্ছে। উঃ, আজিকার রাত কি ভয়ানক। শৈবলিনি! তুমি এখানে একাকিনী, নচেৎ একটাও দস্যু আমার

হাত থেকে নিস্তার পাইত না। কি করিব পাছে দুর্বৃত্ত দস্যুরা আসিয়া তোমার উপর অত্যাচার করে, সেই ভয়ে এক এক বার আস্‌ছি—আর তোমাকে দেখে যাচ্ছি, কোন কাজ করতে পাচ্ছি না।"

কথা শেষ হইলে সতীশ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আমি ডাকাতের নাম শুনিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলাম।

আমার মূর্চ্ছা অপনীত হইলে দেখিলাম সতীশচন্দ্র সেখানে নাই। বাটীর ভিতর অস্ফুট রোদন শব্দ শুনিতে পাইলাম—মনে যে কি রকম ভয় হ'ল তাহা বলা যায় না। মনে নানা প্রকার কুকল্পনা আসিতেছে—কে যেন ছিল—কে যেন নাই। কাহার যেন সুখের নিশা আজ চিরকালের জন্য পোহাইয়াছে—কাহার ভাগ্যরবি চিরকালের মত অস্তমিত হইয়াছে। এ সব ভাবনা ভাল নয়—কিন্তু মনে আপনা আপনি উদয় হইতেছে। আমি ভাবিতেছি, এই রকম কুচিন্তাই চিন্তা করিতেছি, এমন সময় সসব্যস্তে সতীশ আসিয়া সেই কক্ষে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ভাবান্তর দেখিয়া আমি আরও ভীত হইলাম। সতীশচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিয়া আত্মসংযম করিয়া কহিলেন—"শৈবলিনি! শরীর কেমন আছে?"

আমি তাঁহার কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—

"সতীশ! বাটীর খবর কি? তোমাকে এরকম দেখ্‌ছি কেন?"

কাহারও ভাগ্যে আজ রজনী সুপ্রভাত, কাহারও ভাগ্যে আবার কুপ্রভাত। অপর সাধারণের সুপ্রভাত হউক, কিন্তু আমার পক্ষে তাহার বিপরীত। ঊষা দেবী আজ যেন হাসছেন, আমারই দুর্দ্দশা দেখে যেন হাসছেন। আমি এমন কি পাপ

করেছি যে আমার কষ্ট দেখে এক জনের হাস্যের উদ্রেক হয়? বোধ হয় তাহা নয়—প্রমোদ কিশোর বাবুর বাটীতে আজ ডাকাতি হয়েছে, সেই দুষ্কর্ম্ম জগতে বিকাশ পাইবে বলিয়া যেন, আজ সকালটী খুব পরিষ্কার। দস্যুদিগের পাপচিহ্ন বদন মণ্ডলে যেন প্রভাত আলো অতি তীক্ষ্ণরূপে বর্ষণ করিতেছেন।

আমি ও সতীশচন্দ্র সেই পূর্ব্বোক্ত কক্ষে আছি। আমি রুগ্ন শয্যায়—উঠিবার ক্ষমতা নাই, সতীশচন্দ্র আমার শয্যার পার্শ্বে—অবনত আস্যে আমার প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। আমি এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ হইয়াছি, কিন্তু গায়ের বেদনা অতিশয়—আমি সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সতীশ! আমি কি গতকল্য এইখানেই ছিলাম?"

সতীশ। তাতে দোষ কি শৈব! আমার ঘর ব'লে কি এত দূষনীয়?

আমি কোন উত্তর দিলাম না। সতীশচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন—

"শৈব! উঠে বস্‌বে কি?"

আমি মাতা হেলাইয়া সম্মতি প্রদান করিলাম। নিজ চেষ্টায় একবার উঠিবার চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু তাহা বিফল হ'ল। পরে সতীশের সাহায্যে শয্যায় উঠিয়া বসিলাম।

অরুণদেব পূর্ব্ব গগণে আরক্তিম বদনে প্রমোদকিশোর বাবুর প্রাসাদের প্রতি নিজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন।

আমি শয্যায় বসিয়া আছি, সতীশচন্দ্র আমার শয্যা পার্শ্বে। আমি ভয় জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"ডাকাতির কি হয়েছে?"

সতীশচন্দ্র মুখে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া চুপ করিতে বলিলেন। আমি দেখিলাম সতীশের দৃষ্টি আমার দক্ষিণ হস্তের উপর—বিস্মিত নয়নে চাহিয়া আছেন। আমার দক্ষিণ হস্তের প্রতি আমারও দৃষ্টি পড়িল। ডান হাত খানি অত্যন্ত ফুলিয়াছে। এত বেদনা যে নাড়িবার যো নাই। সতীশচন্দ্র ব্যথিত হৃদয়ে বলিলেন—"শৈব! তোমার হাতে কি আঘাত লেগেছে?"

আমি বলিলাম—"সতীশ! এই হাতে বড় লেগেছে—বোধ হয় সেই ডাকাতটা এই হাতটা ধরেছিল।"

সতীশচন্দ্র সযত্নে আমার হাতখানি তুলিয়া পরীক্ষা করিলেন, দস্যুর বিষম হস্ত মর্দ্দনে যে এই রূপ হইয়াছে, তাহাও বলিলেন। একখানি বস্ত্রখণ্ড জলে ভিজাইয়া আমার হাতে বাঁধিয়া দিলেন।

সতীশের কক্ষ হইতে অন্দর মহল কিছু দূরে স্থিত। পূর্ব্বোক্ত অস্ফুট রোদন ধ্বনি, ক্রমে ভয়ানক ক্রন্দন কোলাহলে পরিণত হইল, সতীশচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না আমাকে বলিলেন, "একটু বসে থাক আমি জেনে আসি"—বলিয়া দ্রুতপদে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

গভীর চীৎকারে আমার কর্ণকে ব্যথিত করিয়া তুলিল; বুকের ভিতর যে কি রকম করিতেছে, তাহা বলিতে পারি না—ইচ্ছা হচ্ছে একবার দৌড়ে যাই, কিন্তু শরীরে সামর্থ নাই। দস্যুর পীড়নে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত চিহ্ন—অঙ্গ, বেদনায় জর জর—উঠিতে পারিলাম না সেই খানেই ক্ষুন্ন মনে বসিয়া রহিলাম।

প্রতি শব্দে সতীশচন্দ্রের আগমন অনুমান করিতেছি, ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়ের ঔৎসুক্য বাড়িতেছে। সতীশের বিলম্ব দেখিয়া আমি অধৈর্য্য হইলাম। অতি সাবধানে—অতি কষ্টে উঠিয়াছি,

অমনি দক্ষিণ হস্তে দারুণ আঘাত লাগিল। ব্যথিত হস্তখানি বাম হস্তে ধারণ করিয়া, ব্যথিত অন্তরে শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। চক্ষে অনর্গল বারিধারা—দারুণ ব্যথায়, বস্ত্রাঞ্চলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। দ্রুতপদে সতীশচন্দ্র ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, চীৎকার স্বরে বলিলেন—"শৈব! চন্দ্রশেখর খুন হয়েছে,—সর্ব্ব নাশ হয়েছে।"

মস্তকে ভীষণ বজ্র পড়িলেও বোধ হয় এতদুর ব্যথা বিবেচনা করিতাম না, নিজের দক্ষিণ হস্তখানি হারালেও বোধ হয়, হৃদয়ে ইহাপেক্ষা অধিক আঘাত লাগিত না—আমি ত্রস্তদেহে সর্জোরে উঠিয়া বসিলাম—হাতে আঘাত লাগিল তাহা গ্রাহ্য করিলাম না। স্তম্ভিত স্বরে বলিলাম—"চন্দ্রশেখর খুন! মোহিনীর স্বামী খুন!! কে কল্লে!!!"

সতীশ। ডাকাতরাই করেছে—শৈব আজ বাড়ীতে সর্ব্বনাশ হয়েছে।

সতীশচন্দ্র নয়নে বস্ত্রাবরণ করিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। আমার ক্রন্দন পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এখন দ্বিগুণ প্রবাহে রোদন ধ্বনির সহিত কক্ষকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

আমি বাড়ীর দিকে যাইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় সতীশচন্দ্র আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন—"এখন যেও না" সুতরাং আমি গেলাম না।

পরক্ষণে বাটীতে একটা মহা গোলযোগ হইয়া উঠিল। কখন বলছে "শৈবলিনী কোথায়" কখন বলছে "মোহিনী কোথায়"। সতীশচন্দ্র অমনি দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। ক্ষণেক পরে পাগলিনীর ন্যায় আমার ধর্ম্ম মা আসিয়া কক্ষে

প্রবেশ করিলেন, আমাকে দেখিবা মাত্র সেই খানে অছাড় খাইয়া পড়িলেন আমিও খুব চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। সেই সময়ে সতীশচন্দ্র ও তৎসঙ্গে পিসিমাতা ও আরও তিন চার জন চাকরাণী আসিয়া জুটিল, সকলেরই চক্ষে বারিধারা। সতীশচন্দ্র "জেঠাইমা জেঠাই" বলিয়া ডাকিলেন কোন সাড়া নাই একবারে মূর্চ্ছিতা। বাটীর চাকরাণীরা অতি যত্নে ধর্ম্মমার মুখে জল সিঞ্চন করিল, ধর্ম্মমারও ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের উদয় হইল। অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন "মোহিনি! মা আমার" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সতীশচন্দ্র ধর্ম্মমাতাকে শান্তনা করিয়া কহিলেন—"জেঠাইমা! শৈবলিনীর অবস্থা একবার দেখ।" ধর্ম্মমা আমার শয্যায় আসিয়া আমার ক্ষত চিহ্ন দেখিয়া আরও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। স্বরস্বতী এ ঘরে ছিল না, সেও আসিয়া জুটিল—ক্রন্দন শব্দে কক্ষ পূর্ণ হইল। চক্ষের জলে আজিকার দিনটা কেটে গেল।

# চতুর্দ্দশ বিম্ব।

## অন্বেষণ।

আজি সমস্ত দিন বাটিতে লোকে লোকারণ্য। ভিড় আর কমছে না। ভবতারণ বাবুর বাটী হইতে খাদ্য সামগ্রী আসিল যিনি ইচ্ছা করিলেন আহার করিলেন, কিন্তু প্রায় সকলেই অনাহারী রহিল। আমি স্বরস্বতীর সাহায্যে নিজ শয়ন কক্ষে আসিয়াছি। স্বরস্বতী সযত্নে আমার আঘাত স্থানে ঔষধি প্রদান করিতেছে।

বড় বাবু কি করিতেছেন তাহা জানিতে ইচ্ছা হইল,স্বরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "বড় বাবু কোথায়"? স্বরস্বতী কহিল "বড় বাবু থানায় খবর দিতে গিয়েছেন।"

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, এমন সময় দারোগা সাহেব আসিয়া পৌঁছিলেন। ডাকাতির বিবরণ আদ্যোপান্ত শুনিলেন, বলা বাহুল্য, সমুদায় লিখিয়া লইলেন। দারোগার চোট প্রথমতঃ বাবুর দ্বারবানের উপর পতিত হইল। চৌবেজী উত্থানশক্তি রহিত হইয়া নিজ শয্যায় শুইয়া আছেন। গয়ারাম যোড়হস্তে দারোগার নিকট সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান। দারোগা সাহেব দ্বারবানদিগের উপর সন্দেহ করিয়া ডাকাতির কোন কিনারা করিতে পারিলেন না। তৎপরে খুন তজারক হইল—চন্দ্রশেখরের বক্ষে এক খানি শানিত ছুরিকা। লাস অন্দরে ছিল, দারোগা সাহেবের হুকুমে বহির্ব্বাটীতে আনীত হইয়াছে। সাহেব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াও কিছু সন্ধান করিতে পারিলেন না। ম্যাজিষ্টেট সাহেবকে খবর দিতে হইবে, সুতরাং দারোগা সাহেব যে মুখে এসেছিলেন, সেই মুখে ফিরিলেন।

বাটীর অন্যান্য বাবুরা যথা; মেজ বাবু, সেজ বাবু, ন বাবু, কেহই বাটীতে নাই। মেজ ও নবাবুর নিকট ইতিপুর্ব্বে খবর গিয়াছে। তাঁহারা এখন আসিতেছেন না তাহার জন্যই সকলে উদ্বিগ্ন। সেজ বাবুর নিকট শীঘ্র খবর যাওয়া সুকঠিন—আসাও তদপেক্ষা আরও অসম্ভব। বড় বাবু একাই সমুদায় বিষয় তত্বাবধারণ করিতেছেন। বৃদ্ধ মানুষ একে নিজের সর্ব্বস্ব হরণ,তদুপরি জামাতার আকস্মিক নিধন, অন্তঃকরণে যে কি রকম বিষাদ সিন্ধু খেলিতেছে, তাহা বোধ হয় সহৃদয় পাঠককে আর বলিয়া দিতে

হইতে হইবে না। তিনি নিজ কর্ত্তব্য কাজ করিতেছেন বটে, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে হতাশ হইয়া, অশ্রুনীরে বক্ষঃস্থলকে প্লাবিত করিতেছেন।

বেলা প্রায় তিন ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে, এমন সময় মেজ বাবু ও ন বাবু বাটীতে আসিয়া পোঁছিলেন। তাঁহারা আসিয়াই খবর দিলেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কাল সকাল বেলা আসিবেন। বাটীতে খুনী লাস—তাহারই জন্য সকলের ভাবনা। মেজ বাবু ও নবাবুকে দেখিয়া বাটীতে কান্নার রোল আবার দ্বিগুণ প্রবাহে প্রবাহিত হইল।

আমি স্বরস্বতীর সাহায্যে ধর্ম্মমার নিকট গেলাম। সেখানে সতীশচন্দ্র বসিয়াছিলেন, আমি যাইবামাত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শৈব এখন শরীর কেমন আছে"।

আমি বলিলাম "ভাল আছে"।

ধর্ম্ম জননী আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার প্রতি চাহিলেন—কেঁদে কেঁদে মার চক্ষুদ্বয় জবা ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়াছে দেখিয়া, আমার বুক ফেটে গেল, আমি চক্ষে বস্ত্র আবরণ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিলাম।

ধর্ম্ম জননী কাতর স্বরে বলিলেন—"সতীশ! বাবা, মোহিনী, দেবোন এরা যে এখনও এলোনা—তারা কোথায় গেছে—"বলিয়া ধর্ম্মমা একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

স্বরস্বতী জিজ্ঞাসা করিল—"দাদাবাবু কোথায় গেছেন? দিদিঠাকরুণ কি এ বাটীতে নেই?" বিস্ময় সহকারে স্বরস্বতী এই কথা কয়েকটী বলিয়া সতীশচন্দ্রের ভারাক্রান্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সতীশচন্দ্র বলিলেন—"স্বরস্বতী! তুই একবার দেবনাথের ঘরটী ভাল ক'রে খুঁজে আয়ত, মোহিনী ও দেবনাথ বোধ হয় একজায়গায় আছে।" কথা শেষ না হতে হতেই পিসিমাতা আসিয়া বলিলেন—"আমার সুরেনকে যে খুঁজে পাচ্ছিনি—দেবনাথই বা কোথায়—মোহিনী কোথায়?"

স্বরস্বতী সত্বর পদে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল—কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"কই কোন ঘরেও যে নেই।"

সতীশ বলিলেন—"বোধ হয় ডাকাতির সময় কোথায়ও পালিয়ে গিয়ে থাক্‌বে—কেউ ভেবোনা এই এলো ব'লে।"

ধর্ম্মজননীকে প্রবোধ দেওয়া বৃথা, তিনি অমনি ক্রন্দন স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"তবে দেবোন, মোহিনী আমার নেই" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। দেখা দেখি পিসিমা ও নিজ পুত্রের সেই দশা হইয়াছে স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বাড়ীতে সকলেরই মুখে এখন এই একই কথা—"মোহিনী কোথায়, দেবনাথ কোথায়, সুরেনই বা কোথায়?" বাটীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

বড়বাবু, মেজবাবু ও নবাবু বাহিরের বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন—কান্নার পুনরায় বৃদ্ধি শুনিয়া অন্দর মহলে আসিয়া উপস্থিত। রোদনের কারণ আর অপ্রকাশিত রহিল না, তিনিও বিস্মিত হইলেন—মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। আজ বড় বাবুর চক্ষে অশ্রুধারা—সকলে আত্মহারা হইয়া কাঁদিতেছে। মেজবাবু বলিলেন—"দাদা! খোঁজ করা যাক, মিছামিছি হতাশ হয়ে বসে থাক্‌লে আর কি হবে—চারি দিকে লোক

পাঠান যাক”। বড় বাবু স্বীকৃত হইলেন। মেজ বাবু, মোহিনী, দেবনাথ ও সুরেনের অনুসন্ধানের জন্য চারিদিকে অনুচর প্রেরণ করিলেন। প্রমোদকিশোর বাবুর প্রাসাদ আজ রোদনময়—ক্রন্দন কোলাহলে আনন্দময় অট্টালিকা বিষাদ সিন্ধুনীরে নিমগ্ন।

# পঞ্চদশ বিম্ব।

## অসিতা প্রসঙ্গে।

পর দিন সকাল বেলা ম্যাজিষ্টেট সাহেবের আসিবার কথা, সকলে তাহাই লইয়া আলোচনা করিতেছে। খাওয়া দাওয়া কাহারও হইল কাহারও হইল না—ক্রমে ক্রমে সকলে আপন আপন শয়ন মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বড়বাবু ও ধর্ম্ম জননী আজ দিনে রেতে একবার জল স্পর্শও করেন নাই। সমস্ত দিন কান্নাকাটিতেই কাটিয়া গিয়াছিল—রাত্রে যৎকিঞ্চিৎ শমিত বোধ হইল।

রাত্র প্রায় ৯টা উত্তীর্ণ; আমি নিজ শয়ন প্রকোষ্ঠে—শয্যায় শুইয়া আছি। আমার শয়ন ঘরে আজ বিস্তর লোক—পিসিমা, স্বরস্বতী, সেজকাকী ও তাহার সঙ্গে বাটীর ৪।৫ জন দাসী। বোধ হয়, গত কল্য আমাকে ডাকাতে ধরিয়াছিল বলিয়া আমার ঘরে এত লোক। পিসিমাতা কখন কাঁদিতেছেন কখন ‘হা হুতাশ’ করিতেছেন; আমরা আবার প্রবোধ দিয়া অনেক বুঝাইতেছি—তিনিও চুপ করিতেছেন।

সকলে মিলিয়া ডাকাতি লইয়া অনেক গল্প করিল, এক জন দাসী বলিল—"ডাকাতি যখন হয় তখন ত আমি জেগে।"

অপরা বলিল—"আমি বাবুকে ডাক্‌তে যাচ্ছি, এমন সময় বেটারা দলবল সুদ্ধ এসে আমার ঘরে সেঁদিয়ে পড়লো, আমি বাবুকে না ডেকে প্রাণের ভয়ে, একেবারে এ বাড়ী ছাড়া হয়ে পালাই।"

"জামাই বাবু কেমন ক'রে খুন হ'ল?"

"আমি যখন পালাই তখন এক বেটা ডাকাত, এক খানা ছুরী নিয়ে, জামাই বাবুর দিকে তেড়ে যাচ্চে। আমিত বাপ্‌রে মারে করে সেখান থেকে দে ছুট।"

সেজকাকী ওরফে সৌদামিনী এতক্ষণ মৌনা ছিলেন। দাসী-দের এ রকম কথা শুনে বলিলেন—"তোদের সব মিথ্যে কথা, জামাই না কাল নিজের দেশে গিছ্‌লো।"

এক জন বলিল—"তবে এ বাড়ীর ভিতর এত বড় একটা কাণ্ড হ'ল কেমন ক'রে? জামাই দাদাকে, তাঁর দেশ থেকে ধরে এনেছিল নাকি।"

চকিতের মত স্মৃতিপথে মোহিনীর কথা উদয় হ'ল। মোহিনী বলেছিল, তিনি স্বদেশ দেখতে গেছেন, সে কথা কি তবে মিথ্যা? ক্রমে ক্রমে গুপ্তগৃহে সৌদামিনীর সহিত চন্দ্রশেখরের গুপ্তপ্রণয় কথা স্মরণ হ'ল। চন্দ্রশেখরের স্বদেশ গমন, মোহিনীর সাক্ষাতে বলা যে সর্ব্বই মিথ্যা, তাহা আর বোধগম্য হইতে বাকি রহিল না। বাটীতে এ বিষয় লইয়া কাহারও কোন কথা নাই, বোধ হয় চন্দ্রশেখর স্বদেশ গমনের কথা, কেবল মোহিনীর নিকট বলিয়াছিলেন।

সৌদামিনী উক্ত পরিচারিকার কথা শুনিয়া নীরব হইলেন;

বোধ করি, চন্দ্রশেখরের স্বদেশ যাত্রার কথাটা উত্থাপন করা ভাল বোধ করেন নাই।

আমি বলিলাম—"আচ্ছা, কাল্ত সকালে সাহেব আস্‌বে, তার সামনে এসব কথা বল্‌তে পারবে ?"

এক জন পরিচারিকা সতেজে বলিয়া উঠিল—"কেন পারবো না, একি মিথ্যা কথা। যে বল্‌তে এত ভয়।"

আমি। দেখা যাবে। সাহেবের সঙ্গে থানায় যেতে হবে। যদি না বলত, পটাপট বেত খেতে হবে।

অপরা। আমি যদি বলি—আমি জানিনি।

আমি। কেন তুমি জাননা, এই যে বল্লে আমি চন্দ্রশেখরকে খুন কত্তে দেখেছি। যদি সেই ডাকাতকে না ধরিয়ে দিতে পার, তাহা হ'লে তোমার সাজা হবে।

বিস্মিত নেত্রে আমার মুখ পানে চাহিয়া পূর্ব্বোক্ত পরিচারিকা উত্তর করিল—"তবে কি হবে ?"

আমি। কেন সত্যি কথা বল্‌বে, তাতে আর ভয় কি। এত আর মিথ্যে নয়, তুমি স্বচক্ষে দেখেছ।

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া উক্ত পরিচারিকা কহিল—"জামাই দাদাকেই যে মাত্তে যাচ্ছে তা আমি জানি না, তবে কি না যেন জামাই দাদার মতন কাকে, মাত্তে যাচ্ছিল।"

আমি। এ কথা বল্লেও তুমি পার পাচ্ছ না, তোমাকে কালই থানায় যেতে হবে।

পূর্ব্বোক্ত পরিচারিকা কান্না স্বরে কহিল—"ওমা! তবে কি হবে, সত্যি সত্যি আমাকে থানায় যেতে হবে নাকি। মাইরি বল্‌ছি আমি কিছুই জানি না, আমি তখন ঘুমুচ্ছিলাম।"

সৌদামিনী এতক্ষণ উক্ত পরিচারিকার কথা আদ্যোপান্ত শুনিতেছিলেন ও আমার মুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। উক্ত দাসীর শেষ কথা শুনিয়া তিনি মৃদু হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; তৎসঙ্গে স্বরস্বতীও হাসিয়া উঠিল। পিসিমাতা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কি যে হাসিস্ তোরা, এই কি আমোদের সময়?"

সৌদামিনী বলিলেন—"ঠাকুরঝি! শৈবলিনীর কি বুদ্ধি, আমরা হার মানি।"

পিসি। শৈবলিনি! যা, মা! শুগে যা। আমাদের সঙ্গে গল্প কল্লে তোর অসুখ বাড়বে।

স্বরস্বতীও আমাকে শুইতে বলিল, আমিও শয়ন করিলাম।

# ষোড়শ বিম্ব।

## ডাকাতির পরিণাম।

রজনী প্রভাতা হইল। পক্ষীরা নানারূপ অস্পষ্ট কলরব করত নিদ্রাগত মনুষ্যকে জাগরিত করিয়া দিল। শীতল সমীরণ মৃদু মৃদু বহিতেছে, সেই সমীরণ স্পর্শে ফুলদল ঈষৎ হেলিত দুলিত হইয়া দর্শকের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা পাইতেছে। প্রকৃতি অভিনব বেশে ভাবুকের মন মুগ্ধ করিতে যত্নবতী। কিন্তু এ সব সুন্দর পদার্থত প্রায়ই দেখা যাইবে; রজনী হইলেই প্রভাত হইবে, কমল ফুটিলেই ভ্রমর জুটিবে ও ইত্যাকার নিখিল স্বভাবনিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না। কিন্তু যে মনুষ্য ইহলোক পরিত্যাগ

করিয়া গিয়াছে, সে কি আর ফিরিবে? যাহার মধুময় বাক্যে এক সময়ে এক জনের হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়াছিল, সে কি আর সেই মোহন মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে? প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হইলে কি হইবে, আসৃষ্টি হইতে যে রূপের কোন বিপর্য্যয় ঘটে নাই এবং হইবে না বলিয়াও বোধ হয়, তাহার জন্য এতদূর চিন্তিত হইলে চলিবে না।

আমি আপন শয্যা হইতে উঠিলাম। স্বরস্বতীও ঠিক সেই সময়ে আমার ঘরে আসিয়া সংবাদ দিল—"সাহেব এসেছে"।

বাটীর লোকেরা সকলেই সসব্যস্ত, ডাকাতির বোধ হয় আজ আবিষ্কার হইবে, চন্দ্রশেখরের খুন ধরা পড়িবে, প্রায় সকলেরই বদনে আশ্বাস চিহ্ন পরিলক্ষিত। সাহেব একেবারে বাটীর ভিতর আসিয়া আগাগোড়া ঘর, দ্বার সমুদায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কোন ঘরের লুটপাট আগে হইয়াছে জিজ্ঞাসা করাতে বড় বাবু বলিলেন—"বোধ করি আমারই ঘরে। কারণ লুটপাট হবার পূর্ব্বে আমারই ঘরের নিকট একটা ভয়ানক চীৎকার হইয়াছিল। সকলে ডাকাত ডাকাত বলে চেঁচিয়ে উঠলে, আমি ভীত মনে ঘর হইতে পালাইয়া যাই।"

সাহেব বলিল—"একটা খুন হইয়াছে না?—খুনী লাস্ কোথায়"? মেজ বাবু সাহেবকে বলিলেন—"বাহির বাটীতে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘর দ্বার ভাল করে দেখে, শুনে, লাস দেখতে বাহিরে আসিলেন।

অন্যান্য কি কথা বার্ত্তা হইয়াছিল তাহা শুনিতে পাই নাই, কিন্তু জানিলাম সমুদায়গুলি লিখিয়া লইয়াছেন। সাহেবের হুকুম প্রচার হইল, বাটীর স্ত্রী পুরুষ, সকলকেই জোবানবন্দী দিতে হইবে—

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে,সেই পুর্ব্বোক্ত দারোগা; এতদ্ব্যতীত প্রায় ১০।১২ জন পাহারাওলা। সাহেব বাঙ্গালা কথা সব বুঝেন না, সুতরাং বাঙ্গালি দারোগা মহাশয়কে মধ্যস্থ হইতে হইল।

প্রথমতঃ বড় বাবুর জোবানবন্দী হইল, তাঁহার কথায় কোন অঙ্কুর পাইলেন না। মেজ বাবু ও নবাবু ৩।৪ দিন হইতে বাটীতে অনুপস্থিত, সুতরাং তাঁহাদের জোবানবন্দী বাহুল্য বলিয়া সাহেব মহাশয় অগ্রাহ্য করিলেন। তৎপরে চাকর মহলে—চৌবেজীর পরে গয়ারামের। সাহেব দেখিলেন চৌবেজীর মাথায় লাটীর চোট— কারণ জিজ্ঞাসা করাতে চৌবেজী কহিল—"সদর বাটীতে ডাকাতদের সঙ্গে আমি লাটী খেলি। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করি এমন সময় পিছন হইতে একটা লোক আমায় সজোরে লাটী মারে, আমি তাহাতেই মূর্চ্ছিত হই।"

গয়ারাম কহিল—"বাড়ীতে গোলমাল হ'তে, আমি বিছানা থেকে উঠ্‌তে যাই, দেখি খাটিয়ার সঙ্গে আমার হাত পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। উঠিতে বিস্তর চেষ্টা করিলাম কিন্তু পারিলাম না, সুতরাং বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া ডাকাতদের গোলমাল শুনি, পরে চৌবেজী আসিয়া আমার দড়ির বাঁধন কাটিয়া দেয়।"

সাহেব দ্বারবান দ্বয়কে বিস্তর জেরা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার অভিলষিত কোন ফল ফলিল না।

পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"খুনের বিষয় তোমরা কিছু জান?"

উভয়ে। সকাল বেলা আমরা খুনের কথা শুন্‌তে পাই এর বেশী কিছুই জানি না।

সাহেব। চৌবেজী! গয়ারামের বাঁধন দড়ি যখন কাটিয়া দাও, তখন তোমার কোন আঘাত লাগে নি—কেমন?

চৌ। লেগেছিল বৈকি, রাত দুপুরের সময় আমি ডাকাতদের কাছ থেকে চোট খাই।

সাহেব। চোট খেয়েত তুমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে ছিলে, গয়ারামের গায়ের দড়ি কাট্‌লে কেমন করে?

চৌ। তখন আমার জ্ঞান হয়ে ছিল।

সাহেব। দড়ি কাটবার সময় তোমার জ্ঞান হয়ে ছিল, তার পর জ্ঞান আর ছিল না, কেমন?

সকলেই জোবানবন্দী উৎসুক্য চিত্তে শুনিতেছেন, বাড়ীর মেয়েরা সব এক ঘরে, আমিও তার ভিতর। মেজ বাবু, বড় বাবু, নবাবু সকলে সাহেবকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। চৌবেজীকে নিরুত্তর দেখিয়া মেজ বাবু বলিলেন "বেটাট্‌কায় লাগিলে জোয়ান মানুষকেও কাবু হইতে হয়—যদি বা অজ্ঞান হয়েছিল তা কতক্ষণই বা থাকবে, দেখতে পাচ্ছেন ত শরীরটা কেমন।"

সাহেব মহাশয় বিরক্তির সহিত মেজ বাবুর অনধিকার চর্চ্চিত বদন মণ্ডলের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, বড় একটা কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না।

চৌবেজী ও গয়ারামের উপর বাটীর কর্ত্তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জানিয়া বোধ হয় উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে নিষ্কৃতি দিলেন, কিন্তু অন্তরে সাহেবের একটা বিষম খট্‌কা লাগিয়া রহিল।

গয়ারাম ও চৌবেজী ব্যতীত এ বাটীতে আর কোন পুরুষ চাকর নাই। চাকরাণী সর্ব্বসমেত পাঁচ জন। বড় বাবুর দাসী—'স্বরস্বতী'—মেজ বাবুর একটী— নাম 'মুক্তকেশী'। সেজ কাকীর চাকরাণীর নাম—'যশোদা'। নবাবুর চাকরাণীর নাম—'কামিনী'। বড় বাবুর কন্যা মোহিনীর জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত—সুতরাং তাঁহার

জন্য একটী স্বতন্ত্র দাসী বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে—তাহাকে 'কেলোর মা' বলে ডাকে। ইতিপূর্ব্বে বাটীর স্ত্রীলোকদিগের নাম লিখিয়া লওয়া হইয়াছিল। ধর্ম্মজননী, মেজকাকী, সেজকাকী ও নকাকীর জোবানবন্দী হইল। তাঁহারা একে একে পরদার অন্তরাল হইতে সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। ভদ্রমহিলাদের ইহাপেক্ষা অধিক লজ্জাকর আর কি হইতে পারে, যাহা হউক বিপাকে পড়িলে, সব কাজই কত্তে হয়। গিন্নিদের জোবানবন্দীর পর পিসিমার, তৎপরে পরিচারিকাদিগের।"

সাহেব জিজ্ঞাসিলেন—"স্বরস্বতী কা'র নাম?

উত্তর হইল—আমার নাম স্বরস্বতী।

প্রশ্ন। তুমি এবাটীর চাকরাণী, কত দিন এ বাটীতে কাজ করিতেছ?

উত্তর। প্রায় ১৪।১৫ বৎসর।

প্রশ্ন। তোমার বয়স কত হইবে?

উত্তর। তা' সাহেব ঠিক বল্‌তে পারি না—চল্লিশ পার হয়ে গিয়ে থাক্‌বে।

প্রশ্ন। উপস্থিত ঘটনার বিষয় তুমি কিছু জান?

উত্তর। সকলে যেমন জানে আমিও সেই রকম জানি, বেশী কিছু বলিতে পারি না।

সাহেব বলিলেন—"তুমি চালাক আছ"।

স্বরস্বতী নিষ্কৃতি পাইল।

সাহেব ডাকিলেন মুক্তকেশী?

উত্তর। হাজির সাহেব।

প্রশ্ন। তুমি কোন বাবুর চাকরাণী?

উত্তর। মেজ বাবুর।

প্রশ্ন। এ বাটীতে কত দিন আছ ?

উত্তর। প্রায় পাঁচ বৎসর হ'বে।

প্রশ্ন। তুমি না খুন ক'ত্তে দেখেছো ?

উত্তর। কই সাহেব, আমি তখন ঘুমুচ্ছিলাম।

প্রশ্ন। আমি ত বলছি নি, তুমি ঘুমুচ্ছিলে না, খুন করবার সময় ত জেগেছিলে ?

উত্তর। সাহেব যখন ডাকাতি হয়। খুন টুনের বিষয় আমি কিছু জানি নি।

সাহেব ঈষৎ হাস্যের সহিত মুক্তকেশীকে মুক্তি দিলেন। আর আর তিন জন চাকরাণীর এই মত এজেহার হইয়া গেল। শৈলবালার জোবানবন্দী হইল না কেন, তা বলিতে পারি না। অবশেষে সতীশচন্দ্র ও আমার পালা। সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি ডাকাতির বিষয় কিছু জান ?

উত্তর। যৎসামান্য—রাত দ্বিপ্রহর, কি একটা বেজে গেছে, আমি পড়া করিয়া শুতে যাচ্ছি এমন সময়, একটা গোঁ গোঁ শব্দ শুন্‌তে পেলাম। প্রথমতঃ আমার বড় ভয় হয়েছিল কিন্তু দেখিলাম সেই শব্দটা ক্রমে ক্রমে আমার ঘরের কাছে আস্‌তে লাগ্‌লো আমি তখন সাহস পেয়ে পুনরায় ঘরে প্রদীপ জ্বালিলাম। প্রদীপ হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া বাহিরে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কিছুই দেখিতে পাইলাম না। পরে আমার শয়ন কক্ষের কিছু দূরে একটা লোক কি কচ্ছে দেখতে পেলাম। আমি দুষ্ট লোক মনে করে, আমার পিস্তলটী হাতে নিয়ে, প্রদীপ নিবিয়ে উক্ত স্থান লক্ষ্য করে উক্ত ব্যক্তির কাছে যাই। লোকটা বোধ হয়

আমাকে আদৌ দেখতে পাই নি। আমি খুব কাছে গিয়ে অস্পষ্ট দেখ্‌তে পেলাম যেন একটা লোক একটি স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার কচ্ছে। স্ত্রীলোকটী ভূমিতলে, উক্ত ব্যক্তি তাহার উপব বক্র ভাবে, আমি সেই লোকের প্রতি বন্দুকের আওয়াজ করি, আমার পিস্তল ভরা ছিল, উক্ত ব্যক্তিকে আঘাত লাগিল কি জানি না; কিন্তু একটা ভয়ানক চীৎকার করিয়া সেই লোকটা সে স্থান হইতে পলায়ন করে। আমি তৎপরে নিকটে গিয়া দেখি, স্ত্রীলোকটী জ্ঞান শূন্যা। তাহাকে আমার ঘরে যেই এনেছি এমন সময় ডাকাত পড়েছে ডাকাত পড়েছে—হৈ হৈ শব্দ হ'তে লাগলো। আমি তখন উক্ত স্ত্রীলোককে আমার ঘরে রেখে দৌড়ে যাই, কিন্তু ফের ফিরে আসি, পরে সকাল বেলা চন্দ্রশেখর বাবুর খুনের কথা শুনি।"

সাহেব সতীশচন্দ্রের কথা আদ্যোপান্ত লিখিয়া লইলেন, তাঁহার উপর আর কোন প্রশ্ন হইল না। একবার বলিলেন—তোমাকে পুনরায় এজেহার দিতে হইবে। আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমাকে ডাকাতে ধরেছিল?"

উত্তর হইল। হ্যাঁ।

প্রশ্ন। ডাকাতের হাত থেকে তোমায় কে রক্ষা করে?

উত্তর। মেজ বাবুর বড় ছেলে—সতীশচন্দ্র।

প্রশ্ন। তুমি পূর্ব্ব হ'তে ডাকাতি হবার কোন সম্ভাবনা বোধ করেছিলে?

উত্তর। কিছু মাত্র না। বোধ হয় আমাকে ডাকাতে ধরিবার ২।৩ ঘণ্টার পরে বাড়ীতে ডাকাত পড়ে।

প্রশ্ন। তবে ডাকাতে কেমন করে ধল্লে? অন্য দুষ্ট লোক ত হতে পারে।

উত্তর। কিন্তু আমার তা'তে বিশ্বাস হয় না। বোধ হয় ডাকাতেরা পূর্ব্বে হতেই এই বাড়ীর ভিতর কোথায়ও লুকিয়েছিল। আমাকে একলা পেয়ে আমার উপর অত্যাচার করেছিল. এবং বেশী রাত হলে পর লুটপাট আরম্ভ করে।

সাহেব বলিলেন—"একথা অনেকটা সম্ভব বটে, কিন্তু এ বাড়ীতে কোথা দিয়ে এত ডাকাত গুপ্তভাবে এলো, তাতেই আমার আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে।"

মেজ বাবু বলিলেন—"একটা আমড়া গাছ পাঁচিলের পাশে আছে, যদি অনুগ্রহ করে দেখেন ত ভাল হয়।"

সাহেব মেজ বাবুর কথানুযায়ী সেই আমড়া গাছ দেখিয়া, তাহাতেই স্থির করিলেন—এখান দিয়েই ডাকাত এসেছে, তাহার কোন ভুল নাই।

বাড়ীর কর্ত্তাদের সঙ্গে বিস্তর কথা হ'ল। ডাকাতি হবার পর—দেবনাথ সুরেন্দ্রনাথ ও মোহিনীর অদৃশ্য হইবার কথা বলিতে আর বাকি রহিল না। সাহেবের লেখাই ভরসা, সুতরাং বলা বাহুল্য এ কথাগুলিও কাগজে কলমে হইয়াছিল। সাহেব লাস জ্বালাইতে হুকুম দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রশেখর বাবুর মৃত দেহের সংকার হইয়া গেল। পূর্ব্বরাত্রে যে ব্যক্তি সানন্দে প্রণয়ের পাপ কথা আপন গুপ্ত প্রণয়িনীর নিকট কহিতেছিল, তাহার আর চিহ্নমাত্ররহিল না। মানুষ কি বুঝে—আজ আছি কাল নাই—তবে এই স্বল্পস্থায়ী জীবনকে কেন পাপ ভারে ভারাক্রান্ত করি। ইহ জগতে মানবের অভাব অতি অল্প, এবং সেই অল্প অভাবটুকুও

অতি অল্প কালের জন্য প্রয়োজন হয়, যেহেতু মানব নশ্বর। তবে এই ক্ষণভঙ্গুর নশ্বরদেহকে কেন পাপভারাক্রান্ত করি? দুর্ব্বল মানব মন কি তাহা বুঝে?

## সপ্তদশ বিম্ব।

### অন্বেষণের ফল।

জমীদারের প্রজার অভাব নাই। রাজার হুকুম, প্রজা কখনও অবহেলা করিতে পারে না; অতএব বড় বাবুর ছেলে মেয়ের অন্বেষণ করিতে যে লোকের অভাব হইবে না, তাহা বলা বাহুল্য। মেজ বাবুর হুকুমমতে একেবারে পঞ্চাশ যাটি জন লোক আসিয়া উপস্থিত। যাহারা দেবনাথ, সুরেন্দ্র ও মোহিনীকে দেখিয়াছিল, তাহাদেরই কেবল পাঠান হইয়াছিল।

বিক্রমপুরের জমীদার প্রমোদকিশোর বাবুর বাড়ীতে মস্ত ডাকাতি হয়ে গেছে, এ কথা হাটে মাঠে যেথানে সেথানেই শুনিতে পাইবে। প্রমোদকিশোর বাবু ছেলে মেয়ে ও ভাগ্নেকে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছে, একথাও জানতে কাহারও বাকি রহিল না।

দুই চারি দিনের পর ক্রমে ক্রমে লোক জন ফিরিতে লাগিল, তাহারা কোন খবর বলিতে পারিল না, পরিশ্রম বিফল হইয়াছে। এতদিন বাটীর সকলেই মনকে আশ্বাস দিয়া রাখিয়াছিল। বড় বাবু ও ধর্ম্মজননীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, প্রেরিত লোকেরা কেহ না কেহ কোন খবর নিশ্চয় আনিবে, সুতরাং তাঁহাদের আশা

সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়। একে একে প্রেরিত লোকদিগের মুখে নৈরাশ চিহ্ন দেখিয়া তাঁহারাও নিরাশ হইলেন। সকলেই ফিরিয়া আসিল, কিন্তু দেবনাথের, মোহিনীর ও সুরেন্দ্রের কোন খবর আসিল না। বড় বাবু পুনরায় লোক জন পাঠাতেও ক্ষান্ত হইলেন না।

ধর্ম্মজননীর বিনা চক্ষের জলে এক দিনও যায় না, বড় বাবু প্রবোধ দিয়া শান্তনা করিয়া থাকেন। মেজ বাবু ও নবাবু অতিশয় ব্যথিত হইলেন, অপর লোকের দ্বারা কোন কাজ হইবে না বলিয়া অবশেষে মেজবাবু ও নবাবু দুই জনেই অন্বেষণে বহির্গত হইলেন।

এই রকম গোলমালে প্রায় মাস খানেক অতীত হইল। আমার ডান হস্ত এখন এক প্রকার ভাল হইয়াছে, শরীরও অনেকাংশে সুস্থ হইয়াছে। সতীশচন্দ্র আমার অসুস্থাবস্থায় প্রায়ই আসিতেন, তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

সতীশচন্দ্রের নিকট হইতে আমি যে প্রকার উপকৃত হইয়াছি, তাহাতে বোধ হয় আমার জীবন দিলেও সেই উপকারের প্রত্যুপকার হয় না। তিনি প্রত্যহ আসিয়া আমার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন, আমিও কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিতাম।

এক দিন আমি নিজ শয়ন ঘরে উপবিষ্টা আছি, সতীশচন্দ্র আমার নিকট। তিনি আমাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শৈবলিনি! স্মরণ আছে কি?"

"কি সতীশ?"

"শৈবলিনি! পত্রের কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ?"

অতীব ধীর স্বরে কহিলাম—

সতীশ! সে কথা কেন?"

অপেক্ষাকৃত মধুর স্বরে সতীশচন্দ্র কহিলেন—

"জীবনে তাহা ব্যতীত অন্য চিন্তা যে, নাই শৈব!"

"সতীশ! তোমাকে আমি নিজ সহোদরের মত দেখি—

আমার কথায় বাধা দিয়া সতীশচন্দ্র তীব্রস্বরে কহিলেন—ক্ষান্ত হও শৈবলিনি! ও কথা মুখে আনিও না, সতীশকে কলঙ্কিত করিও না। যদি এহৃদয়ে স্থান দিবার কেহ থাকে সে 'শৈবলিনী'। সতীশের ভালবাসার সামগ্রী যদি কিছু থাকেত সে 'শৈবলিনী'। অধিক কি শৈব!—

সতীশচন্দ্রের কথায় বাধা পড়িল—কেন পড়িল? স্বরস্বতী ঠিক সেই সময়ে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করাতে সতীশচন্দ্রকে থামিতে হইল।

স্বরস্বতী ঘরে আসিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল, আমি লজ্জিত হইলাম—সতীশচন্দ্র তাহা বুঝিলেন স্বরস্বতী ইহা দেখিয়া কোন কথা না কহিয়া ঘর হইতে প্রস্থান করিল। সতীশ পুনরায় বলিলেন—"শৈব! তোমার নিকট অশ্রাব্য কথা কহিলাম, আমার অধৈর্য্যতা মার্জ্জনা করিবে। দেখ, তোমাকে আমি কতদুর কষ্ট দিচ্ছি; তোমার অসুস্থাবস্থায় আমি বিরক্ত কচ্ছি; কিন্তু শৈবলিনি! যদি হৃদয়ের ভাব কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে পারা যাইত, বুক চিরে কাহাকেও যদি দেখাবার উপায় থাকতো—তাহা হইলে দেখাতাম, শৈব! তোমার জন্য আমি কতদুর ব্যথিত। তোমার আঘাত লেগেছে, আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হয়েছে।"

আমি সতীশচন্দ্রের কথা শুনিয়া কি উত্তর দিব কিছুই স্থির

করিতে পারিলাম না। কে যেন আমার মস্তিষ্ককে বিচলিত করিয়া দিয়াছে, কে যেন আমার বুদ্ধি হরণ করিয়াছে। অতি কষ্টে উত্তর করিলাম—

"সহোদরার প্রতি এরূপ উক্তি—শোভা পায় না সতীশ! তুমি জ্যেষ্ঠ আমি কনিষ্ঠ, আমাকে ধর্ম্মপথ দেখাও—কনিষ্ঠা ভগিনীকে অধর্ম্ম করিতে দিও না।"

সতীশ কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া আমার কথা শুনিতেছেন, আমি আর কিছু বলিলাম না।

আমি থামিলে সতীশচন্দ্র বলিতে আরম্ভ করিলেন—"শৈবলিনি! মনের ভাব জান না, তাই আমাকে বৃথা ভৎ'সনা করিতেছ! শৈব! তোমার কাজ করিতেও আমি যে হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করি—তুমি আঘাতিতা হয়েছ আমি তোমার কাজ ক'রে জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিতেছি—বল শৈব! বল—সতীশচন্দ্র তোমার কি আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে!"

সতীশের কথা শুনিয়া আমি অবাক। বিস্মিত নয়নে সতীশের আরক্তিম বদন মণ্ডলের প্রতি চাহিয়া রহিলাম—সতীশের নয়নজ্যোতি স্থির, তাহা হইতে মনের দৃঢ়তা প্রকাশ পাইতেছে, মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়াছে, তাহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যেন আমার কাজ সতীশের একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমি কহিলাম—সতীশ! আমার কি কাজ করিবে?"

সতীশ। অবশ্য তোমার কোন প্রিয় কাজ অন্তরে নিহিত আছে, বোধ হয়, লজ্জাবশতঃ প্রকাশ করিতেছ না। বল শৈব! সতীশ তাহা অকপট চিত্তে পালন করিবে—সতীশের এই আকিঞ্চন যেন বৃথা না হয়।"

দেখিলাম, সতীশের কার্য্য অবশ্যম্ভাবী। হিমাচল বিচলিত হইবে, তথাপি সতীশের কথার অন্যথা হইবে না। আমি কহিলাম—"সতীশ! বাড়ীতে মহাবিপদ। বড় বাবু ও ধর্ম্মজননীর মুখের দিকে চাইলে বুক ফেটে যায়। তাঁহাদের অশ্রুজল যেন বাটীর সকলকেই আজ্ঞা করিতেছে—তাঁহার পুত্র কন্যা ভাগিনেয়ের অনুসন্ধান কর—"

আমার কথায় বাধা দিয়া সতীশ কহিলেন—তাই শ্রেয়ঃ শৈব! ইহাপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে—কিন্তু—সতীশের বাক্য রোধ হইল—বস্ত্রাঞ্চলে একবার নয়ন মার্জ্জন করিলেন। ক্ষণেক চিন্তিয়া সতীশ পুনরায় কহিলেন—শৈবলিনি! বিদায়ের সময় একটী প্রার্থনা, বৈকাল বেলা আমার সেই ঘরে আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিও, আমি তোমাকে কোন একটী জিনিষ দিব—যেন অন্যথা না হয়।

আমি কহিলাম—"কবে যাবে সতীশ! ফিরিবে কবে?"—

সতীশ। কাল সকাল বেলাই এখান থেকে বাহির হইব। সকলেই অন্বেষণার্থে বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছে; আমাকে কর্ম্ম শূন্য হইয়া বসিয়া থাকা ভাল দেখায় না। সকলেরই উদ্দেশ্য আমিও অন্বেষণে বাহির হই—কিন্তু কেউ বলিতে ইচ্ছা করে না। দেখি আমা হইতে এই মহৎ কাজ সাধিত হয় কি না।

আমি কহিলাম—"যাবে সতীশ যাও কিন্তু বাপ মার মত লইয়া যাইও, শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা করিও।" সতীশচন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

শেষোক্ত কথাগুলি যেন আমার মুখ হইতে অসাবধানতাবশতঃ প্রকাশ হইয়া পড়িল। সতীশকে শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তনের কথা বলিবার আবশ্যক কি? আমি কি সতীশকে ভালবাসি?

ভালবাসি বৈকি। জীবনাপেক্ষা ভালবাসি, সহোদরের ন্যায় ভালবাসি। কেন ভালবাসি? সতীশ আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া কি ভালবাসি? কই না—এজীবন ত এক দিন নষ্ট হবেই, এ জীবন ত এক দিন পরহস্তগত হবেই। তবে কেন ভাল বাসি?

হৃদয়ে এই প্রশ্নই বারম্বার "কেন ভালবাসি?" উত্তর খুঁজিয়া পাই না—অস্বাভাবিক ভালবাসা। ঈশ্বর প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার সৃষ্টপদার্থ প্রকৃতির বিষয় অবলা স্ত্রীলোক আমি, কি বুঝিব। সুতরাং "কেন ভাল বাসি?" ইহার উত্তর দিতে অসমর্থ।

# অষ্টাদশ বিম্ব।

## প্রণয়-মুকুর।

সতীশচন্দ্রের প্রস্থানের অব্যবহিত পরে শৈলবালা আমার কাছে আসিল। তিলোত্তমার সহিত শৈলের কথোপকথনের পর আমার সহিত একবারও ভাল ক'রে কথাবার্ত্তা হয় নাই, আজ সময় পাইয়া শৈলকে সস্নেহে হাত ধরিয়া বসাইলাম। শৈলবালা আমাকে কহিল—"দাদার সঙ্গে কি কথা হইতেছিল?"

আমি বলিলাম—"কোন অবধি তুমি শুনেছ বল, তার পর থেকে আমি আরম্ভ করি।

শৈল হো হো করে হাসিয়া বলিল—"ভ্যালা মেয়ে তুমি, তোমায় আর বলতে হবে না।"

আমি কহিলাম শৈ! মনে আছে, তিলোত্তমার সহিত লতা-মণ্ডপের ভিতর কি কথা হয়।"

"কবে কার কথা" শৈলবালা শুষ্ক মুখে কহিল "কবে কার কথা"।

"এর মধ্যে ভুলে গেছ? মাস খানেকের কিছু বেশী হ'বে।"

"দিদি! তুমি কোত্থেকে শুন্‌লে?"

"আড়াল থেকে শুনেছি—দেখ্‌লাম তিলোত্তমার সহিত তোমার বড় ভাব।"

শৈলবালা নিরুত্তর মুখ অবনত করিয়া রহিল। আমি শৈলকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম—শৈল! আমার কথা শুনবে?

"কি কথা"

"যদি আমার কথা রাখ ত বলি।"

"তোমার কথা রাখতে পারবো না, এমন কি কথা দিদি?"

"দেখো, রাগ করো না তোমার ভালর জন্যই বলছি। একজনকে কুপথে যেতে দেখ্‌লে কে না বারণ ক'রে থাকে। আমি তিলোত্তমার চরিত্র ভাল রকম জানি, তাহার মত দূষিতা বোধ হয় এ বাড়ীর ভিতর নেই; তাই তোমাকে বারণ কচ্ছি, তিলোত্তমার সঙ্গে আলাপ রেখ না।"

শৈলবালা অধোমুখে রহিল, কোন উত্তর করিল না। আমি পুনরায় কহিলাম—শৈল! মনে থাকবে কি? দেখ যদিও স্বামী বিবাগী হয়েছেন, তোমার কি কুপথ অবলম্বন করা উচিত? এক মনে সেই স্বামীর উপাসনা কর, অচিরাৎ স্বামী লাভ হবে।"

আমার কথা শুনিয়া শৈলবালা অবাঙ্‌নেত্রে আমার মুখ পানে চাহিয়া রহিল—আমি দেখিলাম শৈলবালার নয়নে অশ্রুকণা মুক্তা-

ফলের ন্যায় শোভা পাচ্ছে। চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে, মুখ খানি মলিন হয়ে গেছে, যেন শৈল আমার কথায় দারুণ ব্যথিত হইয়াছে।

শৈলবালা অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমাকে কহিল—"দিদি! তুমিই যথার্থ দেবী। তিলোত্তমাকে আমি আগে হৃদয়ের বন্ধু বলে জানতেম, পরে জানিলাম তিলকের চরিত্র খারাপ। দিদি! আমার যা কিছু দেখেছ তাহা সব ভূলে যাও, আমি আজ অবধি কোন অধর্ম্ম আচরণ করি নাই। আমাকে সৎপথ দেখাও, স্বামী কিরূপ আমি যে জন্মাবধি তাহা জানিতে পারি নাই।" শৈলবালা নয়নে বস্ত্রাবরণ করিয়া নিঃশব্দে কাঁদিয়া ফেলিল। আমি কহিলাম "শৈল! যতক্ষণ মানুষের শরীরে ধর্ম্ম থাকে ততক্ষণ সে পাপকে ভয় করে। ধর্ম্মহারা হইলে সে আর কিছুই গ্রাহ্য করে না। কাঁদিস না শৈল! সৎপথে থেকে নিজ স্বামীর উপাসনা কর, কায়মনবাক্যে স্বামীর মঙ্গল কামনা কর, আমি শপথ করে বলছি, তোমার ভাগ্যের পুনঃ অভ্যুদয় হইবে, স্বামী সন্দর্শন হইবে, নিশ্চয় সুখী হইবে। আমি তোমাকে এক খানা বই পড়তে দিব, তাতে দেখতে পাবে, একজন স্ত্রীলোক স্বামীর সেবা করিয়া নারায়ণ দর্শন করিয়াছিলেন। তাই বলি স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের গতি নাই। শৈল স্বামী পূজা কর, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হ'বে।"

আমার কথা শুনিয়া শৈলবালা হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল আজ হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইয়াছে, হতভাগিনীর হৃদয়ে শোকানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছে—অশ্রুবারি থামে না—আমি কহিলাম "শৈল! কাঁদিস না, আমি তোকে সর্ব্বদা ভাল ভাল গল্প শুনাব, তাহা হ'লে ত মন ভাল থাকবে?"

শৈল ধীরে ধীরে চক্ষুমার্জ্জন করিল। দৃষ্টি আমার মুখের প্রতি. যেন কি দেখছে, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"কি দেখ শৈল ?"

আমার কথায় কোন উত্তর না দিয়া শৈলবালা আমার পায়ে ভক্তিভরে একটী প্রণাম করিল। আমি কহিলাম—"ওকি—ওকি ? শৈলের মুখ ফুটিল—

"দিদি! তুমি কখন মানবী নও, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। তা না হ'লে অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের মুখে কখনই এরূপ কথা শুনা যায় না।"

"ছি! শৈল! ও কথা বলতে নেই, আমার অকল্যাণ করিও না! সামান্যা অনাথিনী ব্যতীত, আমাকে আর কিছুই বিবেচনা করিও না।"

"শৈব দিদি! তুমি বিবাহ কর, তোমার পায়ে পড়ি তুমি বিবাহ কর। তোমার স্বামী ভক্তি দেখে, আমিও নিজ স্বামীর উপাসনা শিক্ষা করিব।"

"শৈল! অধিক আর কি বলবো—নারী জাতি সকলের অধীন, তা'তে স্বেচ্ছামত কাজ কেমন করে করি।"

"আচ্ছা! জেঠামশাইকে আমি নিজে বলবো, তিনি শুনে কত আহ্লাদ করিবেন।"

"ছি! এমন কাজ করো না। বড় বাবুর হৃদয়ে যে শেল বিদ্ধ আছে, তাহার উপর একথা কদাচ বলো না শৈল।"

শৈলবালা সহাস্য মুখে আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিল। শৈলবালার হৃদয় আজ নূতন ভাবাক্রান্ত—বুঝিলাম মনের ভার অনেকটা লাঘব হইয়াছে। হায়! দুর্দ্দান্ত কীট, সুন্দর কুসুমের

বসতি করিয়া থাকে। কীট দন্তে জর্জ্জরিত হইয়া কুসুম কলিকাও অকালে কালের করাল কবলে কবলিত হয়।

বেলা শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। কুমুদিনী, চন্দ্রের সুন্দর বদন দর্শন মানসে উর্দ্ধমুখী হইয়া আছেন। কুমুদিনীনাথ আসিতে বিলম্ব করিতেছেন দেখিয়া পবনদেব হুহু শব্দে বহিয়া, একেবারে কুমুদিনীকে স্বচ্ছ সলিলে নাকানি চোবানি খাওয়াইয়া গেল—অবলা রমণীর উপর যেন কত রাগ। বিরহিনী কুমুদিনীর তাহাতে গ্রাহ্য নাই—চন্দ্র বিরহে মলিনা, সুতরাং চন্দ্রমুখই একান্ত বাঞ্ছনীয়, পরপুরুষের সঙ্গে বাক্যালাপও করে না।

বৈকাল বেলা সতীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে, স্মরণ হইল, অতএব নিজকক্ষ পরিত্যাগ করতঃ সতীশচন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত পাঠ্য মন্দিরের দিকে চলিলাম। সতীশের কক্ষ সম্মুখে আসিয়া প্রথমতঃ প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিতা হইলাম। অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, এমন সময় উক্ত প্রকোষ্ঠ হইতে একজন হিন্দুস্থানী রমণী বহির্গত হইল—অনুমান করিলাম এই বুঝি তিলোত্তমার চামেলি।

চামেলি নিষ্ক্রান্তা হইলে আমি উক্ত ঘরে প্রবেশ করিলাম। মনে এক প্রকার ঘৃণা হ'ল। সতীশের কথা রক্ষা করিতে আমি ভালবাসি, তবে ঘৃণা কেন? বোধ হয়, অপরের সন্দেহ ভয়; কিন্তু অন্তরে এ ভয়ের অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না।

আমি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছি, সতীশচন্দ্র তাহা আদৌ জানিতে পারেন নাই। সতীশ অন্যমনস্ক ভাবে কি লিখিতেছেন। টেবিলের পাশে একখানি কেদারা, কেদারা খানির পশ্চাভাগ গৃহদ্বার হইতে দেখা যায়, সুতরাং

তদুপবিষ্ট সতীশচন্দ্র আমায় দেখিতে পাইলেন না। আমি আস্তে আস্তে সতীশের পশ্চাদ্ভাগে আসিলাম, তথাপি জানিতে পারেন নাই—লিখিতেছেন—অন্যমনস্ক ভাবেই লিখিতেছেন।

সতীশের এত অন্য মনস্কের কারণ কি? এমন কি লিখিতেছেন যাহাতে এক জনের গৃহ প্রবেশ, অনুমাত্র জানিতে পারিলেন না। কি লেখা, দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মিল—আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখিতে লাগিলাম।

প্রায় তিন পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে, বোধ হয়, অতি অল্পই বাকি। সতীশচন্দ্র লিখিলেন—'**শৈবলিনি**'—লেখা মঞ্জুর হল না কাটিয়া ফেলিলেন। পুনরায় লিখিলেন—'**মানসমোহিনি**'—লিখিয়া কিছু ভাবিলেন, বোধ হয় অপ্রীতিকর হইবে, তাহার পূর্ব্বে আরও দুটি কথা যোগ করিলেন, পঠিত হইল—"**কমলাক্ষি! প্রিয়ম্বদে! মানসমোহিনি!**" তৎপরে লিখিলেন—"**চিরতরে তব পাশে লভিনু বিদায়**"।

সতীশচন্দ্রের লেখা সাঙ্গ হ'ল। ধীরে ধীরে পত্রখানি মুড়িলেন। দৈবের ঘটন, ঠিক সেই সময় সতীশচন্দ্রের কলমটি মাটীতে পড়িয়া গেল, যেই উঠাইতে যাইবেন, অমনি আমায় দেখিতে পাইলেন।

বিস্মিত হইয়া সতীশ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কখন এলে শৈব?" আমি তাঁহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া কহিলাম—"সতীশ! তোমার সংকল্প পরিত্যাগ কর, যাহা স্থির করিয়াছ তাহার অন্যথা কর। এসব ভাল নয়।"

সতীশ দৃঢ়ভাবে কহিলেন—"শৈবলিনি! আমায় ক্ষমা কর, জীবনে শৈবলিনীপ্রাপ্তি আশা জাগরূক থাকুক; হৃদয়ে শৈবলিনীর

মোহিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকুক—এ হৃদয় আমার নয়, শৈবলিনীর হইয়াছে, সুতরাং শৈবলিনী আশা ব্যতীত এজীবন আর কিছুই প্রত্যাশা করে না। যদি চন্দ্র গগন পরিত্যাগ করিয়া ধরায় উদিত হয়, যদি রসা রসাতলে প্রেরিত হয়, নরক—ভীষণ নরক, ভীষণ মূর্ত্তি ধ'রে আমাকে আলিঙ্গন করে, শৈবলিনীপ্রাপ্তি আশা তথাপি এ হৃদয় হইতে বিচ্যুতি করিতে পারিবে না। অধিক কি বলিব শৈবলিনি! আমি পাগল—পাগলের কথা যদি অগ্রাহ্য কর, তবে এই পত্র খানি পাঠ করিয়া জ্ঞাত হয়ো।"

সতীশচন্দ্র পত্র খানি আমার হাতে দিলেন, আমি গ্রহণ করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিতা হইলাম না। সতীশ পুনরায় বলিলেন—"আর একটী ভিক্ষা—পত্রখানি দুই দিন পরে দেখিও।"

আমি কহিলাম—"সতীশ! হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকটী কে? তোমার কাছে কি দরকারে এসেছিল? বলিতে কি বাধা আছে?"

—"শৈবলিনীর নিকট সতীশের বাধা! অসম্ভব কথা কেন বল শৈব! যাহার জন্য হৃদয় পর্য্যন্ত উৎসর্গীকৃত, তাহার নিকট সামান্য একটী মুখের কথা কহিতে কুণ্ঠিত হইব? মুখে বলিলে শৈবলিনি! আমায় বিশ্বাস নাও করিতে পার—এই পত্র খানা পাঠ করিলে সমুদায় অবগত হইবে।"

সতীশচন্দ্র একটী পুস্তকের ভিতর হইতে এক খানি পত্র বাহির করিয়া আমায় দিলেন। আমি কহিলাম—"কার পত্র?"

সতীশ। আমার পত্র; পাঠ করিতে কুণ্ঠিতা হইও না।

পত্র দুই খানি হস্তে লইয়া আমি উক্ত প্রকোষ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলাম। দুই এক পদ অগ্রসর হয়েছি এমন সময় তিলোত্তমার সহিত সাক্ষাৎ। আমাকে দেখিয়া তিলোত্তমা বিদ্রূপ সহকারে

কহিল—"কি গো ভাল মেয়ে যে, কোথা থেকে?" আমিও বলিতে ছাড়িলাম না—বলিলাম—"এই বার ভাই! তোমার অন্নটা মারা গেল, তা ভাই রাগ করিসনে—দু জনে ভাগাভাগি করে নেবো—কেমনত?"

আমার কথা শুনিয়া তিলোত্তমা রাগে গর গর করিতে লাগিল। আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—"বটে, বটে এত বিঁধেছে তা আমি জানিনে; ভাল, ভাল। আমিও মেজ মাসীকে বলছি—শৈবলিনীর সঙ্গে সতীশের বিবাহ দিতে হচ্ছে।"

তিলোত্তমার কর্কশ স্বর শুনিয়া আমার অত্যন্ত রাগ হ'ল। কিছু বলতে পারি না, কিন্তু নম্র হতেও ইচ্ছা করে না। পাঠক পাঠিকাকে বলিয়া রাখি—সেই সময়ে শিক্ষিতা মহিলার ততোধিক প্রাদুর্ভাব ছিল না, সুতরাং দাম্ভিকতা, স্বল্পভাষিতা গুণ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অতি বিরল ছিল, কাজে কাজেই, আমিও উক্ত গুণদ্বয় বিরহিতা।

আমিও অপেক্ষাকৃত কর্কশ স্বরে কহিলাম—"এক জনের বড় দুঃখ রয়ে গেল। তা দেখ, বলে কয়ে যদি কিছু করতে পার, তবেই ভাল; নইলে মিছে মুখনাড়া দিলেত আর কিছু হতে পারে না।"

"আচ্ছা দেখা যাবে—" বলে তিলোত্তমা সরাগে হন্ হন্ করে আমার কাছ থেকে চলে গেল, আমিও দুর্ম্মুখার নিকট হইতে নিকৃতি পাইলাম।

ঘরে আসিয়া সতীশচন্দ্রের পত্রখানি রাখিয়া দিলাম, সতীশ দুই দিন পরে দেখিতে বলিয়াছেন, সুতরাং তাহাই করিতে স্বীকৃত হইলাম। শেষ পত্র খানি খুলিলাম। পত্রখানির উপরে খুব

জাঁক জমক। ভিতরেও না জানি কত হইবে—হতে পারে। পত্রখানি খুলিলাম। আশাতীত সৌন্দর্য্য—পত্রের শিরোদেশে একটী পুরুষমূর্ত্তি বিরাজিত, তাহার নিম্নে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—"তুমি কি আমার" আমি বিস্মিত নেত্রে পুরুষের অঙ্গ সৌষ্ঠব দেখিতে লাগিলাম। পত্রাঙ্কিত পুরুষ সরলভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, দৃষ্টি দর্শকের প্রতি। মস্তকোপরি সুন্দর টেড়ি, অল্প অল্প গোঁফ, গায়ে সুন্দর জামা তদুপরি কোচান উত্তরীয় স্কন্ধোপরি লম্বমান। হস্তে একটী ছড়ি, কাল পেড়ে মিহি কাপড় পরিধান ও পায়ে এক জোড়া সুন্দর জুতা। পত্রখানি কতক পদ্যে কতক গদ্যে লিখিত। প্রথমতঃ সম্বোধন—প্রিয়তম—পাঠ করিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। আমার সন্দেহ—পত্রখানি তিলোত্তমার লিখিত। সর্ব্ব প্রথমে কে লিখেছে, পাঠ করিয়া দেখিলাম। সন্দেহ বৃথা নহে।

পত্র খানি ঠিক এইরূপ :—

প্রিয়তম !

আকাশ পাতাল পৃথ্বী খুঁজি পাতি পাতি,  
সতৃষ্ণ নয়নে হেরি অম্বুরাশি তলে,  
তোমা হেন নিধি তায় না হেরি নয়নে,  
বিধি কি গড়েছে তোমা বসিয়া নির্জ্জনে !

কাঁপে কায় ঘন ঘন, শিহরে হৃদয়,  
তব সেই রূঢ় কথা করিয়া স্মরণ,  
অতল জীবনে মগ্ন হতেছে জীবন,  
বিধি কি গড়েছে তোমা এতই কঠিন !

হায়! হায়! প্রাণ কাঁদে কি করি উপায়,
বিস্তৃত-বাগুরা-বদ্ধ-বন-বিহঙ্গিনী;
থেকে থেকে জ্বলে উঠে হৃদয় নিলয়;
বিধি কি গড়েছে তব পাষাণে হৃদয়!

মরে সখে! বিরহিনী বিহনে তোমার,
রাখ পায় যাচি তায় তব করে ধরি;
হের ফিরে অধিনীরে বাঁচাও জীবন;
বিধি কি গড়েছে তোমা মমতা বিহীন!

সতীশ! শৈবলিনী তোমার হৃদয়াধিকারিণী হউন তাহাতে আমি তুষ্ট বই রুষ্ট নহি, কিন্তু এ অধিনীকে তোমার পদে স্থান দিও। হৃদয়ে তোমাকে পূজা করিব, এমন কি শৈবলিনীর আজ্ঞাবহা পরিচারিকার ন্যায় থাকিব, এ অধিনীকে শ্রীচরণে স্থান দাও।

পুনশ্চ :—

চামেলি দ্বারা পত্র খানি পাঠাইলাম। আশা করি, সদুত্তর প্রদান করিয়া এ অধিনীর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিবে। যাহাকে দিয়াই হউক, প্রত্যুত্তর লিখিয়া পাঠাইয়া দিবে। ইতি

তোমার
প্রেম ভিখারিণী
তিলোত্তমা।

পত্র পাঠ করিয়া তিলোত্তমার উপর অত্যন্ত ঘৃণা হ'ল, ইচ্ছা হ'ল পত্র খানি ছিঁড়িয়া ফেলি, কিন্তু অকস্মাৎ মনের ভাবান্তর

হইল, ছিঁড়িলাম না। তিলোত্তমা পত্রের উত্তর প্রার্থনা করে—সতীশ ত কালকেই প্রস্থান করিবে তবে এ পত্রের উত্তর কে দিবে? পত্রখানি আপাততঃ রাখিয়া দিলাম।

## ঊনবিংশ বিম্ব।

### প্রতিহিংসা।

সতীশের সঙ্গে সকালবেলা কেবল একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পত্রখানির উত্তর দিলে না?

সতীশচন্দ্র বলিলেন—"ইচ্ছা করত আমার হয়ে যাহা হউক লিখিয়া দিও" আমারও সেই ইচ্ছা।

সতীশ সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বহির্গত হইবার পূর্ব্বে ধর্ম্মমা সতীশকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। এত দিন পর ধর্ম্ম জননী আমার মুখপানে ভাল ক'রে চাহিয়া দেখিলেন, আমিও নিজ মনমত কাজ হইয়াছে মনে করিয়া অন্তরে পুলকিত হইলাম।

এই রকমে প্রায় আরও দুইমাস গত হইল। মেজ বাবু ও ন বাবু হতাশ্বাসিত হৃদয়ে বিফল মনোরথ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সতীশচন্দ্রের আর কোন খবর নাই। পুত্র বাটী হইতে ভ্রাতৃ অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছে শুনিয়া, মেজ বাবুর ভারি রাগ। নিজের স্ত্রীকে প্রথমতঃ যৎপরনাস্তি ভৎ'সনা করিলেন। কিন্তু অনন্যোপায় দেখিয়া অবশেষে, আপনাকে শান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে হইল।

সতীশচন্দ্রের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তিলোত্তমার সহিত সাক্ষাদাবধি, আর কথনও সাক্ষাৎ হয় নাই। সতীশের হইয়া আমি তিলোত্তমাকে সদুপদেশ যুক্ত এক খানি পত্র প্রেরণ করি, তিলোত্তমা উক্ত পত্রের বিষয় সন্দেহ করে, ক্রমে আমার দ্বারা লিখিত হইয়াছে বলিয়া, জানিতে পারে। ফণী, মণি হারা হলেও বোধ হয় এতদুর ব্যথিত হইত না, আমার পত্র পাঠ করিয়া তিলোত্তমা যতদূর ব্যথিত হইল। আমি মনে করিয়াছিলাম ইহাতে তিলকের ভাল হইবে, কিন্তু সেই ভাল এক্ষণে ভায়ানক রূপে পরিণত হইয়াছে। পত্র পাইবার পর দিন তিলক মেজকাকীর নিকট সতীশ ও আমার বিষয়ে একটী মিথ্যা কল্পনা করিয়া বলিল। মেজকাকী স্বভাবতঃ ক্রুরা, কাহারও সঙ্গে কথনও কলহ করেন না, কিন্তু এদিগে স্বামীর নিকট তাহার শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত করিতে বাকি রাখেন না। মেজবাবু আমাকে এক দিন ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"শৈবলিনি! এসব কি শুনিতে পাই। গরিবের মেয়ে এবাড়ী আছ—থাক। অত উচ্চ আশা কেন, ছি!" মেজ বাবুর কথা শুনিয়া আমি ঘৃণায় জর্জ্জরিত হইলাম, কোন উত্তর না দিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করি। প্রথম মেজ বাবুর নিকট, ক্রমে বাড়ীর আর সকলের নিকট আমি বিলক্ষণ অপমানিত হইলাম।

একদিন অপরাহ্ণ সময়ে আমি ও শৈল বাগানে বেড়াইতেছি। শৈলের ইচ্ছানুসারে কুক্ষণে বাগানে পা দিয়াছি। আমরা উভয়ে বেড়াচ্ছি এমন সময় তিলোত্তমা শৈলকে ডাকিল "শৈল! তোকে তোর মা ডাকছে" শৈলবালা আমাকে একাকিনী রাখিয়া মার নিকট প্রস্থান করিল।

বাগানে আর কেহই নাই, কেবল আমি। শৈলবালার

প্রস্থানের পর আমি একটী লতামণ্ডপের নিকট গিয়া বসিলাম। প্রায় মিনিট দশেক বসে আছি, এমন সময় হাস্‌তে হাস্‌তে সেই গোমস্তার পুত্র নারায়ণ বাবু আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত। নারায়ণ বাবুর পরিচ্ছদ পূর্ব্বদিন অপেক্ষা আরও সুন্দর। ওষ্ঠাধর তাম্বুল রাগে রঞ্জিত, একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত শিকল গ্রীবাদেশকে বেষ্টিত করিয়া, বক্ষঃস্থল দিয়া বাম স্তনের কিছু নিম্নে ছিদ্রযুক্ত জামার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। জামাটী শাদা ধপ ধপে, তার উপর সোনালি রঙের চাকচিক্যময়, ঠিক যেন প্রথমে কাল মেঘ, তার উপর এক খণ্ড শাদা মেঘ এসে জুটেছে, তাহার উপর সৌদামিনী। যদি কাল মেঘের উপর সৌদামিনী বিরাজ করিতেন, তাহা হইলে অতি সুন্দর দেখাইত; কিন্তু এই সৌদামিনী ও কাল মেঘের ব্যবধানে একখণ্ড শাদা মেঘ আসিয়া, সমুদায় সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছে। নারায়ণ বাবু কি ইচ্ছা করিলে এই শাদা মেঘ দূর করিতে পারেন না? পারেন বটে, কিন্তু পারিলে কি হইবে, তাহা হইলে যে আসল জিনিষ, সৌদামিনীকে আগে সরাইতে হয়। সুতরাং যেমন আছে তেমনি থাক।

আমাকে দেখিয়া নারাণ বাবু দন্তপাটী বহির্গত করিয়া হাসিতে লাগিলেন। হাসির মুখভঙ্গিমা দেখিলে বোধ হয় পাঠক মহাশয়কেও হাসিতে হইত, আমি ত কোন ছার। আমাকে হাসিতে দেখিয়া নারাণ বাবু বলিলেন—"সেই কদম তলার আলাপ" বলিয়া দ্বিগুণ মাত্রায় হাসি বাড়াইয়া দিলেন। নারাণ বাবু পাগল নাকি।

যাহাহউক হাস্যলীলা সম্বরণ করিয়া নারাণ বাবু আমাকে বলিলেন, "বল দেখি আজ কেন এখানে এসেছি?"

আমি কহিলাম—"আপনিই জানেন, দেবনাথ বাবুকে আপনি খুজতে যান নাই ? এই বুঝি ভাব।"

'তা—তা, যাব কি। আমাকে যেতে মানা করেছে।"

"কে মানা কল্লে ?"

""ওই যে—ওই যে, ওর নামটা কি। আচ্ছা কোথায় গেছে বলতে পার, আমি তাহা হ'লে একেবারে গাড়ী করে গিয়ে নিয়ে আসি।"

"কোথায় গেছে তাই যদি জান্‌তে পারা যাবে, তবে তোমারই যাইবার বা দরকার কি—বাটীর কেউ চাকর গিয়েও আনতে পারে ত।'

"তা আমার কি দোষ বল আমি যেতে পারি কিন্তু আমাকে বারণ করে যে।"

"কে তোমাকে বারণ করে ? বাড়ীতে ?

"না—বাড়ীতে আরও বলে। বারণ করে কে শুনবে—তার নামটা যে ভুলে যাচ্ছি—ওই যে মনে আসছে না। থাক তবে—নাম বলতে মানা করে দিয়েছে।

নারাণ বাবু কি রকম লোক। এই আমার এক চিন্তা উপস্থিত হ'ল। কথা কয় তাহার অর্থ নাই, প্রশ্ন কর তাহার ঠিক উত্তর নাই, কিন্তু যাহাহউক একটা না একটা বলবেই, তা'তে তুমি বুঝ্‌তে পার, আর নাই পার, নারাণ বাবুর তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। আমিত হাঁ করে নারাণ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছি; নারাণ বাবু বলিলেন—"তুমি যে দেখছি, আমাকে নিয়েই পীড়াপীড়ি, হাজার হো'ক আলাপ আছে কি না"—বলিয়া নারাণ বাবুর উচ্চ হাস্য। হাসির যে কি কথা হ'ল তাহার কোন ঠিক

নেই, হেসেই খুন। নারাণ বাবুর আকর্ণ ছিদ্রযুক্ত ক্ষুদ্র মুখব্যাদান, তন্মধ্যস্থ রক্তবর্ণ দন্তাবলি, হাস্যের সহিত প্রদর্শিত হইতেছে। ভঙ্গিমা দেখে কে,—যে দেখেছে সেই হেসেছে; কি বলবো, পাঠক মহাশয়কে দেখাইতে পারিলাম না, মনে বড় আপশোষ রহিল।

আমি কহিলাম—"আজ আবার কি দরকারে ?"

দন্ত বহির্গত করিয়া উত্তর হইল—"আজ ? আজ এই তোমার দরকারে, তুমি যেখানে আমি সেখানে—তুমি কেষ্ট আমি রাধা—থুড়ি—তুমি রাধা আমি কেষ্ট।"

আমার রাগ হওয়া দূরে যাক, না হেসে থাক্‌তে পারলেম না।

নারাণ বুঝিলেন আমার বড় মনের মত কথা হয়েছে।

মূর্খের সহিত বাক্‌যুদ্ধ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া আমি উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছি। নারাণ বাবু কহিলেন—"হৃদয় পিঞ্জর খালি করে, প্রাণপাখী কোথায় উড়ে পালাও ?"

আমার বড় বিরক্তিকর বলে বোধ হ'ল—নারাণ বাবুর উপর রাগও হ'ল, আমি কহিলাম—"নারাণ বাবু আপনি না ভদ্রলোক, আপনার এ রকম কথা কেন ?"

নারাণ বাবু নিরুত্তর। আমি উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া, বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া প্রথমে তিলকের সঙ্গে সাক্ষাৎ। আজ কাল তিলোত্তমা প্রায়ই এই বাড়ীতে থাকে। আমাকে দেখিয়াই তিলোত্তমা বিদ্রূপ করে বল্লে—"তাইত, কত লোকের মন রাখবে।"

আজ আমি তিলোত্তমার কথা শুনিয়া কিছু নম্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি তিলক ! আমার কি অপরাধটা দেখলে ?"

"না ভাই! তোমার আর দোষ কি—তুমি সতী সাবিত্রী"—

"ঠাট্টা কেন? কার সঙ্গে আমি কুব্যবহার করেছি?"

"তুমি কেন কত্তে যাবে—বালাই, তুমি যে সতী"—

তিলোত্তমার উপহাস, আমার অসহ্য হইল, আমি সরাগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

ঘরে আসিয়া দেখি আমার ঘরে শৈলবালা। শৈলকে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"শৈল, মেজ কাকী তোমাকে কি জন্য ডেকেছিলেন?"

শৈলবালার মুখে কথা নাই, অবাঙনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া আছেন, আমি পুনরায় কহিলাম—"শৈল উত্তর দাও।"

শৈলবালা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিল—"দিদি! সর্ব্বনাশ উপস্থিত বোধ হয় এতদিন পরে তুমি সকলের বিষ নয়নে পতিত হলে। যে জেঠাইমা, তোমাকে নিজের কন্যাপেক্ষা ভালবাসিতেন, তাঁর মুখ হইতে আজ শুনিলাম, তোমার চরিত্র দূষিত হয়েছে।"

আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মনে যে কিরূপ কষ্ট হল, তাহা বলা যায় না। হৃদয় থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌তে লাগলো, আজ যেন জমীদার প্রাসাদ শূন্যময়। আজ যেন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য নিরানন্দময়। আমি নিরুত্তর, শৈলবালা আমার মুখের দিকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। আমি কহিলাম, "শৈল! আমার অদৃষ্ট অত্যন্ত খারাপ, জীবিত থাকাও আমার অসুখকর।

আমি বস্ত্রাঞ্চলে মুখ রাখিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলাম। ধর্ম্ম মা আজ আমাকে কেন এরূপ কথা বলিলেন—যথার্থই কি আমার চরিত্র দূষিত হয়েছে? কই না—আমার ত জ্ঞানে কিছুই হয়নি।

তবে এরূপ অযথা কথা কেন শুনৃতে পাই। আমার অদৃষ্ট মন্দ, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

আমার ক্রন্দন শুনিয়া শৈলবালা আকুলা। আমাকে শান্তনা করত কহিল—"কাঁদ কেন দিদি! বড় মার মেজাজ আজ কাল ঠিক নেই, কার মুখে কি রকম শুনে থাক্‌বেন, তাতেই এই রকম বলেছেন—কথাটাত যথার্থই মিথ্যা। মিথ্যা কথায় তবে তুমি চখের জল কেন ফেল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—শৈল! ঠিক করে বল—তোমার মা কি আমার কাছে আসতে বারণ করে দিয়েছেন।

শৈলবালা কহিল—"কই—না।" কথার উত্তরে আর জানিতে বাকি রহিল না।

"শৈল! লুকাও কেন? ঠিক বল। আর লুকাবার কোন আবশ্যক করে না।"

আমার কথায় শৈলবালা বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল। আমি জানিলাম, নাজানি কি সর্ব্বনাশই ঘটেছে।

কাঁদিতে কাঁদিতে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে শৈলবালা কহিল—"শৈব দিদি! বলিব কি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম—শৈল আর বলিতে পারিল না আমার ঔৎসুক্য শৈলের প্রতি জড়িত স্বরে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কহিলাম, "শৈল! তুমি অবাধে বল, না বল্লে আমার আরও কষ্ট হবে"।

"দিদি! আমার দোষ নিও না, বোধ হয় আজ হতে, আর তোমার কাছে—বলিতে বলিতে শৈল কাঁদিয়া উঠিল—"শৈব দিদি! আর কে আমাকে বুঝাবে, কে আমাকে বই পড়ে শুনাবে, কে আমাকে সদুপদেশ দিবে"—শৈলবালার চক্ষু অঞ্চলাবৃত।

ইত্যবসরে ধর্ম্মমাও মেজকাকী আসিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মমার বদন মণ্ডল রক্তিমাবর্ণ, দেখিয়া আমার ভয় হল, নাজানি আজ কি কথাই শুনিতে হইবে।”

কাজেও তাই হ'ল। ধর্ম্ম মা বলিলেন—“শৈবলিনি! তোমার ভারি অন্যায় হচ্ছে, যার তার সঙ্গে বাগানে বেড়াতে যাও। মেয়ে মানুষের এসব কি। ছি ছি! তোমার পেটে এত বুদ্ধি। আমরা জানি তুমি বড় শান্ত। আর এদিকে বিয়ের কথা তুললে তুমি সেথান থেকে চলে এস।”

আমিত কিছুই উত্তর দিতে পারিলাম না। কোথেকে এসব কথা উঠলো তাও বুঝতে পারলেম না।

মেজ কাকী কহিলেন—“এক কাজ কর না দিদি। নারাণের সঙ্গে যথন শৈবের এত ভাব, তথন তাহারই সঙ্গে শৈবের বিয়ে দাও না। দীননাথ গোমস্তাত আর আমাদের অঘর নয়।”

ধর্ম্মমা যেন স্বীকৃত হলেন। “আচ্ছা সেই কথাই; ভাল তবে আজ কর্ত্তাকে বলছি।”

শৈলবালা বলিয়া উঠিল—“দিদির বরাতে কি শেষ কালে এই ছিল।”

‘লুকোচুরির চেয়েত ভাল, ভদ্রলোকের বাড়ীতে কেলেঙ্কার করার চেয়েত ভাল।”

ধর্ম্মমা কর্কশ স্বরে কহিলেন।

আমার গায়ে যেন জ্বর এস। ধর্ম্ম মা ও মেজ কাকী ঘর হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া গেলেন। আমি অমনি কান্না আরম্ভ করে দিলাম; শৈলবালা নিকটে ছিল আমাকে শান্তনা করিতে লাগিল। শেষে শৈলও আমার কান্নার সহিত যোগ দিল।

আজ আবার মত্তে ইচ্ছে কচ্ছে, সেই একদিন যে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া বিষম বিপদগ্রস্থ হইয়া মৃত্যু কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ আবার সেই মৃত্যু কল্পনা হৃদয়ে অধিকার করিল। শৈলবালার দুঃখ—আমার সহিত কথা কহিতে পাইবে না—আমার কাছে আর আসিতে পাইবে না। আজ দুজনে বোধ হয়, শেষ কথা বার্ত্তা কহিয়া লইতেছি। ক্ষণেক পরে মেজ কাকীর পরিচারিকা আসিয়া হুকুম জানাইল—"মা ডাক্‌ছে।" শৈলবালা ঘর হইতে চলিয়া গেলে আমি একাকিনী, অশ্রুনীরে বস্ত্রাঞ্চল সিক্ত করিতে লাগিলাম। আজ আমি কিছু আহার করিলাম না, কেহ আর বড় একটা জিজ্ঞাসাও করিল না।

# বিংশ বিম্ব।

## মেজবাবু—গুপ্তগৃহে।

পিসিমা বড় বাবুর নিকট গিয়াছেন; আমি একাকিনী শয্যায় শয়ন করিয়া কাঁদিতেছি, এমন সময় আমার জানালার পার্শ্ব দিয়া হাঁসতে হাঁস্‌তে কয়েক জন লোক চলে গেল, আমি ভাবিলাম এ আবার কি! যাইতে যাইতে এক জন বলিল—"কালিবাবু! কতদুর আর যেতে হ'বে। গোলমালত হবে না?" কণ্ঠস্বর অতি ধীর ও ভয় জড়িত।

"দুর পাগল এই বুঝি তোর সাহস, আজ বুঝি কিছুই খাওনি, তা নইলে এমন কথা।" মেজবাবু উত্তর করিলেন।

আমার ভারি সন্দেহ হ'ল। মেজবাবুর সঙ্গে এরা কারা?

অপর এক জন জিজ্ঞাসা করিল—"সে ঘরেত কেউ যাবে না।'

"আ মলো—এসব কথা না আগে বলেছি। সেই ঘরে রাত দিন চাবি থাকে, আমার দরকারের সময় রাত্রে খোলা হয়।"

সকলের অমনি সমস্বরে—"হাঃ হাঃ হাঃ" রবে উচ্চহাস্য। আমি বুঝিলাম আজ একটা না একটা কাণ্ড হবেই। প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, দেখতে হচ্ছে। সকলে যথাভিমুখে প্রস্থান করিল।

প্রায় সার্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইয়াছে, আমি উক্ত ব্যক্তিদিগের কথা ও হাস্যের বিষয় মনে মনে আলোচনা করিতেছি। এসব লোক কারা—মেজ বাবুর সঙ্গে এবাটীতে কেন? যদিই বা এ'ল রাত্রে কেন? এই সব প্রশ্ন সমভাবে আমার হৃদয়ে উদয় হ'ল। আমি ধীর পদে ঘর হইতে বাহির হ'লাম। কোথায় যাব? শুনেছি—মেজবাবুর গুপ্ত গৃহে। অমনি উক্ত ঘরের দিকে চলিলাম। এই ঘরেই চন্দ্রশেখর ও সেজ কাকীর গুপ্ত প্রণয়ের কথা শুনিয়াছিলাম, ঘরের কথা স্মরণ করিয়া প্রাণ চমকিয়া উঠিল। সেই রাত্রেই চন্দ্রশেখর খুন হয়—না জানি আবার কিছু হয়—বড় ভয় হ'ল। দুর্ব্বল মন অলক্ষণকেই কেবল স্মরণ করে। আমি পূর্ব্বের ন্যায় একটী গবাক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ঘরের ভিতর চাহিয়া দেখি—ঘরটী ভুঁড়ি মানুষেতে বোঝাই। যে দিকে চাই সেই দিকেই ভুঁড়ি। সম্মুখে ভুঁড়ি, ডাইনে ভুঁড়ি, বামে ভুঁড়ি, নিচের দিকের চাই, সেখানেও তাই,—ঘরেতে কেবল ভুঁড়ির অভিনয়। প্রথমে আমার এই আলোচ্য এত ভুঁড়ি কোথেকে এ'ল। ঈশ্বর সকলকেই কি এক উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন? কি আশ্চর্য্য! গুণিলাম সংখ্যায় দশ জন। সকলেই ভুঁড়ি বিশিষ্ট। গায়ের জামা, চাদর ইত্যাদি খুলিয়া

রাখাতে ভুঁড়ি গুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কাহার ভুঁড়িটী নিটোল ঠিক যেন বিলাতি কুমড়া। কাহার আবার নেওয়া পাতি ডাবের ন্যায়, সুতরাং কিছু মানন সই। আবার কাহার জয়ডাকের ন্যায় বড়, বোধ হয় বাদ্যেও তদ্রূপ। তুম্বী, হাণ্ডি, সরা, মালসা, ইত্যাদির ত অভাব নাই,রকম রকম রঙ বিরঙের—দেখতেই এক অপূর্ব্ব শোভা। সকলেই আড় হইয়া তাকিয়ায় ঠেসান মারিয়া শুইয়া আছেন! কাহার মুখে কোন কথা নাই। ইতি মধ্যে দরজা খুলিয়া জনৈক ভুঁড়ি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করাতেই চিনিলাম—এ ভুঁড়ি মেজ বাবুর। মেজ বাবু আসিবা মাত্র সকলে উঠিয়া বসিলেন। তিনি কহিলেন—"কই সরঞ্জাম কোথায়?" একজন কহিলেন—"সব আছে" বলিয়া একে একে একটী সিন্দুকের ভিতর হইতে কতকগুলা বোতল বাহির করিলেন, আমি দেখিলাম—সুরার সরঞ্জাম। এই রকম গুটী-চেরেক বোতল দিয়া সিন্দুক পুনরায় স্বভাব ধারণ করিল। আর এক ব্যক্তি অপর একটী সিন্দুক হইতে, চারিটী কাচনির্ম্মিত গ্লাস বাহির করিলেন। বোতলের মুখ খুলিয়া যে যার ইচ্ছা-মত সুরাপান করিলেন। অনতি বিলম্বে সকলেই সুরাপানে ঘোর উন্মত্ত।

সুরাপানে লাউ, কুমড়া মেজের উপর গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, গলাবাজি করিতে চেষ্টা করিতে যান, অমনি মেজ বাবু মুখে হাত চাপা দিয়া বারণ করেন। আমি দেখিলাম এ মন্দ ব্যাপার নয়।

এক জন চাকর আসিয়া কতকগুলি খাদ্য সামগ্রী রাখিয়া গেল। এক জন টানিয়া খাইতে যাইতেছেন অমনি এক জন

বলিয়া উঠিল,—"ও রকম খাওয়াতে আমোদ নেই, কালিদা তোমার সচ্চুকে আন, আমরা সার দিয়া বলি।"

মেজ বাবু নেশায় বিভোর হইয়াছেন, কোন উত্তর দিলেন না। এক জন লম্বোদর বাবু, মেজ বাবুর হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইলেন, মেজ বাবু ঠিক তদ্রূপ। এক জন মেজ বাবুর কানে কানে কি বলিলেন—শুনিয়া মেজ বাবু সিংহনাদে লাফিয়া উঠিলেন—বোধ হয় বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা। গম্ভীর হুঙ্কার ছাড়িয়া, মেজ বাবু আরম্ভ করিলেন—

প্রিয় বন্ধুগণ! আজ আমার প্রাণে যে কি আহ্লাদ, তা আমিই বল্‌তে পারিনি, আমার ঘর, দ্বার, মেজে পবিত্তির হয়ে গেছে, আপনাদের পদ স্পর্শে—এখন আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়—দাস যোড় হস্তে দণ্ডায়মান।

বলিতে বলিতে মেজ বাবু গললগ্নকৃতবাস হইয়া জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে, মিটি মিটি নয়নে, বন্ধুগণের নিকট আদেশ প্রার্থনায় বসিলেন। আমার হাসি পাইল—মাতালের কাণ্ডই এক স্বতন্ত্র। আমি মাতলামি কথনও দেখেনি আজ প্রাণভরে দেখছি। সমস্বরে আদেশ হইল—"আমাদের পরিবেশনার্থে আপনার প্রাণ-প্রিয়তমা, জীবনের সহচরি, চাকচিক্যময়ী, নয়নের আনন্দ বর্দ্ধন-কারিণীকে আনিতে হইতেছে।"

একজন উন্মত্ত কহিলেন—"কি বলিলে আনন্দ-বর্দ্ধন-কারিণী?'

ঘাড় মুখ নাড়িয়া অমনি মেজ বাবু বলিলেন—"তার সঙ্গে অমনি দর্শনী।"

সমস্বরে উত্তর হইল—একশবার চাই, একশবার চাই।

মেজ বাবু বলিলেন—তবে আমি মন্দর পর্ব্বত আনিতে চলি-

লাম—মন্দর পর্ব্বত আনয়ন করিয়া, সুরাসাগরে নিক্ষেপন পূর্ব্বক বন্ধুগণ সাহায্যে মন্থন করিয়া অমৃত লাভ করিব। মেজ বাবু কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইতে চলিয়াছেন, এমন সময় এক জন মেজ বাবুর কোঁচার কাপড় ধরিল। আমি সেথানে অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। আসুন পাঠক, একবার সেজকাকীর ঘরটা দেখে আসি।

মেজ বাবুর কাপড় ধরিল আমিও গবাক্ষপথ পরিত্যাগ করিয়া একেবারে সেজকাকীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি সেজকাকীর ঘরের পার্শ্বেই সিঁড়ি। আমি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া ঘরের পাশে এসেছি, এমন সময়ে কে বলিয়া উঠিল—"টাকা টাকা"। ঘোর অন্ধকার, প্রকৃতির ভীষণ ভাব দেখিয়া জনপ্রাণী কাহারও কোন সাড়া নাই, এমন গভীর নিশায় প্রমোদকিশোর বাবু উক্ত প্রকোষ্ঠ হইতে কে "টাকা টাকা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

এত রাত্রে কাহার টাকার প্রয়োজন? হবে নাই বা কেন, আমি কি মূর্খা—স্বার্থময়ী পৃথিবীতে টাকার আবার কার প্রয়োজন, জিজ্ঞাসা করিতেছি। জগতে এমন লোক অতি বিরল যে টাকার বশীভূত নয়। এই টাকার জন্য সে দিন বাবুর বাড়ী মস্ত ডাকাতি হয়ে গেল, এই টাকার জন্য আত্মীয় স্বজন কে কোন জায়গায় পড়ে আছে তার স্থির নাই। সামান্য এই অর্থের জন্য মুসলমান রাজাদিগের বংশাবলিতে কি ভয়ানক লোমহর্ষন ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে—পুত্র পিতাকে হত্যা করিয়াছে—পিতা পুত্রকে হত্যা করিয়া নিজের কণ্টক দূর করিয়াছেন। আজ যে তোমার হৃদয়ের বন্ধু, এমন কি জন্মেও তাহার সঙ্গে কথন বিচ্ছেদ

হইবে না—যাহার সহিত ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া বন্ধুতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছ—তোমার নিকট সে ব্যক্তি যদি কোন স্বার্থের সুবিধা পায়, তাহা হইলে অসঙ্কুচিত হৃদয়ে, অম্লান বদনে, হাসিতে হাসিতে অদ্ভূত প্রবঞ্চনা দ্বারা তোমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবে—তুমি জান আমার হৃদয়ের বন্ধু। কিন্তু যথার্থ পক্ষে তুমি ঠকিলে এবং সেই ক্ষণ হইতে শিখিবে, অর্থই যত নষ্টের মূল। যদি অর্থ থাকে ত জানিবে, তোমার সব আছে, অর্থ না থাকিলে তাহাকে লক্ষ্মীছাড়া কহে, অতএব লক্ষ্মীছাড়ার ভদ্রস্ত নাই! তবে টাকার প্রয়োজন নাই, এ কথা বলা মুর্খের পরিচয় দেওয়া মাত্র। কি কথায় কি কথা পড়িল পাঠক মহাশয় অন্তরে বড় বিরক্ত হইয়াছেন, কিন্তু না বলিলে চলে না।

অনেকে বলেন মন নারায়ণ, সুতরাং অন্তর্যামী। এক মনে এক বিষয় চিন্তা করিলে বোধ হয় সে বিষয়ের ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায়। এই রাত্রে সৌদামিনী ওরফে সেজকাকীর ঘরে, "টাকা টাকা" শব্দ শুনে আমার মনে বড় সন্দেহ উপস্থিত হ'ল। মন যেন কিছু কিছু বুঝিলেন—ভিতরে কিছু আছে। সিঁড়ি হইতে সেজকাকীর ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিবার কোন সুবিধা নাই। উপায় খুঁজিতে লাগিলাম, কিন্তু এদিকে বিলম্বেও ঔৎসুক্য বাড়িতে লাগিল—মনে প্রতিধ্বনিত হইতেছে "টাকা টাকা"।

দুই তিন ঘর পার হয়ে, ছাদের উপর আসিলাম। সেই খানকার বাতায়ন মুক্ত, সুতরাং আমাকে আর বেশী কষ্ট স্বীকার করিতে হইল না। মুক্ত বাতায়নে দেখিলাম—পালঙ্কোপরি সুসজ্জিতা সৌদামিনী, তাঁহার সম্মুখে একটী কেদারায় জনৈক পুরুষ বিরাজিত। মনে করিলাম মেজ বাবু—কিন্তু আবার সন্দেহ

হ'ল—মেজ বাবুকে ত আসিতে দেখি নাই, বোধ হয় আমাকে দুই তিন ঘর বেড় করিয়া আসাতে, বিলম্ব হইয়া থাকিবে, সেই অবসরে মেজ বাবু হয়ত ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন। কৌতূহল নিবারণার্থে আমি আরও অগ্রসর হইয়া চলিলাম— কৌতূহলের বিষয় আর কি হইতে পারে, কেদারায়—নারাণ বাবু। আমার আর বিস্ময়ের সীমা নাই, পাঠক মহাশয় কি বিবেচনা করেন। বানরের গলায় চন্দ্রহার, শূকরের পদতলে গজমুক্তা, বায়সের মুখে ক্ষীর ননী, দেখে যে প্রাণের ভিতর কি রকম করে। হাজার অপবিত্র হউক, তাই বলে নারাণ বাবুর স্পর্শনীয় হতে পারে না—কি বলেন পাঠক মহাশয়, আপনাদের রচয়িত্রী বড় মুখরা, কি করিবেন বলুন—নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

নারাণবাবুর সেই বেশ—গলায় শিকলী, এখন দেখ্‌তে হয়েছে ঠিক যেন রুপীর গলাবন্ধ। বাবু মহাশয় কেদারায় ঠেশ মারিয়া আছেন, সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন হাজার টাকা পারবে, তবে একবার বেয়ে চেয়ে দেখি।"

নারাণ বাবুর মুখ বিষণ্ণ, যেন হাজার টাকার নাম শুনিয়া দমিয়া গেলেন। বিষণ্ণ বদনে কহিলেন—"পাঁচশ টাকা পারি তাতে তোমারি জিৎ হউক আর আমারি হার হোক।"

কথা বার্ত্তা চল্‌ছে এমন সময়ে সিঁড়িতে পদ শব্দ হ'ল। সৌদামিনী বলিলেন—কে আস্‌ছে তুমি ঘর থেকে এই বেলা পালিয়ে যাও।" নারাণ বাবু আর তিল মাত্র বিলম্ব না করিয়া তিন লাফে ঘরের চৌকাট পার হয়ে নামের সার্থকতা করিলেন, আর একটু হলে বোধ হয় আমারি মাথায় পা তুলে দিয়েন।

মেজ বাবু আসিয়া সৌদামিনীর ঘরে প্রবেশ করিলেন, মেজ বাবুর অবস্থা আজ বড় ভাল নয়। পা টল টল করিতেছে, মন ঢল ঢল করিতেছে, অবশ হইয়া সৌদামিনীর পার্শ্বে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

সেজকাকী কহিলেন—"কতদূর হ'ল।

শয়নাবস্থায়ই মেজ বাবু কহিলেন—"আপনার শুভাগমনং হলেই হয়।"

"তবে আর দেরী কেন?"

ওমা! এযে সকলের উপর টেক্কা। আমি মনে করেছিলাম সুরা আসরে আজ সৌদামিনীর হাতে খড়ি হইবে, তাই দেখ্‌বার জন্য আমার ভারি আহ্লাদ, কিন্তু দেখিলাম সে হাতে খড়ির পরিবর্ত্তে কড়া পড়িয়া গিয়াছে।

মেজ বাবু বলিলেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য সত্যই কি নারাণের সঙ্গে শৈবলিনীর বিবাহ হবে?"

সৌদা। বড় বাবুর এক রকম মত হয়েছে। বড় বাবুর ইচ্ছা ছিল শৈবকে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পাত্রে দান করেন, কিন্তু শৈবের চরিত্র দূষিত দেখে নারাণের সঙ্গেই মনস্থ করেছেন।

মেজ। আমি দাদাকে একবার বলে দেখবো, এটা যেন না হয়। আহা! অমন সুন্দরী কি শেষ কালে বানরের উপভোগ্যা হইবে।

মেজ বাবু সৌদামিনীর হাত ধরিয়া উঠিলেন। দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া বাহিরে আসিলেন—ক্রমে সিঁড়ির কাছে, ক্রমে অতিক্রম করিতেছেন যেন চরণ আর চলে না, আমি ধীর পদে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছি।

গুপ্ত গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র সকলে আনন্দে এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ করিয়া উঠিল। পাঠক মহাশয় এ কুরুচিপূর্ণ অভিনয় আর দেখিবার আবশ্যক করে না, চলুন পরিত্যাগ করে পালাই।

## একবিংশ বিম্ব।

### বিবাহ প্রস্তাব।

শয়ন ঘরের দিকে আসিয়া দেখিলাম, দ্বার রুদ্ধ। মনে যে কত খানি ভয় হ'ল তাহা পাঠক মহাশয়ই সহজে অনুমান করিতে পারেন। নিঃসন্দেহ পিসি মা আসিয়াছেন, না জানি আমার অদৃষ্টেআজ কি আছে। সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে—দ্বারটী একটু ঠেলিয়া দেখি খোলা—ভেজান। তবু কতকটা সুবিধা বলে বোধ হ'ল। রহস্য দেখতে কোন দিক দিয়ে যে এত রাত হয়ে পড়েছে,তাহা মনে নাই। ঘরের ভিতর অতি ধীরপদে প্রবেশ করিলাম—গায়ের ভিতর ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। একে আমি অবিশ্বাসিনী, তাহার উপর রাত্রে ঘরে থাকিনা, না জানি আমার অদৃষ্টে কি দুর্ঘটনা ঘটিবে। আস্তে আস্তে গিয়ে বিছানায় শয়ন করিলাম, চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূতা হইলাম।

রাত্র প্রভাত হইল, পিসিমা উঠিয়া সর্ব্বপ্রথমে আমাকে ডাকিয়া তুলিলেন। পিসিমা আমাকে একদিনও জাগান না, আজ কেন এরূপ করিলেন, অমনি পূর্ব্ব রাত্রের কথা স্মরণ হইল, সেই সঙ্গে বুক দুর দুর করিয়া উঠিল। পিসি মা বলিলেন—"শৈব। দিন দিন এমন হচ্ছ কেন?

আমি বলিলাম—"কি [illegible] পিসিমা ?"

পিসি। ছি! ছি! আবার কথার উত্তর কর। কাহাকেও ভয় ডর কর না—যার তার সঙ্গে হাসি খুসির কথা, মেয়ে মানুষের এসব কি, ছি! ছি! ছি! কি ঘেন্নার কথা—ওমা আমি যাব কোথা।

আমি নিরুত্তর। অবনত মুখে পিসিমার পদ পানে চাহিয়া রহিলাম।

পিসি। কাল রাত্রে কোথায় গিছলে? দিনের বেলায় যাহা ইচ্ছা কর, রাত্রে আবার কোথায় যাও। ওমা! কি ঘেন্নার কথা গো, আমাদের এত ভরসা হয় না। রাত্রিতে এক পা যেতে আমাদের বুকের ভিতর কেমন করে, তুমি সমত্ত মেয়ে কোথায় যাও বল দেখি।

যাহা ভাবিয়াছিলাম তাই। ভাবী দুর্ঘটনা নিঃসন্দেহ মন জানিতে পারে। আমি দোষী কি নির্দ্দোষী তাহা পাঠক মহাশয় বিবেচনা করিয়া লউন।

পিসিমাতা আমাকে নিরুত্তরা দেখিয়া, কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া গেলেন। সকলের নিকট আমার রাত্রে ঘরে অনুপস্থিতির কথা কহিতে পিসিমার বড় বিলম্ব হইল না। কিছুক্ষণ পরে বাড়ীতে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়া গেল, কেহ বলিতেছেন—ওমা! এমন মেয়েত কথন দেখেনি গা। কেহ বলিতেছেন—রাতে বিছানা থেকে উঠে যায়! এত সামান্য মেয়ে নয়। কত লোকে কত কি বলাবলি করিতেছেন আমি নিজ ঘরে থাকিয়া, চুপটী করিয়া শুনিতেছি।

সকলের আহারাদি হইবার পর, স্বরস্বতী আজ আমার ঘরে

দেখা দিল। স্বরস্বতী এত দিন আমার কাছে আসে নাই, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, উত্তর দিল, আমি সদা সর্ব্বদা সতীশের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কই, প্রায়ই সতীশের নিকট থাকি, সেই জন্য সে আসিতে চায় না, আমি ভাবিলাম এ এক মন্দ তামাসা নয়।

স্বরস্বতী আমাকে অতি মৃদু স্বরে কহিল—"দিদি ঠাক্‌রুণ! একটা কথা বল্‌বো রাগ করবে না।"

আমি কহিলাম সচ্ছন্দে বল। আমার আবার রাগ কি, আর রাগ করেই বা কার কি করিব—তুমি নির্ভরসায় বল।

স্বরস্বতী তখন আমার কাছে কিছু ঘেঁসিয়া, আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া অতি ধীর স্বরে কহিল—"আজ তোমাকে দেখ্‌তে আস্‌বে?"

আমি কহিলাম, কে দেখ্‌তে আস্‌বে স্বরী?

"জাননা কি—দীননাথ বাবু, নারাণচাঁদের পিতাঠাকুর।"

আমি স্তম্ভিত, স্বরস্বতীর কথায় কোন উত্তর দিলাম না। আকাশ পাতাল ভাবনা—এ বিবাহের আমার প্রয়োজন কি? স্বরস্বতী আমাকে নিরুত্তরা দেখিয়া কহিল—"চুপ করে রইলে যে? বিয়ের কথা শুনে লোকে কত আহ্লাদ করে, তোমার এ রকম হল কেন?"

আমি সরাগে কহিলাম—"আমার এ বিবাহে প্রয়োজন নাই।"

"ওমা বিয়েতে দরকার নেই? বাবু যে তোমার জন্য সৎপাত্র স্থির করেছেন। দীননাথ বাবুর বিস্তর টাকা, আর নারাণ তাঁর একমাত্র পুত্র, এত বড় লোকের ঘরে যাচ্ছ তবুও তোমার মন উঠছে না? মাঠাক্‌রুণ মুখে শুনিলাম, নারাণ বাবুর সঙ্গে নাকি

তোমার প্রণয় হয়েছে। তা যদি হয়, তবে এর বাড়া আর কি সুখ আছে বল।”

স্বরস্বতীর কথায় আমি কোন উত্তর দিলাম না। নারাণ বাবুর সঙ্গে আমার কথা বার্ত্তা হইতে “প্রণয়” পর্য্যন্ত আসিয়াছে। কাহাকে দোষ দিব, আমার অদৃষ্ট মন্দ না হ'লে কি আর এ রকম হয়। অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

আমরা এই প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতেছি এমন সময় ধর্ম্মমা একখানি বেনারেসি কাপড় ও কতকগুলি অলঙ্কার লইয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। আসিবামাত্র আমাকে কহিলেন—“শৈবলিনি। তোমাকে আজ দেখতে এসেছে, এই কাপড় খানা পর,” বলিয়া আমার হাতে কাপড় খানি গুঁজিয়া দিলেন, আমি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহা দেখিয়া ধর্ম্ম জননী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—“এখন ন্যাক্‌রা রাখ, যা বলছি তাই কর, আমি কি তোমার অনিষ্ট করিব ?”

আমি কোন উচ্চ বাচ্য না কহিয়া তাঁহার কথিত মত কাপড় খানি পরিধান করিলাম। ধর্ম্ম জননী এক এক করিয়া আমাকে এক গা গহনা পরাইয়া দিলেন। আমি স্বরস্বতীর সঙ্গে বড় বাবুর বৈঠকখানায় দেখা দিলাম।

বৈঠকখানায় বড় বাবু ও অপর একটী সুন্দর প্রৌঢ় পুরুষ বসিয়া আছেন, এতদ্ব্যতীত আর কেহই নাই। আমি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলে, বড় বাবু কহিলেন—“এই মেয়েটী।”

উক্ত পুরুষটী কহিলেন—“দিব্যি মেয়ে—এস মা এস” বলিয়া বসিতে বলিলেন। আমি ভাবিলাম এই কি নারাণ বাবুর পিতা? পিতা দেখিয়া নারাণ বাবু যে ইহার পুত্র তাহা কোন ক্রমে সম্ভবে

না। আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। বড় বাবুর সঙ্গে দুই এক কথার পর, আমার হাতে পঞ্চাশটী টাকা দিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের ২৪ তারিখে আমার ও নারাণ বাবুর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইবে, কথা বার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। উপস্থিত মাসের নাম কার্ত্তিক, এখনও এক মাস বাকি।

# দ্বাবিংশ বিম্ব।

## ধাত্রেয়িকা।

আমার বিবাহের একপ্রকার পাকা বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের ২৪শে তারিখে নারাণ বাবুর সহিত আমার শুভ পরিণয় কার্য্য সমাধা হইবে। ইহার জন্য বাটীর সকলেই উৎসাহিত, আমি অনাথিনী—ভিখারিণী হইতে চলিয়াছিলাম, এক জন সম্ভ্রান্ত বর্দ্ধিষ্ঠ ব্যক্তির করুণ নয়নে পতিত হইয়াছি, আমার আর ভাবনা কিসের? যথার্থ পক্ষে ধর্ম্মজননী ও বড় বাবু এই বিবাহ বন্ধনে বিশেষ যত্ন করিতেছেন, আমাকে আর কষ্ট পাইতে না হয়, ইহাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বড় বাবুর আগ্রহে বাটীর স্ত্রী পুরুষ সকলই আগ্রহান্বিত, অতএব ইহাতে আমার অসুখী হওয়া কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

আজ কাল বাটীতে আমার বিশেষ যত্ন। ধর্ম্মমা আমার পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, ইহা কি আমার কম সৌভাগ্যের কথা। মনে করিয়াছিলাম, বোধ হয়, চিরকাল এইরূপ গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু বিবাহ প্রস্তাবের পর দিন হইতে তাহার

সম্পূর্ণ বিপরীত ফল লক্ষিত হইল। তিলোত্তমার এখন আর সে ভাব নাই, আমার সহিত এক্ষণে সাদর সম্ভাষণ করিয়া থাকে। আমি কিসে সুখী হইব, এই চিন্তা এখন তিলোত্তমার কার্য্যকলাপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। কথায় কথায় এক দিন আমি তিলোত্তমাকে কহিলাম—

"তিলক। তোমারই প্রতিজ্ঞা বজায় রহিল"।

তিলোত্তমা ঈষৎ মধুর হাসি হাসিয়া আমাকে প্রবোধ ছলে কহিল—

"সে সব বিষয় চিন্তা করে কেন মনে কষ্ট পাও ভাই!"

তিলোত্তমার বোধ হয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, নচেৎ যে জন আমার সহিত উপহাস ভিন্ন কথা কহিত না, তাহার আজ ঈদৃশ সরল ব্যবহার! যাহা হউক তিলোত্তমার স্বভাবের আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া কথঞ্চিৎ আনন্দলাভ করিলাম, এই রূপ কি চিরকাল থাকিবে?

বিবাহোপলক্ষে প্রমোদকিশোর প্রাসাদ আনন্দপূর্ণ। সকলেরই মন প্রফুল্লিত। আমারও কি এই রূপ? আমার ন্যায় অনাথিনীর ইহাপেক্ষা আর অধিক কি সুখকর হইতে পারে? পাঠক মহাশয় বিচার করিয়া দেখুন।

এই স্থলে আমার পরিচয় কিছু পাইতে পারেন। ধর্ম্মমা আর আমাকে ছাড়িলেন না, পরিচয় লইয়া তবে অন্য কাজ। এইবার জিজ্ঞাসা করাতে, আমি আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলাম না।

পিতার মুখে শুনিয়াছি চট্টগ্রাম আমার জন্মভূমি। সূতিকাগারে আমার মাতার মৃত্যু হয়। আমাকে লালন পালন করিবার নিমিত্ত, পিতা পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন, বলা বাহুল্য বিমাতার

যত্ন ও পরিশ্রম গুণে আমি লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইলাম, এবং আশৈশব তাঁহাকেই নিজ জননী বলিয়া জানি, বিমাতা বলিয়া একবার মনে হয় না। শুনিয়াছি আমার গর্ভধারিণীর মৃত্যুতে পিতা এক প্রকার বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, অধিকাংশ সময় দেবার্চ্চনায় অতিবাহিত হইত, সংসার প্রতি ভ্রমেও একবারও দৃষ্টিপাত করিতেন না। কতগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সুপরামর্শে, পিতা মহাশয় পুনরায় সংসারী হন। সংসারী হইয়াও সংসারের প্রতি ততোধিক যত্ন ছিল না, কেবল আমারই জন্য সংসারী হওয়া। প্রতিবেশীদিগের পীড়াপীড়িতে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়েন, বিমাতার উপর আমার লালন পালনের ভার দিয়া, তিনি নিজ নৈত্যিক দেবোপাসনায় মন দিলেন। আমার বয়ঃবৃদ্ধি সহকারে, পিতারও স্নেহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, দেবপূজার ক্রমিক শিথিল পড়িল, আমাকে কিসে সন্তুষ্ট রাখিবেন, পিতার এই এক অনির্ব্বচনীয় ভাব হৃদয়ে উদয় হইল।

এই অবধি থাক, পরে সমুদায় জানিতে পারিবেন, আমার পিতার নাম ধীরানন্দ গোস্বামী—নিবাস পূর্ব্বে কোথায় ছিল, জানি না, এক্ষণে চট্টগ্রামে। পিতার মুখে শুনিয়াছিলাম, চট্টগ্রাম আমাদের আদিম বাসস্থান নহে। আমার জন্ম হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি উক্ত গ্রামে বসতি করেন। এই আমার এক প্রকার পরিচয় জানিবেন। পিত্রালয় পরিত্যাগের কারণ কি তাহা এক প্রকার বলা হয়েছে।

আমার পরিচয় পাইয়া ধর্ম্মমার আর আহ্লাদ ধরে না। তিনি কহিলেন—"এই কথা, এত দিন বল্লেই হতো, তা বলনি এক রকম ভালই করেছ। আমার মেজ দেওরের সঙ্গে তোমার

বাপের বড় ভাব, আমাদের বাটীতে আগে আগে প্রায় আসিতেন। মেজ দেওর যদি জান্তে পারে—তুমি গোস্বামীর মেয়ে তাহা হলে তোমার ঘাড় ধরে তোমার বাপের বাড়ীতে রেখে আসে।”

আমি কহিলাম “মা! তুমি মেজ কাকাকে এসব কথা বল না। যা বল্‌তে হয় বড় বাবুকে বলো, তাঁকেও মানা করে দিবেন, যেন আমার বিবাহের পূর্ব্বে এসব কথা ব্যক্ত না হয়, বোধ হয় আমার বিবাহ হয়ে গেলে আর কোন ভয় নাই।”

ধর্ম্মমা সাদরে আমার কপোলদেশে একটী চুম্বন করিয়া কহিলেন—“মা! তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, তোর বাপ জান্তে পাল্লেও আমি তোকে যেতে দিব না।”

আমি কহিলাম—“মা! তোমার পায়ে পড়ি একথা কাহাকেও বলিও না, বিশেষতঃ মেজ কাকা যেন জান্তে না পারেন, আমাকে যেন আর বাপের কাছে যেতে না হয়।” কথা শেষ না হইতে হইতে আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। ধর্ম্ম জননী বুঝিলেন আমি পিত্রালয়ে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকি, আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন—“কেঁদ না মা! ছি! কাঁদ্‌তে আছে কি আমি কখন কাহাকেও এ কথা বলিব না, তুই কাঁদিস না মা।”

ধর্ম্মমার স্নেহ বিজড়িত সুমধুর কথায় আমি আশ্বস্ত হইলাম। যাহা বলুন, স্ত্রীলোকের অশ্রু অপেক্ষা কিছুই বলবান নাই। কলহে, যিনি কাঁদিয়া ফেলিবেন তাঁহারই জিত অনিবার্য্য, সুতরাং আমার অশ্রু জলে যে ধর্ম্ম জননী বিগলিত হইবেন তার আর আশ্চর্য্য কি। যাহা হউক, আজ ধর্ম্মমা আমার ব্যথায় ব্যথিতা হইলেন; যাহা কখন স্বপ্নেও একবার ভাবি নাই। আমাকে আশ্বাস দিয়া ধর্ম্ম জননী প্রস্থান করিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর। শীত-মার্ত্তণ্ড—ময়ুখ-মালা, প্রমোদ-প্রাসাদকে যেন প্রশস্ত কর বিস্তার করিয়া, সহাস্য আস্যে আলিঙ্গন করিতেছে। হর্ম্ম্য-শিখরে, তরণির বীভৎস অভিনয়—কাহারও লক্ষ্য নাই—যেন শৌধ-প্রান্তে সূর্য্য-রশ্মি, কম্পান্বিত কলেবরে বিরাজ করিতেছে, দেখিলে নয়ন ঝলসিয়া যায়। অনবরত অবহা-ঈক্ষণে দেখিতে গেলে, নয়নে নীল, পীত, রক্তবর্ণের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, চক্ষু হারাইবার ভয় হয়, সুতরাং বীভৎস ভিন্ন আর কি হইতে পারে। এমন সময় বাড়ীতে,—"ধাই মা এসেছে" বলে একটা গোল উঠিল। আমি নিজ কক্ষে বসিয়াছিলাম, ধাইমা কথা শুনিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি—জনৈকা প্রাচীনাকে, শৈলবালা ও মেজ বাবুর অন্যান্য পুত্রগণ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে, আমি বুঝিলাম এই প্রাচীনাই বুঝি—ধাত্রী।

বাটীর স্ত্রী পুরুষ যে যেথানে ছিলেন, ধাইমার নিকট আসিয়া উপস্থিত, কেবল বড় বাবু আসিলেন না। মেজ বাবু, ছোট বাবু আজ দুই দিন হইল বাটীতে আসিয়াছেন, তাঁহারাও ধাইমার কাছে আসিলেন। ধাত্রী প্রথমতঃ বাটীর কুশল জিজ্ঞাসা করাতে দেবনাথ, মোহিনী ও সুরেন্দ্র হরণের বিষয় বিবৃত হইল। বৃদ্ধা চীৎকার স্বরে কাঁদিতে লাগিল—বাটীর সকলে সেই সুরে, যোগদান করিলেন, অল্পক্ষণ মধ্যে প্রমোদকিশোর প্রাসাদ ক্রন্দন কলোরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

এই রূপ ক্রন্দনে প্রায় সার্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইল, মেজ বাবু ধাত্রীকে শান্তনা করিতে যত্নবান, ধাত্রীও শান্ত হইল। আমি নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি আমার শয়ন কক্ষের পার্শ্বে একটী ঘর আছে, যে ঘরের পর ঘরে স্বরস্বতীর

শয়ন কক্ষ। আমি বসিয়া আছি, দেখিলাম উক্ত ঘরে ধাত্রী ও মেজ বাবু প্রবেশ করিলেন। মেজ বাবু আসিয়া আমার ঘরের দিকের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। বাতায়ন বদ্ধ শব্দে আমার চক্ষু সেই দিকে ফিরিল, অমনি চকিতের ন্যায় কি মনে হ'ল, আমি সেই জানালার দিকে কাণ খাড়া করিয়া রহিলাম।

ধাত্রী মেজ বাবুকে কহিল—"আর কখন কি দেখ্‌তে গিয়েছিলে?"

মেজ বাবু বলিলেন—"প্রায় মাস তিনেক হ'ল, একবার গিয়াছিলাম, কিন্তু দেখে বড় আশ্চর্য্য বোধ হ'ল। শুনিলাম—ব্রাহ্মণ নাকি তীর্থ পর্য্যটনে গিয়াছে।"

সসব্যস্তে ধাত্রী কহিল—"আর সে কোথায় গেল, সেও কি বাপের সঙ্গে গিয়াছে নাকি?"

মেজ বাবু। বোধ হয়। কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীরা বলে, মেয়েটীকে তার বাপ কোথায় বিয়ে দিয়েছে, সেই পর্য্যন্ত আর আনে না।

ধাত্রী। আহা! আমার একবার দেখতে ইচ্ছা করে। কুড়ুনো মেয়ে, অনেক কষ্টে মানুষ করেছি, দেখতে ইচ্ছা করে না গা?

উভয়েই কিয়ৎকাল নীরব। কিছুক্ষণ পরে ধাত্রী অতিশয় বিস্ময়-সহকারে বলিল—"এ বাটীতে আর একটী মেয়েকে দেখ্‌লাম না?'

মেজ। কার কথা বলিতেছ—শৈবলিনীর?"

ধাত্রী। নাম টাম জানি না। সরস্বতীর কাছে যে সুন্দর মেয়েটী দাঁড়িয়েছিল। সেই যে—কোঁকড়ান কোঁকড়ান চুল।

মেজ। হাঁ তাঁহারই নাম শৈবলিনী। বড় বৌঠাকুরুণের বাপের বাড়ীর কোন গরিবের মেয়ে। বড় বউ এই খানে এনেছেন, আহা, মেয়েটী বড় গরিব।

ধাত্রী। কালি! মেয়েটীকে দেখে আমার মনের ভিতর কেমন কেমন কচ্ছে।

মেজবাবু ধাত্রীর কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, আমি তাহার বিন্দুমাত্র মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।

হাস্যের সহিত মেজ বাবু কহিলেন—"সেই মনে কর নাকি?"

ধাত্রী। তা' মিথ্যাও না হতে পারে, আমার কথা অগ্রাহ্য করো না, বরঞ্চ পিটের সেই দাগটা মিলিয়ে নিও।

মেজ। বুড়ো হয়েছ কিনা, যা মনে আসে তাই বলে ফেল, তাও কি কখন হয়।

উভয়ে উক্ত প্রকোষ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, আমার অমনি একটী কৌতুহল বাড়িল। আমার পিটে কি কোন দাগ আছে? বলতে পারিনা। পৃষ্ঠদেশে এক বার নিরীক্ষণ করিলাম, কিন্তু কিছুই লক্ষিত হইল না।সন্দেহ ভঞ্জনার্থে আমি এক বার স্বরস্বতীকে ডাকিলাম। স্বরস্বতী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ডাকছ কেন, দিদি ঠাকরুণ?"

আমি অতি মৃদুস্বরে কহিলাম—"দেখত স্বরী আমার পিটে কোন রকম দাগ আছে কি না?

স্বরস্বতী খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—"তাইত দিদি ঠাকরুণ। এদাগটীত আমি কখন দেখিনি। লাল কালিতে কে একটী গোলাপ ফুলের মত এঁকে রেখেছে? এ দাগটী কোত্থেকে এলো, দিদি ঠাকরুণ। আমাকে বলতে হচ্ছে। তুমি আজই

বা দেখতে বল্লে কেন, এত দিনই বা বলনি কেন, এর কারণ কি ?”

অন্য সময়ে কহিব বলিয়া স্বরস্বতীকে তখন বিদায় দিলাম। বিধাতার এ আবার কি অদ্ভূত সংঘটন! আশ্চর্য্য!! আশ্চর্য্য!!!

# ত্রয়োবিংশ বিম্ব।

## আঁধারে আঁধার।

অমানিশি। দুর্ভেদ্য অন্ধকার যেন ঘনীভূত হইয়া জমীদার প্রাসাদে, জমীদারি সেরেস্তা মসীর ন্যায়, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। অদূরে তরুরাজ তরুশায়ী সনে বায়ু তরঙ্গে তরঙ্গিত হইয়া তমোমণিসহ তামসী নিশায়, এক অত্যদ্ভূত প্রাণী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। আঁধার আকাশে অন্ধক—রিপু, যেন নিবিড় অন্ধকার ভয়ে, অনন্ত আকাশে সমুদিত হইতে ভীত; অথবা অবনীকে অন্ধকারে রাখিলে কেমন দেখায়, তাহা জানিবার জন্য যেন প্রকৃতি আজ্ঞায় আজ চন্দ্র গগনমণ্ডলে প্রকাশিত হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন। আঁধারে আঁধার বিমিশ্রণে নবাগত রজনীকে যেন গভীর রাত্র বলিয়া অনুমান করাইতেছে। আমার কক্ষঃস্থ বাতায়ন হইতে অতি অল্প দূরে, একটী ছোট খাট লতাগুল্মাদির বন। শিবাগণের অশিব চীৎকারে উক্ত বন সহসা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

আমার ঘরে মিটি মিটি করিয়া একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। আমি উক্ত দীপালোকের সম্মুখে এক খানি রামায়ণ হস্তে উপবিষ্ট—নিবিষ্ট মনে দুষ্ট দশানন কর্ত্তৃক পঞ্চবটী বনে জানকী হরণ পাঠ করিতেছি। দুর্বৃত্ত রাক্ষস যোগীবেশে সরলাকে শাপ প্রদান করিব, ভয় দেখাইয়া, সুশীল লক্ষ্মণ কৃত গণ্ডির বাহিরে আনাইয়া, অবলাকে করস্থ করিল—সেই সঙ্গে আমারও হৃদয় চমকিয়া উঠিল। না জানি সরলা অবলার অন্তরে কি অসম্ভাবী চিন্তা অধিকার করিয়াছিল, জানি না, আর্ত্তনাদ ভিন্ন অবলার অন্য বল ছিল কি না। পথিমধ্যে দশরথ মিত্র জটায়ুর সহিত সাক্ষাৎ। জটায়ু দুর্বৃত্তের সহিত ঘোর রণ করিয়াও পরাস্ত হইলেন।

পুস্তকের এই অংশ অবধি পাঠ করিয়া আর ভাল লাগিল না। সতীর অশ্রু জল দেখিলে কার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমি পুস্তকখানি মুড়িয়া ফেলিলাম। আজ হৃদয় কেন এমন হ'ল? সীতা হরণ ত অনেক বার পাঠ করিয়াছি, কই এরকম মনের ভাব ত কখনও হয় নাই। সতীর অশ্রু যেন আমার নয়নে প্রতিফলিত হইতেছে, সাধ্বীর বিপদ স্মৃতি যেন আমাকে আহ্বান করিতেছে; কাণে কাণে কে যেন বলিতেছে, তোর ও এই রূপ দুর্দ্দশা হইবে—হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, নয়নে নিমেষ নাই, বুক দুর দুর করিতে লাগিল। হায়! জানকী, উদ্ধারকর্ত্তা জটায়ুকে দেখিয়া প্রথমে কত আশান্বিতা হইয়াছিলেন, না জানি কতই আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। আমার বিপদ কি মা জানকীর সমতুল্য? তবে আমাকে বিপদ হইতে কে মুক্ত করিবে? বিপদোদ্ধার দূরে থাকুক, মা জানকীর ন্যায় আমারও প্রতি কি কোন

জটায়ুর দয়া হইবে ? মনে কেন যে এরূপ অসম্ভব চিন্তা, তাহা ঠিক বলিতে পারি না, মন কেন যে, ভাবী বিপদ স্মরণ করিয়া আকুলিত হইতেছে, তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। মন বলিতেছে, শীঘ্র তোর একটী বিপদ ঘটিবে, কেন ঘটিবে তাহা জানে না। তবে বিপদে পরমারাধ্য জটায়ুর ন্যায় কে আমার সহায় ? আমাকে কে যেন বলিয়া দিল—অকৃতজ্ঞে ! সতীশকে স্মরণ নাই ? যে ব্যক্তি জীবন দানেও তোর উপকার করিতে কুণ্ঠিত নয়, তাহার নাম এই কয়েক দিনে ভুলে গেলি ? তোর দোষ কি দিব, স্বার্থময়ী পৃথিবীতে স্বার্থই একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা ভাল নয়।

এমন কথা কে বলিল ? কে সতীশের স্মৃতি, স্মৃতিপথে আনিয়া দিল ? স্বয়ং চিন্তা ব্যতীত আর কি হইতে পারে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সতীশচন্দ্রের কার্য্যকলাপ ভাবিয়া লইলাম। অল্প চিন্তা করিতেই একেবারে সতীশের পত্র প্রদান কথা স্মরণ হইল। আমি কি মূর্খা। আমি কি অকৃতজ্ঞা—মনে করিতে গেলে ঘৃণা উপস্থিত হয়। সতীশচন্দ্র আমার জন্য প্রাণোৎসর্গ পর্য্যন্ত করিতে পারে, আমি কি না একবারও তাহার জন্য চিন্তা করি না। হায় ! না জানি স্বার্থময়ী জগতে আমার ন্যায় রমণী কত আছেন—যাহারা উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে পরাঙ্মুখী। আমি সতীশচন্দ্রের নিকট আজন্ম, ঋণজালে আবদ্ধ।

আগ্রহে, সানন্দে, সস্নেহে, সতীশচন্দ্রের পত্র খানি বাহির করিলাম। যে পত্র দেখিবার জন্য এক দিন কত উৎসুক ছিলাম, আজ সেই উৎসুক একেবারে দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি হইল। অপেক্ষা না করিয়া পত্র খানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম—

অনন্ত অনল হায়, ধূ ধূ করি জ্বলে কায়,
নির্ব্বাণ কি হয় কভু ঘৃতাহুতি দানে?
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বলে এ পোড়া পরাণে।
কেমন কেমন মন, হইতেছে অনুক্ষণ,
নীরস এদেহ-তরু, হৃদি মরুস্থল;
কে যেন কি হরিয়াছে, তাই হীনবল।
দেহারামে পঙ্গপাল, জীর্ণদেহে কাটে কাল,
সার শূন্য কলেবরে নাহিক শকতি,
নাহিক বাঁচিতে সাধ, মৃত্যু সুখ অতি।
কি সাধে বলনা আর, বহি এ দেহভার,
কি ফল ধ্বংসিত ক্রমে শীকর প্রদানে,
কি ফল কানন মাঝে করুণ ক্রন্দনে।
যদি তায় ক্ষতি নাই, প্রাণ পুড়ে হোক ছাই,
ছার খার হোক্ এই হৃদি রম্যবন,
পরমাণু, সমীরণে হউক মিলন।
ভারতে জন্মিনু বৃথা, নাহি তায় মন ব্যথা,
এসেছি এ মহীতলে কাঁদিতে কাঁদিতে
কাঁদিতে কাঁদিতে পুনঃ হইবে ত্যজিতে।

শৈবলিনি! যদি কখন পুনরায় নরদেহ ধারণ করিতে হয়, তোমার মতন যেন, কেহ আমার আদরের সামগ্রী হয়। বোধ হয় গৃহে আর ফিরিব না—যদি স্বকার্য্য সাধিতে না পারি।

ছাড়ি এ সংসা[illegible] চলিনু যেখানে যায়,
হৃদি মাঝে [illegible]া জ্বলিছে উধায় ;
কহিব কাতরে তারে প্রাণের জ্বালায়—
"পরমাধার্ম্মিকা হায় ললনা-রতন।"

সাজিয়া বিভূতি সাজে, পশিব কানন মাঝে,
শিখাব যতনে তথা শুক পক্ষীগণে
আনন্দে বিভোর হ'য়ে গাইবে সঘনে—
"পরমাধার্ম্মিকা হায় ললনা-রতন!"

শিখাব ভিখারীগণে, ভিখারী ভিখারী সনে,
গাইবে পথে পথে, প্রতি দ্বারে দ্বারে,
শুনিয়া গৃহস্থগণ সুধাবে অন্তরে—
"পরমাধার্ম্মিকা হায় ললনা-রতন।"

জগৎ শিখিবে শুনে, কল্লোদিনী নদী সনে,
গাইবে অনন্ত মুখে, গাইবে উল্লাসে,
তাহারে উদ্দেশ করি যারে ভালবাসে—
"পরমাধার্ম্মিকা হায় ললনা-রতন।"

সকলের মুখে যবে, শুনিব এ মধু রবে,
জ্বলন্ত চিতায় যবে হইব দহন,
ধূ ধূ করি চিতানল, গাইবে তখন—
"পরমাধার্ম্মিকা হায় ললনা-রতন।"

ভস্মীভুত দেহ-তরু, পরিণত হয়ে বায়ু,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
গাইবে অনন্ত মুখে নাচিয়া নাচিয়া—
"পরমাধার্ম্মিকা হায় ললনা-রতন।"

আশা নাই। নিরাশ নীরে দেহতরী ডুবু ডুবু। পিতার অমত, মাতার অনিচ্ছা, বাটীর কুৎসা, সতীশ নির্দ্দোষী হইয়া কখনও তাহা নত শিরে বহন করিতে পারিবে না। শৈবলিনি! আমি পাগল—আর কিছুই চাহিনা, বিদায়কালে এই কয়েকটী কথা বলিয়া লই—ক্ষমা করিবে—

কমলাক্ষি, প্রিয়ম্বদে, মানস-মোহিনি,
চিরতরে তব পাশে লইনু বিদায়।

কম্পিত অন্তরে, পত্র করে কিংকর্ত্তব্যাবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। চক্ষু কি কুক্ষণে আজ রামায়ণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলে—মন আজ এত সচঞ্চল হইবার কারণ কি? এইরূপ বজ্রসম পত্র পড়িবার ইচ্ছা কি, এতই প্রবল হইয়াছিল। ছার নয়ন কি দেখিস, বিপদে তোকে আর কে উদ্ধার করিবে? জীবন রক্ষার্থে কে তোর সহায় হইবে? উঃ! আজ হৃদয়ে শোকসিন্ধু উথলিয়া পড়িতেছে—"সতীশ! সতীশ!! এই কি তোর মনে ছিল?" হৃদয়ে ঘোর আঁধার প্রতিফলিত।

# চতুর্ব্বিংশ বিম্ব।

## স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল?

আমার বিবাহের আর দুই দিন অবশিষ্ট আছে। বিবাহোপলক্ষে প্রবল-প্রতাপ—প্রমোদকিশোর-প্রাসাদ আনন্দে বিভোর; ইহা কি আমার কম সৌভাগ্যের কথা। আমি দীনা অনাথিনী, আমার নিমিত্ত জমীদার মহাশয় স্বয়ং সহায়ানুভূতি হইয়াছেন, ইহা ভাবিয়াও মন অনেকাংশে প্রফুল্ল হ'ল। যদি নারায়ণ বাবুকে আমি স্বচক্ষে না দেখিতাম, তাহা হইলে বিবাহটী কি সুখকর হইত।

মনে এই রকম সাত পাঁচ ভাবছি, আর এক একবার সতীশচন্দ্রের অপূর্ব্ব প্রেমলিপি পাঠ কচ্ছি, অন্তঃকরণে একধারে হর্ষ ও অন্য ধারে বিপদ সিন্ধু খেলছে, এমন সময় সেজ কাকী সহাস্য আস্যে আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন; আমি অমনি হস্তস্থিত পত্র খানি লুকাইয়া ফেলিলাম—সেজকাকী তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন—একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওখানা কি শৈব? আমি কোন উত্তর না দিয়া পত্র খানিকে নিজ বাক্সের ভিতর রাখিয়া দিলাম—সেজকাকী ওরফে সৌদামিনী তাহা দেখিলেন।

সেজ কাকী আমাকে আর পীড়াপীড়ি না করিয়া হাস্যের সহিত বলিলেন—"কাল তোমার গায়ে হলুদ"। আমার গায়ে জ্বর আসিল। মানুষ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত আশা অবলম্বন করিয়া থাকে। মুমূর্ষু ব্যক্তিও পুনরায় বাঁচিব, এই আশায় মনকে শান্ত করে। আমারও বিবাহ হইতে চলিয়াছে, আমার হৃদয়ে এখনও আশা এ বিবাহ না হ'তেও পারে।

শৈলবালা মাতার আদেশ পাইয়াছে—"শৈবলিনীর সহিত পুনরায় কথা কহিতে পার।" আমার আজ বড় আহ্লাদ, শৈলবালা আমার কাছে আসিবে, দুজনে গল্প করিব। স্বরস্বতী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা। আমার বিবাহ,—স্বরস্বতীর যেন একটী কোন কঠিন ব্রত সাধিত হইতেছে। এ কয়েক দিন ক্রমাগত পরিশ্রম করিতেছে, কোন আপত্তি নাই। আমি একাকিনী নিজ কক্ষে বসিয়া আছি। বিবাহের প্রস্তাব অবধি প্রায়ই আমি নিজের ঘরে বসিয়া থাকি। পাঁচ জনের সম্মুখে যাইতে লজ্জা করে, কেন করে, তাহা বোধ হয় বিবাহিতা পাঠিকাদিগকে আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না—বিশেষতঃ আমার বিবাহ পরগৃহে থাকিয়া—অধিক লজ্জাকর হওয়াই সম্ভাবনা।

বৈকালবেলা শৈলবালা ধীরপদে, বিষাদিত বদনে আমার কক্ষে প্রবেশ করিল। শৈলের ঈদৃশ ভাবান্তর দেখিয়া আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"শৈল! তোমার কি হয়েছে?" বিশুষ্কমুখে শৈলবালা উত্তর করিল—"শৈব দিদি! এ বিবাহে কি আমোদ আছে? বামনের করে চন্দ্র, বাবার কি বিবেচনা, জেঠা মহাশয়ের কি বিচার, জেঠাইমার কি পছন্দ। বল্‌তে গেলে আমাকেও দূষিত মনে করেন।"

"কেন শৈল! তুমি আমার জন্য এতদূর কষ্ট স্বীকার করিতে যাও। আমার ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে।"

"দিদি! বলিতে কি, বিবাহ প্রস্তাবাবধি আমার এক দিন ভাল করে নিদ্রা হয় নাই। যাঁর উপর জীবনের সুখ দুঃখ সমুদায় নির্ভর করিতেছে, তাঁর পশুর—"

কথায় বাধা দিয়া আমি কহিলাম—"ছি! শৈল! ও কথা

বলিও না, স্ত্রীলোকের অতদূর বিচার করিতে গেলে স্বামী ভক্তি থাকে না।"

শৈলবালা অনিমেষ নয়নে আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। আমি কহিলাম, "শৈল! চল বাগানে দুই জনে বেড়াইতে যাই। তোমার সহিত সেই এক দিন গেছ্‌লাম, তৎপরে বাগানের মুখ এক দিনও দেখি নাই।"

শৈলবালা আমার কথায় স্বীকৃত হইল। আমরা দু জনে উদ্যানাভিমুখে চলিলাম! খিড়কীস্থ উদ্যানটী সকল সুখের আকর। এমন কি, পুত্রশোকগ্রস্ত ব্যক্তিকেও ক্ষণকাল নিজের শোক ভুলিয়া যাইতে হয়। আমরা প্রায় সার্দ্ধ ঘণ্টা উদ্যান পরিভ্রমণে অতিবাহিত করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যা সমাগতা। ধরণী ধুসর বর্ণে রঞ্জিতা। বায়সাদি পক্ষীগণ নানাপ্রকার কলরব করতঃ স্ব স্ব নীড়াভিমুখে প্রস্থানোন্মুখ। সদাগতি মৃদু বহমান, সমীরণ সেবনেচ্ছুক বাবুগণ সসজ্জায় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। প্রমোদকিশোর বাবুর প্রতিকক্ষে সান্ধ্য প্রদীপ প্রদর্শিত হইল, আমিও ঠিক সেই সময়ে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

ঘরে থাকিতে হইলে, সতীশচন্দ্রের চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, এ চিন্তা সাধারণ নহে, অন্তঃরাত্মাকেও পর্য্যন্ত কম্পিত করে। সতীশচন্দ্রের বিদায় পত্র তিন বার পাঠ করিয়াছি, আবার একবার পড়িতে ইচ্ছা হইল। নিজ বাক্স খুলিলাম। পত্রখানি বাক্সের ভিতর সকল দ্রব্যের উপরই রাখিয়া ছিলাম, কিন্তু সেখানে পত্র খানিকে পাইলাম না। অনুমান হইল, বোধ হয়, পার্শ্বে পড়িয়া গিয়া থাকিবে। চতুপার্শ্ব অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম না।

এ জিনিষ পাই না কেন? কে লইল? আমার বাক্সের ভিতর কার এত সুক্ষ্ম দৃষ্টি? চকিতের ন্যায় সেজকাকীর কথা মনে পড়িল। তিনিই এই পত্রকে বাক্সের ভিতর রাখিতে দেখিয়াছিলেন। বাক্সটী যেমন বন্ধ ঠিক তেমনি আছে, অথচ পত্র খানি নাই। পত্র খানি ব্যতীত আর কোন দ্রব্য আমার হারায় নাই। এস্থলে বিচার্য্য—যে সন্ধানি ব্যক্তি না হইলে, একার্য্য কখনও ঘটিতে পারে না। সেজকাকী কি পত্র খানি লইয়াছেন? ইহাতে তাঁর কি প্রয়োজন? বলিতে পারি না, লইতেও পারেন।

পূর্ব্ব রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নাই, আজ কিছু সকাল সকাল শয়ন করিলাম। যাহা কখনও হয় নাই, আজ তাহা হইল—শয়ন মাত্রে নিদ্রাভিভূতা। এক অত্যদ্ভূত স্বপ্ন স্মৃতি পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রমোদকিশোর বাবু যেন আর জমীদার নন্, একজন মস্ত রাজা। এ বাড়ীটী যেন অন্য রকম, ইহাপেক্ষা আরও সুন্দর—যেন রাজার বাড়ী। রাজার উজীর সৈন্য সামন্ত, ইত্যাদি লোকজনের অভাব নাই। বাড়ী যেন রাতদিন রৈ রৈ করিতেছে। প্রমোদকিশোর বাবু স্বয়ং রাজ কার্য্য আলোচনা করিয়া থাকেন; উজীর প্রধান মেজ বাবুর পরামর্শ ব্যতীত রাজা এক পদও অগ্রসর হয়েন না। নিত্য নিত্য কত অপরাধী আসিয়া রাজ দ্বারে দণ্ডিত হইতেছে। কাহারও প্রাণ দণ্ড হইতেছে, কেহ চিরকালের নিমিত্ত দ্বীপান্তরিত হইতেছে, কত শূলাগ্রে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। রাজার প্রতাপে দেশ বিদেশে সকলেই থর থর কম্পান্বিত। আমি যেন এ রাজ প্রাসাদের এক জন পরিচারিকা, আমি যেন কি একটী দোষ করিয়াছি, তজ্জন্য আমার গুরুতর দণ্ড হইবে। কি দোষ

করিয়াছি, তাহা জানি না, কিন্তু এইটুকু জানি, অপরাধটী গুরুতর, আমার ফাঁসি হইবে। আমার ফাঁসি হবে, এই কথা সকলের মুখে শুনিয়া, আমার ধড়ে প্রাণ নাই, একটুকু ধুক্ ধুক্ করিতেছে বোধ হয় ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইলেই সেইটুকু বহির্গত হইবে। আমি রাজ সভায় জোড় হস্তে দণ্ডায়মানা, আমার চারিদিকে চোপদার গিস্ গিস্ করিতেছে। অদূরে দর্শকমণ্ডলী কাতার দিয়া, আমার কি বিচার হয় শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। সকলেই নিস্তব্ধ কাহার মুখে কথা নাই, যেন রাজার বিচার নির্ব্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হইবে বলিয়া, প্রকৃতি গভীর নিস্তব্ধতায় সভাস্থলে বিরাজমানা। রাজার হুকুম হইল, "আসামীকে আমার নিকট হাজির কর ?"

আমি সিংহাসনের কিছু দূরে দাঁড়াইয়াছিলাম, রাজার হুকুম পাইবা মাত্র, কএক জন বিকৃতি আকার বিশিষ্ট লোক আমাকে টানিয়া রাজসন্নিকটে আনীত করিল। রাজার বদন মণ্ডল রক্তিমাবর্ণ, চক্ষু হইতে যেন অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছে, দেখিয়া আমি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কেন খুন করিলে ?" আমি অবাক্, রাজার ঈদৃশ প্রশ্ন শুনিয়াই আমি বাকরুদ্ধ হইয়া কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, নবমী ছাগের ন্যায় ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। প্রশ্নের উত্তর দিবার ক্ষমতা নাই। রাজা পুনরায় বলিলেন—"তোমার কি সাজা হ'বে জান ? উজীরের ছেলেকে মেরেছ, তোমার মাংস কুকুর দিয়া খাওয়াইব।" আমার গুরুতর অপরাধ কি তাহা প্রকাশিত হইল, আমি উজীরের ছেলেকে হত্যা করিয়াছি। আমার মনে যেন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হ'ল ; সত্যসত্যই যেন আমি উজীরের পুত্রকে হত্যা করিয়াছি, কেন করিয়াছি

তাহা জানি না। আমার ঈদৃশ অপরাধে আমার প্রাণ দণ্ডই বিধেয়, এই চিন্তা করিয়া আমি যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'লাম। তৎক্ষণাৎ আবার যেন স্বপ্নের মত মনে উদয় হ'ল, আমি হত্যা করিনি, উজ্জীর পুত্র স্বয়ং গলায় ছুরি মারিয়াছে। অমনি আমার আবার বাঁচিতে সাধ গেল, আমি অতি কষ্টে কহিলাম—"রাজা মহাশয়! উজ্জীর মহাশয়ের ছেলে, নিজের গলায় নিজে ছুরি মারিয়াছে, আমি মারিনি।" আমার কথায় উজ্জীর মহাশয় সরাগে আমাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—"আমার ছেলে আপনি গলায় ছুরি মেরে মরেছে, ত'ার কিসের অভাব, তার কিসের দুঃখ যে, আপনাআপনি মরবে, বাড়ীর সকলে দেখেছে তুই মেরেছিস, তবুও বল্‌বি আমি মারিনি।"

মন্ত্রী মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। আমিই যথার্থ খুন করিয়াছি, রাজা মহাশয় এইটা বিশ্বাস করিয়া রায় বাহাল করিলেন—"ইহাকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়া আইস। কুক্কুর দ্বারা মাংস ভক্ষণ করাইয়া মারিলে, প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে ইহার মৃত্যু হইবে। অন্ধকূপে ফেলিলে অনাহারে দু চার দিন কষ্ট পাইয়া মরিবে, অতএব অন্ধকূপে নিক্ষেপ করাই যুক্তিসিদ্ধ।" রাজার হুকুম প্রচার হইল, যেন পূর্ব্বোক্ত বিকৃতাকার লোক সকল আমার হাত ধরিয়া, হিচড়াইয়া লইয়া চলিল। আমি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলাম—"ওগো আমি উজ্জীরের ছেলেকে চিনিনি, তবে কেমন ক'রে, আমি তাকে খুন করলেম।" আমার কথায় যেন সভাস্থ সকলেই বলে উঠ্‌লো—"কি, সতীশকে তুমি চেন না?" আমি তখনি জানিলাম সতীশ উজ্জীরের পুত্র। সতীশ আমার বন্ধু, সতীশ আমার বিপদের সহায়, আমি তাকে কেন

খুন কত্তে যাব। আমি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"সতীশ ! সতীশ !! তুমি কোথায় ?" তখনি আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঘর্ম্মে আমার পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া গিয়াছে, মাথা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে। আমি উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পড়িয়া গেলাম, আমার শয্যা খট্টাঙ্গ পর্য্যন্ত যেন ঘুরিতেছে। পুনরায় বসিতে গেলাম, পারিলাম না, কিসে মাথা ঠুকিয়া পড়িয়া গেলাম। চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না, হাতড়াইয়া খট্টাঙ্গের অন্তভাগ খুঁজিতে লাগিলাম। অন্তভাগ পাইলাম না, উপরিভাগে হাত বাড়াইয়া দেখিলাম—কাষ্ঠময় পদার্থে আমার হাত ঠেকিল, শয্যা খট্টাঙ্গের উপরিভাগে কাষ্ঠময় পদার্থ কোথা হইতে আসিল। হস্তের সাহায্যে উপবিষ্ট অবস্থায় কিছু অগ্রসর হইলাম। অনুমান হইল, আমার শয্যা কাষ্ঠময়, আমার ত এ রকম বিছানা নয়। সন্দেহ ভঞ্জনার্থে পার্শ্বে হাত বাড়াইয়া দেখিলাম—যেন গাড়ির দরজার মত কাষ্ঠে হাত লাগিয়া, খড় খড় করিয়া শব্দ হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে পরীক্ষা করিয়া দেখি—সেই রূপ। উপরিভাগে কাষ্ঠাবরণ, চতুর্দ্দিকেও তদ্রূপ, ঠিক সেই সময়ে—হুঁ হুঁ—হোঁ হোঁ—শব্দ আমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল আমি ভাবিলাম এ আবার কি। ভাবিলাম আমি স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি। হস্তদ্বারা চক্ষুদ্বয় মার্জ্জন করিয়া দেখিলাম—পুনরায় তদ্রূপ। আমি শিবিকায় ! **এ স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল !!**

# পঞ্চবিংশ বিম্ব।

## কারাগার।

ইহাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি হইতে পারে, দক্ষিণ হস্তে কাষ্ঠময় আবরণে আঘাত করিলাম—হাতে বেদনা বোধ হইল। তবে সত্য সত্যই কি আমি পাল্কীর ভিতর? কেমন করে আমার এ দশা হ'ল—কতক্ষণ আমি এ দশায় আছি? সে রাজা কই? সেই উজীর কই? আমি সতীশকে খুন করিয়াছি, বলিয়াই কি আমাকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিতে লইয়া যাইতেছে? স্বপ্নের কথা একবার আদ্যোপান্ত স্মরণ হইল। বীভৎস মূর্ত্তি উজীর মহাশয়ের আরক্তিম লোচন দর্শনে, আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। পুনরায় স্বপ্ন বলিয়া ভ্রম জন্মাইল—নচেৎ আমাকে কেন ইহারা লইয়া যাইতেছে? যদি অন্ধকূপে নিক্ষেপ করাই রাজার অভিপ্রেত হয়, নরবাহনে পাঠাইবার প্রয়োজন কি? তবে এ স্বপ্ন নয়, যথার্থই আমি শিবিকামধ্যে অবরুদ্ধা। কে আমাকে অবরুদ্ধ করিল? আমি কার কি অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে আমার এই দশা, কিছুইত ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না।

আমার শিবিকাপার্শ্ব হইতে এক জন বলিয়া উঠিল—"আর অতি অল্প দূর আছে, একটু শীঘ্র চল।"

বাহকগণ গুন্ গুন্ শব্দে আরও দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, আজ্ঞাকারী ব্যক্তিকে একবার দেখি। শিবিকাদ্বার খুলিতে গেলাম—বন্ধ। খড়খড়ি দিয়া একটু একটু বাতাস আসিতেছিল, সেই দিকে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলাম—একটী আলো

আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে আলোটী নিকটবর্ত্তী হইল। আলোধারী ব্যক্তিই বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞাকারী, পিছাইয়া পড়িয়াছিল, তাই দ্রুতপদে আসিয়া শিবিকার নিকটবর্ত্তী হইল। খড়খড়ি দিয়া দেখিলাম—আলোধারী ব্যক্তি ঠিক আমার শিবিকা দ্বারের পার্শ্বে পার্শ্বে চলিয়াছে।

জগৎ ভীষণ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত ধূম্রময় দেখাইতেছে। যে দিকে চাই সেই দিকেই অন্ধকার। এই অন্ধকারে আমি একাকিনী শিবিকা মধ্যে—অপরিচিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া চলিতেছি। কোথায় যাইতেছি, তাহা আমি জানি না, কে আমাকে কি উদ্দেশে লইয়া যাইতেছে, তাহাও জানি না। কু অভিপ্রায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভয়ে বুক দুর দুর করিতেছে, ইচ্ছা হচ্ছে যেন পালকী ভাঙ্গিয়া পলায়ন করি, কিন্তু সে আশা বিফল।

কতক্ষণ পর্য্যন্ত শিবিকায় আছি, তাহা জানি না। সহসা শিবিকার গতি রোধ হইল, আস্তে আস্তে বাহকগণ পালকীকে ভূমে স্থাপন করিল। সেই সময়ে আমার মনে যে কি রকম ভয়ের উদয় হইল তাহা বলিতে পারি না। ঝনাৎ শব্দে শিবিকা দ্বার মুক্ত হইল, অমনি এক জন কর্কশ স্বরে আমাকে কহিল—নেমে এস।"

আমি সাহস ভরে বলিলাম—"কে তুমি?"

অধিকতর কর্কশ স্বরে উত্তর হইল—"পরিচয়ের আবশ্যক করে না। সহজে না এস, বলপ্রয়োগ করিতে বাধ্য হইব।"

আমি দেখিলাম গতিক ভাল নয়, অপেক্ষাকৃত ধীরস্বরে কহিলাম—"আমাকে এখানে কেন আনিলে?"

"প্রভুর হুকুম।"

"কে প্রভু?"

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি অতি কর্কশ স্বরে কহিল—"অত পরিচয়ের প্রয়োজন করে না, যা বলি তা সহজে কর, নচেৎ জোর করে পাল্কী থেকে টেনে বার করবো।"

উক্ত ব্যক্তির তীব্রস্বরে আমি আরও ভীতা হইলাম, কথার কোন উত্তর না দিয়া অগত্যা তাঁহার আজ্ঞামত কার্য্য করিলাম। আমি শিবিকা পরিত্যাগ করিলে, দুই জন বাহক তাহা লইয়া যথাভিমুখে প্রস্থান করিল।

অল্প অল্প আলো হয়েছে। রাত এখনও সম্পূর্ণ প্রভাত হয় নাই। আমিও অপরিচিত সেই ব্যক্তি, বিস্তৃত এক ক্ষেত্র প্রান্তে দণ্ডায়মান। আমি দাঁড়াইয়া শূন্যমনে উপস্থিত ঘটনা ভাবিতেছি—কে আমাকে চুরী করিয়া আনিল এবং কোথাই বা যাইবে। উক্ত ব্যক্তি বোধ হয়, কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছে। ক্ষণেক পরে অদূরস্থিত একটী নিবিড় অরণ্য মধ্য হইতে এক জন বলিষ্ঠ যুবা পুরুষ নির্গত হইল। তখনও অল্প অল্প আঁধার রহিয়াছে, সুতরাং উভয় ব্যক্তির অবয়ব তুলনা করিতে পারিলাম না। উক্ত ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী হইলে, পূর্ব্বোক্ত লোকটী সসম্ভ্রমে একটী প্রণাম করিল।

প্রণাম প্রাপ্ত হইয়া ধীর স্বরে সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—"পীরবক্স! বন্দিনীর কষ্ট হয় নাইত?"

প্রশ্ন শুনিয়া আমি চমকিত হইলাম। আমি বন্দিনী, কি অপরাধে আমি বন্দিনী?

আগন্তুক ব্যক্তির কথায় অতি নম্র প্রকৃতির লোক বলিয়া

অনুমান হইল, এরূপ চরিত্র বিশিষ্ট লোক আমায় কি দোষে বন্দিনী করিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিতে উৎসুকা হইলাম, কিন্তু বলিতে সাহস হইল না, কে যেন জোর করে আমার বাকরুদ্ধ করিয়া দিল। পীরবক্স মুসলমান, যে ব্যক্তি পথিমধ্যে বাহকদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিল, এই কি সে?

বোধ হয়, নয়, কারণ, সেই ব্যক্তির কণ্ঠ স্বর অপেক্ষা ইহার কণ্ঠস্বর আরও কর্কশ।

পীরবক্স কহিল—"এখন কোন স্থানে রাখিতে আজ্ঞা হয়।"

উক্ত ব্যক্তি কহিল—"প্রভুর হুকুম—কারাগারে।"

কারাগারের নাম শুনিয়া, আমি শিহরিয়া উঠিলাম, কি দোষ করিয়াছি যে, আমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইব? সাহসভরে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমাকে এখানে কেন আনিলে? আমি তোমাদের কি অপরাধ করিয়াছি, যে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইব?" এই কয়েকটী কথা বলিয়া আমি সেই যুবা পুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

যুবা পুরুষ আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, পীরবক্সকে কহিলেন,—"যাও পীর! আপন কাজ কর, প্রভুর হুকুম পালন কর। প্রভাত হ'ল বলে"। পীরবক্সকে আজ্ঞা করিয়া পুনরায় অবনত বদনে আমার প্রশ্নের উত্তর করিলেন—"দেখ, আমরা দস্যু। আমরা মনিবের আজ্ঞা প্রতিপালন করি। তোমাকে কি অভিপ্রায়ে আনা হয়েছে, তাহা আমাদের প্রভু ব্যতীত আর কেহই জানে না, অতএব আমাদের দোষ মার্জ্জনা করিবে।"

দেখিলাম পীরবক্স বিস্মিত নেত্রে যুবাপুরুষের মুখমণ্ডল প্রতি

অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে, অনুমানে বোধ হ'ল পীরবক্স ও যেন যুবার কথা শুনিয়া অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকিবে, এই সব দেখে আমারও বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

আমরা তিন জনে পূর্ব্ব দৃষ্ট অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিলাম। অরণ্যের কিয়দংশ গিয়া দেখি—এক বিস্তৃত ইষ্টকালয়। বন জঙ্গলে এতদূর সমাকীর্ণ যে, সহসা ইষ্টকালয় বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। কোন ঘরটী একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে. কোনটী ভূমিকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত। ঘরের চারিদিকে বন, আমাকে লইয়া উক্ত ব্যক্তিদ্বয়, এই বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। বাড়ীটী দো মহল—প্রথম মহলে অরণ্যানীতে পরিপূর্ণ, ঘরগুলি যাহা দেখিলাম, তাহাও বসবাসের অযোগ্য। আমাকে প্রথম মহল অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় মহলে যাইতে হইল। দ্বিতীয় মহলটী ও প্রায় তদ্রূপ ঘরগুলি কিছু পরিষ্কার বলিয়া বোধ হয়। একটী ঘরে প্রায় ২০।২৫ জন লোক বসিয়া কি বকাবকি করিতেছে, আমার সে দিকে কাণ নাই, নিজের বিষয় কে শুনে তাহার ঠিকানা নাই—অদৃষ্টে যে কি আছে, তাহা জানি না।

দ্বিতীয় মহলে একটী কক্ষের ভিতর এক সিঁড়ি। সিঁড়িটী নীচের দিকে গিয়াছে। সেই সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া আমি ও সেই যুবা একটী বিস্তৃত কক্ষে আসিয়া পড়িলাম। ঘরটী ভয়ানক অন্ধকার, উপরদিকে কেবল দু চারটী গবাক্ষ দ্বার, তদ্দ্বারা কেবল ঘরের ভিতর আলো আসিতেছে, অতি ভয়ঙ্কর স্থান. আমি এই ঘরে আবদ্ধ থাকিব। কাতর স্বরে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে কহিলাম—"ওগো তোমার পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দাও—আমি কোন দোষ করিনি।"

যুবা পুরুষ ক্রোধ পূর্ব্বক বলিলেন—"তোমাকে এই থানেই থাক্‌তে হবে—প্রভুর আজ্ঞা।"

কর্কশ স্বরে আমাকে ভৎ'সনা করিলেন বটে, কিন্তু তত্রাপি যেন তাহার কথায় কেমন মধুরতার বিকাশ পাইল। আমি আর কোন কথা না কহিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। যুবাপুরুষ আমাকে সেই কক্ষের পার্শ্বস্থ গৃহে, রাখিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

# ষড়বিংশ বিম্ব।

## এ আবার কি !

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেশ ফরসা হ'ল—আমার আন্দাজ, সেই গবাক্ষ প্রদত্ত আলো দেখিয়া। অধিক ক্ষণ অন্ধকার ঘরে থাকিতে গেলে, ঘরের দ্রব্য সামগ্রীগুলিও এক প্রকার স্পষ্ট দেখা যায়। আন্দাজ করিলাম, এই ঘরে আমি প্রায় তিন ঘণ্টা আছি। ঘরের অবস্থা অতি কদর্য্য, এক সময়ে ভাল ছিল; বোধ হয়, লোক জনের অবসতি কারণে, এতদূর অপরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে। কক্ষের এক পার্শ্বে একটী পরিষ্কার শয্যা, ঘরের উপযুক্ত নয়। আমি বন্দিনী, আমার জন্যই কি এই শয্যা ? আশ্চর্য্য !

বন্দী মানুষের ছেঁড়া মাদুরই যথেষ্ট, কিন্তু আমার ভাগ্যে অতি পরিষ্কার শয্যা, ইহারই বা কারণ কি ? যখন বন্দিনী হইলাম, তখন আর ভাল বিছানাতেই বা কি প্রয়োজন ? বন্দীকে

কষ্ট দিবারই বন্দীকারীর উদ্দেশ্য, আমার ভাগ্যে তাহার বিপরীত দেখি কেন?

গৃহের পার্শ্বে দেখি একটী বাক্স। পরীক্ষা করিয়া দেখাতে, আমার বলে বোধ হ'ল, কিন্তু বিশ্বাস জন্মিল না। আমার বাক্স এখানে কি প্রকারে আসিবে? যাহা হউক বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আর ভাবিতে হইবে না। আমি নিজ কুঞ্চিকা সাহায্যে বাক্সটী খুলিয়া, তন্মধ্যে আমার পুস্তকাদি দেখিতে পাইলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে, বন্দিনীর ভাগ্যে ইহাপেক্ষা আর কি সুখকর হইতে পারে। আমার যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রয়োজন, তাহা সমুদায় এ ঘরের ভিতর। তবে আমি বন্দিনী কি প্রকারে? আমার প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তু, সব রহিয়াছে, কেবল বাসস্থান প্রভেদ। আমি কারাগারকে কারাগার বলিয়া আর গ্রাহ্য করিলাম না। বাস্তবিক তবে আমি কারাগারে কেন? বন্দীকে কষ্ট দিবার জন্যই কারাগারের সৃষ্টি, আমি যখন সুখকর এতগুলি দ্রব্য পাইলাম, তখন আমি কারাগারে কেন? এই এক অপূর্ব্ব চিন্তা হৃদয়কে অধিকার করিল, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। বন্দিকারীর কি উদ্দেশ্য। যে কোন উদ্দেশ্য হউক, আমি পুস্তকাদির মধ্যে আমার প্রিয় রামায়ণ খানি লুকাইয়া রাখিলাম, কি জানি কি হয়, যদি ভুলক্রমেই বাক্সটীকে এস্থানে পরিত্যাগ করিয়া গিয়া থাকে। যাহা হউক কারাগারে এক বন্ধু পাইলাম। একটী বন্ধু পাইলাম বটে কিন্তু বন্ধু বিচ্ছেদ হইলে বন্ধুর হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়। যদি ভুলক্রমেই বাক্সটীকে এস্থানে পরিত্যাগ করিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতেই বা

কতক্ষণ। অতএব বন্ধু বিচ্ছেদ স্মরণ করিয়া প্রথমতঃ বাধা পাইলাম বটে, কিন্তু সন্দেহ বশতঃ তাহা গ্রাহ্য করিলাম না।

## সপ্তবিংশ বিম্ব।

### স্বপ্ন সঞ্চার।

বেলা ১০টা কি ১১টার সময় কারাগার দ্বার মুক্ত হইল। আমি সভয়ে চাহিয়া দেখিলাম—এক জন বৃদ্ধা খাদ্য সামগ্রী লইয়া আমার নিকট উপস্থিত। আমি কহিলাম—"কাহার জন্য এ আহার?"

বিস্মিত হইয়া বৃদ্ধা কহিল—"কেন তোমার কি আহারের সময় হয় নাই?"

"আমি কি জন্য বন্দিনী হইলাম, তাহা না জানিয়া জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করিব না।"

আমার কথায় বৃদ্ধা, সেই খানে অন্নের থালখানি রাখিয়া প্রস্থা-নোন্মুখা, আমি কহিলাম—"আহার করিব না, লইয়া যাও।"

"আমি জানি না বাপু, বীরচাঁদকে পাঠিয়ে দি" বলিয়া বৃদ্ধা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া গেল।

ক্ষণেক পরে সেই যুবাপুরুষটী আমার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেবকান্তি বিশিষ্ট রূপ—প্রশান্ত মূর্ত্তি—ভাল করিয়া দেখিলে দস্যু বলিয়া অনুমান হয় না। মস্তকে বড় বড় চুল, অন্তভাগ ঈষৎ কুঞ্চিৎ, দেখিতে অতি সুন্দর। ঈষৎ গোঁফের রেখা। গলায় রুদ্রাক্ষমালা, দেখিলে ভক্তির উদয় হয়। আমার চিন্তা—ডাকাতের ভিতর এমন সুন্দর যুবা পুরুষ!

যুবা পুরুষ আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"শৈবলিনি! আহার করিবে না কেন?"

যুবা আমার নাম কি রূপে জানিল? আমার সহিত যুবার কোন পরিচয় হয় নাই, তবে আমার নাম কিরূপে জানিলেন। আমি বিস্মিত নেত্রে যুবার প্রশান্ত বদন প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া, যুবা পুনরায় কহিলেন—"খাদ্যের কি কোন ত্রুটী হইয়াছে?"

আমার মুখ ফুটিল—কহিলাম—"আমি কি জন্য বন্দিনী হইয়াছি, তাহা না জানিয়া কখন আহার করিব না।"

বিরক্তির সহিত যুবা কহিলেন—"জান এটা ডাকাতের আড্ডা, এখানে আবদার খাটিবে না। যা বলি শুন—আহার কর পরে বিশেষ সংবাদ বলিব।"

আমি নিরুত্তর, "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" বিবেচনা করিয়া যুবা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। আমি কেন এখানে আসিলাম—তাহা জানিতে পারিব, এই আনন্দে আহারাদি করিয়া লইলাম। বলা বাহুল্য বন্দীর উপযুক্ত খাদ্য নয়—আহারান্তে আবার এই চিন্তা।

আহারান্তে আবার ঔৎসুক্য বাড়িতে লাগিল। কেন আমি বন্দিনী হইলাম, বন্দিনীর কোন ক্লেশ নাই, তবে এ বন্দী করিবার প্রয়োজন কি?

বৈকাল বেলা বীরচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। যুবার আরক্তিম বদন মণ্ডল দেখিয়া আমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল—মনে চিন্তা উপস্থিত হ'ল—যুবক আপনার কাজ ভুলেন না।"

কর্কশ স্বরে যুবা কহিলেন—"শৈবলিনি! সতীশকে চেন?"

বিস্মিত হইয়া কহিলাম—"কেন কি হয়েছে তাঁর, তিনি কি এখানে?"

যুবক পুনরায় রুক্ষ কণ্ঠে কহিল—"স্মরণ থাকে যেন—সতীশের জন্য তোমার এরূপ দুর্দ্দশা!

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, অবাঙ নেত্রে যুবার মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

যুবক আমার মন ভাব বুঝিতে পারিয়া, নিজ কটিদেশ হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া, আমার হাতে দিয়া বলিলেন—

"এ পত্র কার?"

অধিক বিস্ময়কর আর কি হইতে পারে—এ সেই সতীশের বিদায় পত্র। যুবকের নিকট কিরূপে আসিল? সৌদামিনীর নিকট হইতে যুবক কিরূপে পাইল? এই চিন্তা যুগপৎ হৃদয়কে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

আমি আত্মভাব গোপন করিতে না পারিয়া, কহিলাম—"আপনি এ পত্র কিরূপে পাইলেন?"

"অধিক বলিবার আবশ্যক করে না, যাহা বলিয়াছি তাহাও প্রভুর আদেশ লঙ্ঘণ করিয়া, সাবধানে থেকো যেন এ কথা প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে তোমার আরও বিপদ হইবার সম্ভাবনা।" যুবক অতি ধীর ভাবে এ কএকটী কথা কহিয়া প্রস্থান করিলেন।

আবার চিন্তা। গভীর চিন্তা, হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে একি অদ্ভুত কাণ্ড! ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমার পুনরায় আহারাদি সমাপ্ত হইল—

আহার আর চিন্তা, এই দুইই আমার এখন অবলম্বনীয়। চিন্তার অবধি নাই, ভাবিয়া ফুরাইতে পারি না।

যুবক বলিয়া গিয়াছিলেন—যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, আজ্ঞা মাত্র প্রাপ্ত হইবে। আমি অত্যন্ত পিপাসিতা হইয়াছি, গৃহে জল নাই, কাহার কাছে চাহি, ঘরেও কেহ নাই। ধীরে ধীরে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলাম। এক জন লোক কহিল "কি চাও ?"

পুরুষ কণ্ঠ শুনিয়া, আমি করাঘাত করিতে ক্ষান্ত হ'লাম সেই বৃদ্ধা আসিয়া কহিল—"কি চাই।"

আমি কহিলাম—"এ ঘরে জল নাই।"

বৃদ্ধা আজ্ঞা মাত্র জল আনিয়া দিল। আমি অত্যন্ত পিপাসিতা হইয়াছিলাম, বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া পান করিলাম। পানান্তে পানীয় জলে, আমার কিছু সন্দেহ জন্মিল।

সন্ধ্যা সমাগমে, আমার শরীর ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইতেছে. দেহে যেন বল নাই। অবসন্ন দেহে শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। আমি কতক্ষণ এই ঘরে শুইয়াছিলাম, বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হ'ল যেন আমি আর সে ঘরে নাই। একটী সুসজ্জিত গৃহে দাঁড়াইয়া আছি, সম্মুখে একটী বৃদ্ধ অতি কাতরস্বরে কহিতেছে—"বালিকে! অসময়ে আমার যে উপকার করিলে, তজ্জন্য আমি তোমার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ।" আমি যেন কহিলাম—"কি আর আমি তোমার উপকার করিলাম, যদি কিছু উপকার বোধ করে থাক, তাহা ঈশ্বরেচ্ছায় হইয়াছে, আমি উপলক্ষ মাত্র।" বৃদ্ধ গৃহের এক কোণ হইতে এক খানি জীর্ণ কাগজ বাহির করিয়াকহিলেন—এই পত্রখানিকে অতি সাবধানে রাখিও, বোধ

হয়, ইহাতেই তোমার দুঃখ দূর হইবে—আমার কারাকক্ষে অনুসন্ধান করিও। আমি কাগজ খানিকে অতি যত্নে অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিলাম। সকাল বেলা আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, আমি যে বিছানায় ছিলাম, ঠিক সেই বিছানায়। অতীত বিষয়, স্বপ্নের ন্যায় মনে হতে লাগ্‌লো। সত্য সত্যই কি আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্মৃতিপথে স্বপ্নটী যেন জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা রয়েছে; বৃদ্ধ আমাকে পত্র দিল, আমি আঁচলে বাঁধিয়া রাখিলাম। অঞ্চল পরীক্ষা করিয়া দেখি' এক খানি কাগজ বাঁধা রয়েছে। স্বপ্ন না সত্য সত্যই আমি উক্ত বৃদ্ধের নিকট গিয়াছিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

# অষ্টবিংশ বিম্ব।

## কীটজীর্ণ পত্র।

উপস্থিত ঘটনা লইয়া আমি আর বৃথা চিন্তা করিলাম না। যাহা একেবারে মনে অসম্ভব বলে বোধ হ'ল, তাহা কতদূর সত্য হ'তে পারে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কাগজ খানি বস্ত্রাঞ্চল হইতে খুলিলাম।

পত্র খানিকে কীটে জীর্ণ করিয়াছে। সব অক্ষর পড়া যায় না। যাহা পারিলাম, পড়িলাম——————

শ্রী**র্গা (১)

*রণং

গোলক*থ চ * কি ফিরি*ছে? সং**র ভাব কি বুঝি* পা*-*ছ? অ*র্থ* *র্থ *য় *রিলে মা *ক্ষ্মী * * ত্যা * ক *ন।

তোমা* শ * ন কক্ষে* নৈ * ত *ণে দে * লের * র্শ্বে * কটী * গু সিঁ* আ*। সে * *ড়ি দি* নীচে যা * বে। সি* *তিক্র* ক * লে এক * ছোট ঘর পা * বে। তাহার পূর্ব্ব দিকে মাটীতে পোতা তি* ঘ* *র্ণ* দ্রা *ছে। এই *র হ*তে সাব*ন *ও। যা * রাখিলাম তা * তে *মার তিন পু * ষ কাটি * পা *।

তো * * পিতা

জ * দার

* বিশ্ব * * চৌ * *।

পত্রখানি পড়িলাম বটে কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। দুই চারটী কীট কর্ত্তিত অক্ষর সংযোগ করিয়া দেখিলাম, তাহাতে যে প্রকার অর্থ হয়, বোধ হইল কাহার পিতা নিজ পুত্রকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে কহিতেছেন। পুত্র বিলাসিতায় অনর্থক অর্থ ব্যয় করাতে পিতা নিজ পুত্রকে গুপ্তধন দেখাইয়া যাইতেছেন।

কি রূপে আমার নিকট পত্র খানি আসিল, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। অতি আশ্চর্য্য ঘটনায় যে ইহা সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(১) এই (*) চিহ্নটি কীটজীর্ণ বোধক।

আমি এইরূপ ভাবিতেছি—বেলা ১০। ১১টা বাজিয়াছে. পূর্ব্ব দিন এমন সময় আমার আহারাদি হইয়া গিয়াছে, আজ এত বিলম্ব হইবার কারণ কি ? এমন সময় আমার কক্ষস্থ ভিত্তির পার্শ্ব হইতে এক ব্যক্তি কহিল—

"ভাই ! বড্ড পালিয়েছে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল—"আমিত বলেই রেখেছি, লোকটা যে পাগলামী কত্তো, সেটা সব ভিট্‌কিলেমি। টাকার কথাটা যখন পেড়েছিল, তখন একবার বেয়ে চেয়ে দেখ্‌লে হতো।"

"আর এখন চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে—নিমে শালাইত যত নষ্টের গোড়া, ঐ বেটাইত সকলকে বলে ও পাগল।"

"হ্যাঁ পাগল—স্যায়না পাগল। পাগলের কি কখন অত টাকা থাকে। ফি মাসেই ১ হাজার করে টাকা বাড়াত, এখন হাত কামড়ে মত্তে ইচ্ছে কচ্ছে।" এই কয়েকটী কথা কহিয়া উক্ত ব্যক্তি যেন অতি ব্যস্তভাবে সেখান থেকে চলে গেল।

অপর এক ব্যক্তি কহিল—"যা বল ভাই, বেটার কাছে কিন্তু ঢের টাকা ছিল। কিন্তু এত টাকা রাখ্‌লে কোথায়। ফি মাসেই খালাসের জন্য হাজার টাকা করে বেশী দিব বল্‌তো; আমাদের প্রভু কিন্তু আচ্ছা লোকটাকে পাগড়ে ছিল।"

"আমি ভাই ! এক দিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তোমার টাকা কোথায় ? আমাকে বল্লে, তোমার কি বিশ্বাস হয় না—বলে একখানা কাগজ দেখায়, আমিত সেই জন্য সকলকে বলি—বেটা পাগল।"

"আর পাগল। পাগল পাগল বলেইত সে পটল তুলেছে। পাগল বলেই ত আমরা তত নজর রাখিনি।"

আন্দাজে বোধ করলেম, লোকগুলি সেখান থেকে চলে গেল। আমার ভাবনা—যে লোকটা আমাকে পত্র দিয়েছিল, সে কি এই? আগে কাণ্ডটা সম্পূর্ণ মিথ্যা মনে কত্তাম, কিন্তু দস্যু-দিগের কথা বার্ত্তা শুনিয়া আর মিথ্যা বলিতে পারিলাম না।

## ঊনত্রিংশ বিম্ব।

### বীরচাঁদ।

এত বেলা হয়েছে, তবুও আমার আহার হয় নাই, না হই-বার কারণ কি? দস্যুদিগের মধ্যে যে রূপ কথাবার্ত্তা শুনিলাম, তাহাতে বোধ হইল, কোন বন্দী পলায়ন করিয়াছে, তজ্জন্য আজি-কার কর্ম্ম সমুদায় বিশৃঙ্খল। আমি এই প্রকার দস্যুদিগের কথোপ কথন মনে মনে আলোচনা করিতেছি,এমন সময় আমার কক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া অতি ব্যস্তে পূর্ব্বোক্ত যুবক প্রবেশ করিল। তাঁহার আকার ইঙ্গিতে আমি সাতিশয় ভীতা হইলাম। যুবক কহিল—"শৈবলিনি! কাল রাত্রে তুমি কি পার্শ্বের ঘরে গিয়াছিলে?

আমার ত স্মরণ নাই, সম্ভব ও বোধ হ'ল না; আমি কহি-লাম—"আমি বন্দিনী আমার ঘরের দ্বার সর্ব্বদা বন্ধ থাকে. অপর ঘরে কিরূপে গেলাম!"

যুবক গম্ভীর স্বরে কহিল—"দেখ, এখনও বল, চাতুরী খাটিবে না। _আমাকে চেনত আমার নাম বীরচাঁদ। ঘূণাক্ষরে যদি জানিতে পারা যায়, তুমি পাশের ঘরে গিয়াছিলে, তাহা হইলে তোমার দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।"

আমি অবাক। যুবকের কথা শুনিয়া আমি কহিলাম—"অসম্ভব কথা কেমন করে বলেন।"

বীর। কাল তোমার ঘরের দ্বার বন্ধ হয় নাই। প্রহরী অতিরিক্ত ভাঙ খাইয়া অচেতন ছিল। বোধ হয় সেই অবকাশে—

আমি কহিলাম—"আমার স্মরণ নাই—কিন্তু আমিও গত নিশায় অচেতন ছিলাম!"

বীরচাঁদ নতমুখে কি ভাবিতে লাগিলেন। আমি পুনরপি কহিলাম—"কোন মস্যাধার ও একটী কলম পাইতে পারি কি?

বীরচাঁদ আমার মুখ প্রতি অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন। বোধ করি, এই রূপ প্রার্থনা তাঁহার পক্ষে অতি বিস্ময়-জনক বলে বোধ হয়েছে। ক্ষণেক পরে তিনি বলিলেন—"কি প্রয়োজন?"

আমি। আপনি যদি সহায় হন, তবে বলিতে সাহসী হই, আমার মনে কোন কুঅভিপ্রায় নাই জানিবেন।

যুবক কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে একখানি কাগজ সমেত মস্যাধার ও কলম আনিয়া উপস্থিত।

যুবক কহিলেন—"প্রভুর নিকট আবেদন প্রার্থনা কর? তাহাতে কিছুমাত্র বাধা নাই।"

আমি দেখিলাম—যুবক মন্দ বুঝেন নাই। আমারও কাগজের প্রয়োজন ছিল, না চাইতে প্রাপ্ত হইলাম। বীরচাঁদের হস্ত হইতে কাগজখানি লইলাম।

যুবক কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। বীরচাঁদের উদার স্বভাব দেখিয়া পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, যুবক আমার প্রতি সদয়, কিন্তু প্রস্থান কালে কক্ষের দ্বার বন্ধ করাতেই আমার

সে ভাব মন হইতে অন্তর্হিত হইল, বুঝিলাম দস্যু বীরচাঁদ কথায় যেমন কাজেও তেমনি।

অনেক বেলা হইলে আমার আহারাদি হইল। আমার ঘরে একটী জলপাত্র রাখিতে বৃদ্ধাকে কহিলাম, বৃদ্ধা তাহাই করিল। এরূপ করিবার কারণ, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না, যখন চাইলে সব জিনিষ পাই, তখন আর লজ্জা করিবার প্রয়োজন করে না, আর দস্যুদিগের উপর বিশ্বাস রাখা উচিত বোধ হয় না।

আহারান্তে আমি কীটজীর্ণ পত্রখানির কর্ত্তিত অংশ টুকু যোগ করিতে চেষ্টা পাইলাম। অনেক কথা সহজে সংযোজিত হইল, অনেক আবার ঠিক হইল না। যাহা হউক অতি কষ্টে, নিজের বুদ্ধিমত পত্রখানি তৈয়ার করিলাম। বীরচাঁদকে কি পত্রের কথা বলিব? না দস্যু তাহা হইলে আমাকে আরও সাজা দিবে, যদি এই পত্রখানি যথার্থ সেই পলায়িত বন্দীর হয় তাহা হইলে আর আমার মাথা থাকিবে না। দস্যুর মন কি এত টাকার লোভেও বিগলিত হইবে না? হইতে পারে, কিন্তু অবশেষে আমারও বিপদ ঘটিতে পারে। একাকী এতবড় একটা কাজ কিরূপে করি। কোন ঘর, তাহাও জানি না, বীরচাঁদের সহায় ভিন্ন কোন কাজই করিতে পারিব না, যদি স্বয়ং একাজে একাকিনী অগ্রসর হই, তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই সর্ব্বনাশ ঘটিলে আমাকে প্রাণান্ত হইতে হইবে, কিন্তু যদি পূর্ব্ব হইতে বীরচাঁদকে ইহার অর্দ্ধেক প্রদান করি, তাহা হলেও কি বীরচাঁদ ভুলিবে না! কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন—"সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইলে, পণ্ডিতগণ স্বার্থের অর্দ্ধেক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন,

এবং অবশিষ্ট অৰ্দ্ধাংশে নিজ ইষ্ট সাধন করেন, কিন্তু সৰ্ব্বস্বান্ত হওয়া অতি কষ্টকর!" আমিও বীরচাঁদকে সমুদায় বিষয় খুলিয়া বলিব, স্থির করিলাম। কীটজীর্ণ পত্রখানি বীরচাঁদ দত্ত কাগজ খানিতে অতি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া রাখিলাম—

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

গোলকনাথ চক্ষু কি ফিরিয়াছে? সংসারের ভাব কি বুঝিতে পারিয়াছ? অনর্থক অর্থ ক্ষয় করিলে মা লক্ষ্মী পরিত্যাগ করেন।

তোমার শয়ন কক্ষের নৈর্ঋত কোণে দেয়ালের পার্শ্বে একটী গুপ্ত সিড়ি আছে। সেই সিড়ি দিয়া নীচে যাইবে। সিঁড়ি অতিক্রম করিলে একটী ছোট ঘর পাইবে। পূর্ব্ব দিকে মাটীতে পোতা তিন ঘড়া স্বর্ণ মুদ্রা আছে। এইবার হইতে সাবধান হও। যাহা রাখিলাম তাহাতে তোমার তিন পুরুষ কাটিতে পারে।

তোমার পিতা
জমীদার
শ্রীবিশ্বনাথ চৌধুরী।

# ত্রিংশ বিম্ব।

## নিশীথে আগন্তুক—পাতালপুরী।

গভীর রজনী। গভীর আঁধার কারাকক্ষকে যেন ভয় প্রদর্শন করাইতেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার—আপনার দেহে হস্ত প্রদান করিতে গেলে যেন পরহস্ত বলিয়া বোধ হয়। এত অন্ধকার

দেখেছি, কিন্তু আজিকার ন্যায় ভীষণ আঁধার কুত্রাপি নয়নগোচর হয় নাই।

আমার নিদ্রা নাই, বিস্তর চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই আসিতেছে না, কেন আসিতেছে না তাহা বলিতে পারি না, যেন এই নরক সদৃশ কারাগৃহে আমার জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে ; এই দুঃসহ চিন্তা, আজ মনের ভিতর সহসা উদয় হ'ল। যথার্থপক্ষে, যদিও আমি অনাথিনী, তথাপি লোকালয় কে না প্রার্থনা করে, কে চিরকাল কারাগারে বদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করে। অশন বসনে যদিও এখানে কোন কষ্ট নাই বটে, যখন যা চাই তখনি তাই পাই, কিন্তু তবুও প্রমোদকিশোর বাবুর আনন্দময় সংসারের কথা স্মরণ করিতে গেলে, কারাগারকে নরক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে। ঈশ্বর কি এমন দিন দিবেন।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, চোখ একটু একটু ঝিমিয়ে আস্‌ছে, এমন সময় কে অতি সতর্কভাবে আমার ঘরের দরজা খুলিল। নিশীথে আমার নিকট দস্যুর কি প্রয়োজন—এই আমার ভাবনা। আগন্তুক যেরূপ সতর্কতার সহিত কক্ষদ্বার মুক্ত করিল, তাহাতে আমি সন্দেহ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ভয়ে বুক গুর গুর করিতেছে, আজ না জানি কোন দস্যু কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট আসিতেছে। সে দিনকার রাত্র স্মরণ হইল, দস্যু দ্বারাই হউক বা দস্যু প্রেরিত মাদক দ্রব্যের প্রভাবেই হউক, আমি অপর ঘরে গিয়াছিলাম, যদি সমুদায় প্রকাশ করিয়া বলিতাম, তাহা হইলে আমার কি সর্ব্বনাশই ঘটিত। আজ আবার এ কে? বেশীক্ষণ চিন্তা করিতে

হয় নাই, আগন্তুক ব্যক্তি আমায় অতি মৃদুস্বরে আহ্বান করিল—"শৈবলিনি!"

আগন্তুকের কণ্ঠস্বর ভয়তাড়িত, যেন আমাকে কত সাবধান করাইয়া দিতেছে, আমিও সেই কণ্ঠস্বরে বিশ্বাস রাখিয়া সাহস-ভরে কহিলাম—"কে তুমি?"

আগন্তুক। কথা কহিবার সময় নাই, আমার সহিত পালাইয়া আইস?

আমি অতি কাতরস্বরে কহিলাম—"আপনার নাম? আপনি কি কোন দেবতা।"

আগ। আমি এখন প্রসংসার পাত্র নহি। শীঘ্র পালাইয়া আইস, নচেৎ বিপদ ঘটিবে।

আমি। কি বিপদ? আমাকে উদ্ধার করিলে আপনারত কোন বিপদ ঘটিবে না?

আগ। বিলম্বে ঘটিতে পারে।

আমি। আপনার নাম জানিতে ইচ্ছা করি।

আগ। আমি বীরচাঁদ—

হর্ষ বিস্ময় যুগপৎ হৃদয়ে উদয় হ'ল। তবে নাকি বীরচাঁদ আমার দুঃখে দুঃখী নহেন। আমি জীবনকে আজ সার্থক জ্ঞান করিলাম।

আমি কহিলাম—আজ যদি এখান হইতে না যাই, তাহা হইলে কি আর কখন সুবিধা পাওয়া যাইবে না?

বীর। এমন দিন আর পাওয়া যাইবে না।

আমি। আপনার নিকট আমার কোন্ গুঢ় বিষয় বক্তব্য আছে।

বীর। পলাইয়া আইস—পরে কহিও।

আমি। এখান হইতে পলায়ন করিলে, সে বিষয়ের কোন কিনারা হইবে না।

বীর। শীঘ্র বলিয়া লও—বিলম্বে কার্য্যের হানি।

আমি। আপনাকে বিলম্ব করিতে হইবে—শীঘ্রতার কাজ নহে।

বীর। বলিয়া যাও।

আমি যুবকের আশ্বাস পাইয়া পত্রের সম্বন্ধে সমুদায় প্রকাশ করিয়া বলিলাম। যুবক আমার কথায় এতদূর বিস্মিত হইলেন বোধ হয়, আমার ততোধিক বিস্ময় হয় নাই। যুবক পত্র দেখিবার জন্য, কিসের সাহায্যে একটী প্রদীপ জ্বালিলেন। আমি কীটজীর্ণ পত্র খানি ও তাহার নকলখানি যুবকের হাতে দিলাম, যুবক নিবিষ্ট মনে পাঠ করিতে লাগিলেন।

পাঠান্তে অধিকতর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"শৈবলিনি, আমি এই স্থানে প্রায় ৩।৪ বৎসর আছি, কই, এ বিষয় সম্বন্ধেত কিছুই জানি নাই, তুমি আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত করিলে।"

আমি কহিলাম এখন কথা রাখুন—"কর্ত্তব্য কি ?"

বীর। কর্ত্তব্য আবার কি—অনুসন্ধান। আমার সহিত আইস। বলিয়া যুবক পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিলেন, আমিও তাহার অনুগামিনী হইলাম।

এ সেই স্বপ্নদৃষ্ট কক্ষ। অতি পরিচ্ছন্ন, এই কক্ষে বৃদ্ধ আমাকে পত্রখানি দিয়াছিল—আমি তৎসমুদায় বীরচাঁদকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম। যুবক কহিলেন—"তখন মিথ্যা কথা বলিয়াছিলে কেন ?"

আমি কহিলাম—"বাস্তবিক, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি কি সত্য সত্যই এই ঘরে আসিয়াছিলাম, তাহা ঠিক করিতে পারি নাই।"

অনেক অনুসন্ধান করিয়া আমরা পত্র লিখিত সিঁড়ি প্রাপ্ত হইলাম। সোপানদ্বার আবদ্ধ, যুবক নিজ বাহুবলে তাহা ভগ্ন করিলেন, একটা বিকট শব্দ হইল, আমি কাঁপিয়া উঠিলাম—

যুবক কহিলেন—কোন ভয় নাই, সকলেই নেশায় জ্ঞানশূন্য।

দ্বার ভগ্ন হইল। অন্ধকূপ সম পাতালপুরী দেখা দিল, এই প্রকার ভয়ানক স্থান দেখিয়া, আমার পূর্ব্ব স্বপ্নের বিষয় স্মরণ হইল, আমি যুবককে কহিলাম—"আমি নীচে যাইব না।"

যুবক কহিল—"এখনও আমায় বিশ্বাস হয় না—ভয় নাই, আমি দস্যু নহি।" প্রদীপ সাহায্যে আমরা নীচে অবতীর্ণ হইলাম।

ঘরটী প্রস্থে ২ হাত ও দীর্ঘে প্রায় হাত তিনেক, এ অন্ধকার কাগজে লিখিয়া বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ঘর হইতে কি একটা দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে। আমি নাসারন্ধ্রে বস্ত্র প্রদান করিয়া চলিতেছি; যুবকের এ দুর্গন্ধে কোন ক্লেশ নাই, অতি আগ্রহের সহিত অনুসন্ধান করিতেছেন। ঘরের ভিতর একটী কলসীর মুখাবরণ অনাবৃত, কে যেন খুলিয়া রাখিয়াছে। কলসীতে হস্ত প্রদান করিয়া দেখিলেন—তাহার ভিতর, এক তাড়া কাগজ। আমাকে প্রদীপ ধরিতে বলিয়া যুবক অতি আগ্রহের সহিত কাগজগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। বেশী পড়িতে না পড়িতে যুবক আনন্দে এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। পরে পূর্ব্ব-দিক স্থিরীকৃত হইল, মাটীতে পোতা তিনটী কলসীও পাওয়া গেল।

বীরচাঁদ কাগজগুলি নিজের কটিদেশে বন্ধন করিয়া কহিলেন—"শৈবলিনি! তুমি কি দেবকন্যা!' আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম—"ওকি কথা।"

যুবক। আর বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন করেন না। আমার কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে, এ অর্থের আমার প্রয়োজন নাই, শৈবলিনি এ অর্থ তোমার, তোমার সাহায্যে আমি আশ্চর্য্য দ্রব্য পাইয়াছি।" পা টিপিয়া টিপিয়া পুনরায় আমরা পূর্ব্ব কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম।

# একত্রিংশ বিম্ব।

## উদ্ধার।

বীরচাঁদ ও আমি আমার বন্দী গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। প্রদীপ পুনরায় জ্বালা হইল। দীপালোকে যুবকের হাস্য প্রকটিত বদন মণ্ডল প্রতি বিস্মিত নয়নে আমি চাহিয়া রহিয়াছি, যুবক কহিলেন—"শৈবলিনি! আজ পিতৃঋণ হ'তে মুক্ত হইলাম।"

আমি অধিকতর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলাম—"বোধ হয়, আপনি দস্যু নহেন, দস্যুর হৃদয়ে এতদুর অমায়িকতা কখন থাকিতে পারে না। আপনার পরিচয়—"

"শৈবলিনি! এখনও অনেক বিলম্ব—আগে তোমাকে এ নরক সদৃশ কারাগার হইতে মুক্ত করি, তৎপরে পরিচয় দিব!"

যুবক আমাকে অনেক আশ্বাস প্রদান করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। আমার এখন নূতন চিন্তা—যুবক কে? একবার মনে করিলাম ভদ্র ডাকাত। আবার মনে করি, ডাকাত

আবার ভদ্র, অভদ্র। যাহা হউক যুবকের যথার্থ পরিচয় জানিতে আমি অত্যন্ত ইচ্ছুক হইলাম।

পর দিন বেলা প্রায় ১১।১২ টার সময় বীরচাঁদ আমার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। যুবকের বদনমণ্ডল হাস্য প্রকটিত। স্নেহ বিজড়িত স্বরে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—শৈব! আজ রাত্রিতে প্রস্তুত থাকিও, আজ রাত্রে নিশ্চয় তোমাকে এস্থান হইতে উদ্ধার করিব।”

যুবকের এতদূর ক্ষমতা দেখিয়া আমি কহিলাম—“আপনি কি দস্যুদের মধ্যে সর্দ্দার? দেখছি, আপনারই ক্ষমতা বেশী খাটে।”

“যদিও সর্দ্দার নহি বটে কিন্তু আমার পরামর্শ ব্যতীত এমন কি আমাদের প্রভু পর্য্যন্ত কোনও কাজ করেন না, সুতরাং আমি যা বলি, তাহাই হয়।”

“আপনাকে এতদূর মান্য করিবার কি প্রয়োজন; কেনই বা আপনার এতদুর বশ্যতা স্বীকার করে?”

“সে কথা পরে হবে—আগে এখান হইতে পলায়নের উদ্যোগ দেখ, অনেক সময় আছে।”

যুবককে জিজ্ঞাসা করিলাম—“আপনার প্রভু কে? কই আমাকে ত একবারও দেখ্‌তে আসেন নাই?”

“সে কথা পরে হবে” বলিয়া যুবক বীরচাঁদ হাসিতে হাসিতে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

আজ মনে ভারি আহ্লাদ—রাত কখন আসবে, এই চিন্তা। কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না! কখন বিছানায় আসিয়া শুইতেছি। কখন পুস্তক পাঠ করিতেছি, কখন আবার ঘরের ভিতর পদ-চারণা করিতেছি।

ক্রমে ক্রমে কারাকক্ষ গভীর আঁধারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। সেই অন্ধকারের আগমনের সহিত আমারও আনন্দ উথলিয়া উঠিতে লাগিল। বীরচাঁদ কখন আসিবেন—ডাকাতদিগের হস্ত হইতে কখন মুক্ত হইব; এই ঔৎসুক্য প্রতিক্ষণে বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতি শব্দে যুবকের আগমন বলিয়া ভ্রম হইতেছে, আমারও ঔৎসুক্য আরও বাড়িতেছে।

আশা মরীচিকা। যতদূর দেখ, কেবল স্মৃতিপথে টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছে, কখন সামনে আস্‌ছে আবার কখন বৃথা বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে,আবার অতিদূরে মরুস্থলস্থ বালুকণা মধ্যে জলাশয় বলিয়া আশা দিতেছে। পথিকের আশারও নিবৃত্তি নাই, বঞ্চিত হইতেও ক্রটী হইতেছে না—তবুও আবার আশা—আশা।

কটাস্—ঝণাৎ শব্দে দ্বার মুক্ত হইল। সসজ্জায় বীরচাঁদ ঘরে প্রবেশ করিলেন। যুবকের হস্তে ধনুক বাণ, কটিদেশে কোষবদ্ধ তরবারি। বিস্মিত হইয়া কহিলাম—"এ বেশ কেন?"

গম্ভীরভাবে যুবক কহিলেন—"ভয় নাই শৈব! দস্যুদিগের মধ্যে একটা বিষম তর্ক উপস্থিত হয়েছে। যদি আজ দস্যুকুল নির্ম্মূল করিতে হয়, তাহাতেও কুণ্ঠিত হইব না, আমার সহিত আইস।"

বীরচাঁদের সহিত আমি অপর একটী কক্ষে প্রবেশ করিলাম, যুবক সেই কক্ষ হইতে একটী পরচুলা ও একটী কৃত্রিম দাড়ি বাহির করিয়া যথা স্থানে স্থাপিত করিলেন। যুবক অপরূপ সাজে সজ্জিত হইলেন, কার সাধ্য এবার যুবককে বীরচাঁদ বলিয়া চিনিতে পারে। যদি প্রথমে বীরচাঁদ এই বেশে আমার কক্ষে প্রবেশ করিতেন, বোধ হয় আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিতাম।

বীরচাঁদ কহিলেন—"শৈব তোমাকেও ছদ্মবেশ করিতে হইবে।"

আমি স্বীকৃত হইলাম। পাগড়ি মাথায় দিয়া আমি পুরুষের বেশে সজ্জিত হলাম। যুবক একটী ঘর হইতে একটী প্রকাণ্ড বংশদণ্ড গ্রহণ করিলেন। বুঝিলাম আমারই নিমিত্ত এই সব অস্ত্র সস্ত্রের প্রয়োজন।

ধীর পদবিক্ষেপের সহিত বাড়িটী পার হলাম। অনতিদূরে বৃক্ষতলে একটী সুসজ্জিত অশ্ব। যুবক কহিলেন—"ঘোড়ায় চড়িতে হইবে"। আমি কহিলাম—"আমিত ঘোড়ায় চড়িতে জানি না।"

"আমার সাহায্যে আজ শিখ্‌তে হ'বে, নচেৎ অন্য উপায় নাই। আমি শিবিকা আনিতে পারিতাম কিন্তু তাহাতে অধিক বিলম্ব হইবে—বিপদ ঘটিতে পারে।"

যুবকের সাহায্যে আমি অশ্ব পৃষ্ঠে উঠিলাম। অশ্ব পৃষ্ঠে দুই জন আরোহির বসিবার আসন। যে আসনে আমি বসিলাম তাহা হইতে পড়িবার যো নাই। আমার কটিদেশ লৌহ তারে পরিবেষ্টিত। যুবক স্বতন্ত্র আসনে, বীরের ন্যায় অশ্ব পৃষ্ঠে বসিলেন। পাছে আমি ভয় পাই, বোধ হয় সেই আশঙ্কায় তিনি বাম হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আমার কটীদেশ বেষ্টন করিয়া লৌহ তারের এক অংশ ধরিলেন। দক্ষিণ হস্তে অশ্বের লাগাম—স্থির হইয়া উপবেসনান্তে যুবক যেমন অশ্ব চালনা করিতে যাইবেন, এমন সময় ভয়ানক একটা গোল উঠিল। যুবক ফিরিয়া দেখাতে আমিও দেখিলাম—পিপীলিকা সারের ন্যায়, সেই ভাঙ্গা বাড়ী হইতে দস্যুগণ গণ্ডগোল করতঃ বহির্গত হইতেছে। সেই চীৎ-

কার শুনিয়া অশ্বটী লাফাইতে আরম্ভ করিল। যুবক অশ্ব চালন করিতে অশক্ত হইলেন। দস্যুবৃন্দ "বন্দী পালায়" বলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাদের বেষ্টন করিয়া ফেলিল। যুবক দেখিলেন—বিষম বিভ্রাট। আমি ভয় জড়িত কণ্ঠে কহিলাম—"সর্ব্বনাশ হ'ল দেখছি—কি হ'বে।"

যুবক গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"ভয় নাই শৈব! আজ বীর চাঁদের বীরত্ব দেখ।" আমার দেহ হইতে যেন প্রাণ বায়ু বহির্গত হইবার উপক্রম হইল। বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ কত্তে লাগলো; যুবক আমায় স্থির ভাবে বসিয়া থাকিতে বলিয়া আপন সুদীর্ঘ তরবারি কোষমুক্ত করিলেন। চন্দ্রালোকে অসি চক্মক্ করিয়া উঠিল।

যুবক কোন উত্তর না দিয়া একেবারে দস্যুগণের প্রতি অশ্ব চালনা করিলেন। দস্যুগণও তাহাই প্রার্থনা করে—তাহারাও নিজ নিজ তরবারি উত্তোলন করিয়া যুবককে আক্রমন করিল। নিমেষের মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। দস্যুদিগের আর্ত্তনাদে আমার কর্ণ বধির প্রায়—"কেবল বলছে মার মার—বন্দী পালায়।" যুবকের মুখে কিছুমাত্র কথা নাই, অবিশ্রান্ত হস্তে সম্মুখস্থ দস্যুদিগকে ধরাশায়ী করিতেছেন। সন্নিকটস্থ বনস্থলী দস্যুরক্তে রঞ্জিত হইতেছে—ধরাতলকে অভিষিক্ত করিতেছে, আমি কাষ্ঠের পুত্তলিকার ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া—না দেখিলে নয় তাই দেখিতেছি। আমি অশ্বপৃষ্টে উপবিষ্ট নই, হস্ত পদ শিথিলতা প্রাপ্ত হওয়াতে নিজের অবলম্বন ছাড়িয়া দিয়া ঝুলিতেছি। দস্যুগণ অশ্বকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিতেছে, যুবক তরবারি রাখিয়া নিজের বংশ-দণ্ড ঘুরাইতেছেন। সম্মুখে দস্যু, আমি পশ্চাতে, আমার সম্মুখে

যুবক দক্ষিণ হস্তে সবলে লাঠি ঘুরাইতেছেন। লাঠীর ভীষণ শব্দ শুনিয়া আমাতে আর আমি নাই—ঘোড়ার পিঠের উপরই ঝুলিতেছি—কখন পড়ি। যুবকের অদ্ভুত যষ্টী ঘূর্নন কৌশল দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। এপ্রকার বীরের নিকট সাধ্য কার, যে আগুয়ান হয়। দস্যুগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। যুবক সেই মুহূর্ত্তে অশ্বের মুখ ফিরাইয়া অতি দ্রুতবেগে চালনা করিলেন, অশ্বও নক্ষত্র বেগে ছুটিল।

অনুমান হইল প্রায় ২।৩ ক্রোশ আসিয়াছি, অশ্বেরও গতি ক্রমে ক্রমে শিথিল পড়িল। যুবক ইচ্ছানুসারে অতি ধীরে ধীরে চালনা করিতে লাগিলেন, বোধ হয়, পরিশ্রমাতিশয্য বশতঃ যুবকের ইহাই মন্তব্য। আমি ঘোড়ার পিঠে ঝুল্‌ছি, এতক্ষণ পরে যুবকের দৃষ্টি পড়িল, তাঁহার সাহায্যে আমি পূর্ব্বের ন্যায় স্থিরভাবে বসিলাম।

যুবক কহিলেন—"শৈবলিনি বড় কষ্ট হয়েছে—কেমন ?"

আমি কহিলাম—"আপনার চেয়ে আর নয়, আমার জন্যে কেন এতগুলো লোককে খুন করিলেন ?"

যুবক। দস্যু মারতে পাপ নেই। যদি কিছু থাকে, এক জন নিরপরাধীর জন্য তাও বহন কত্তে স্বীকৃত আছি।

রাত্র প্রায় শেষ হইয়াছে, গাছ পালা অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে; আমাদের অশ্ব একটী ঝোপের ধার দিয়া মন্দগমনে চলিতেছে এমন সময়ে সেই ঝোপের ভিতর হইতে—"বাবাগো মাগো মেরে ফেল্লেগো" বলে একটা আর্ত্তনাদ শুনা গেল। চীৎকার শুনিয়া যুবক অশ্বযোগে ঝোপের অতি নিকট গমন করিলেন। দেখিলাম—দুই জন লোক অপর একটী লোককে

একটা গাছে কসে বেঁধেছে—সেই লোকটা এই রকম চীৎকার কচ্ছে।

আমাদের দেখিয়া এক জন লোক ধীরে ধীরে একটী গাছের পাশে যাইয়া স্বদেহ লুক্কায়িত করিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি কট্‌মট্‌ করে যুবকের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি উক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া চিনিলাম—গয়ারাম। বৃক্ষ পার্শ্বস্থিত লোকটী উঁকি ঝুঁকি মারিতেছেন চিনিলাম—হারাণ। এরা দুজন কা'র উপর অত্যাচার করে? যুবককে দেখিয়া গয়ারাম সরোষে কহিল—"যদি প্রাণের মায়া করত এখান থেকে পালাও।"

যুবক জলদ গম্ভীর স্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন—"প্রাণে বাঁচ্‌তে সাধ থাকে ত ঐ ব্যক্তির দড়ির বাঁধন খুলিয়া দাও।"

যুবকের প্রত্যুত্তর শুনিয়া গয়ারাম সলম্ফে যুবককে আক্রমণ করিল। আমি ছদ্মবেশে—গয়ারাম চিনিতে পারিল না। গয়ারাম অগ্রসর হইতে না হইতে—যুবক সজোরে দুর্বৃত্তের হস্তে যষ্টী প্রহার করিলেন। গয়ারাম সেই খানেই চোদ্দপো হইলেন।

যুবক লহমা মধ্যে রজ্জুবদ্ধ ব্যক্তিকে মুক্ত করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে, রজ্জুবদ্ধ ব্যক্তি—আমাদের মেজ বাবু—কালিকিঙ্কর। বিলম্ব না করিয়া বীরচাঁদ ঘোড়া ছুট করিয়া দিলেন। আমি গয়ারামকে দেখিবার জন্য পশ্চাতে একবার চাহিলাম—গয়ারাম ধরাপৃষ্ঠে নাই, পলাইয়াছে।

ক্রমাগত দুই ঘণ্টা অশ্ব চালনা করিয়া আমরা একটী গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। গ্রামটী নেহাত মন্দ নয়—প্রায় বিক্রমপুরের মত। আমাদের অশ্ব একটী মস্ত বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল। যুবক অগ্রে অশ্ব হইতে নামিয়া, আমাকেও নামাইয়া

দিলেন। সম্পূর্ণ প্রভাত হইয়াছে আমাদের দেখিবার জন্য চারি দিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিল। বাড়িটী তত পরিষ্কার নয়, কিন্তু আয়তনে প্রমোদকিশোর বাবুর প্রাসাদ অপেক্ষা বৃহৎ। যুবক আমার হস্ত ধরিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

# দ্বাত্রিংশ বিম্ব।

## যুবকের পরিচয়।

বীরচাঁদ আমাকে একটী ঘরের ভিতর লইয়া গেল। ঘরটী অপরিচ্ছন্ন। একটী শয্যা খট্টাঙ্গ আছে বটে কিন্তু তাহাতে ছাতা পড়া; বোধ হয়, এ ঘরে কেহ থাকে না। বাটী খাঁ খাঁ করিতেছে, যেন কেহ নাই। ক্ষণেক পরে একজন বৃদ্ধা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে এলেগা ?"

যুবক কহিল—"কে ঠানদিদি, চিন্তে পার কি ?"

বৃদ্ধা অনিমেষ নয়নে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যুবক সহাস্য আস্তে জানাইল—"এই ক'বচ্ছরে সব ভুলে গেলে ?

বৃদ্ধা কহিল—"কে—চারু ?"

"না, চারু নয়—তার ছোট ভাই।"

বৃদ্ধা না বুঝিয়াও বুঝিল। আমি বীরচাঁদকে কহিলাম—আপনারই এই বাড়ী ?

যুবক কহিল—"হাঁ," আমি বলিলাম—"তবে এ বাটীর লোক আপনাকে চিনিতে পারে না কেন ?"

যুবক কহিল—সে অনেককথা, আহারাদির পর আমার পরিচয় জানিতে পারিবে।

বাটীর মধ্যে সেই বৃদ্ধা তাহার একমাত্র দুহিতা ও তাঁহার ভর্ত্তা। এত বড় বাড়ীতে এই কয়েকটী লোক, দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। যুবকের আজ্ঞায় সকাল সকাল স্নানাহারাদি হইয়া গেল।

যুবক বাটী আসাতে, গ্রামের জনসমূহে বাটী পরিপূর্ণ হইল। যুবকের আজ্ঞায় ভৃত্যাদি নিরূপিত হইল। গৃহাদি পরিষ্কার করিতে লোক জন নিযুক্ত হইল। বুঝিলাম—যুবক এক জন সাধারণ ব্যক্তির পুত্র নহেন।

আহারাদি সমাপনান্তে যুবক ও আমি একটী ঘরে বসিয়া আছি। ঘরে একটী মাতুর পাতা, আমিও যুবক সেই মাতুরে উপবিষ্ট। যুবকের হাতে একতাড়া কাগজ। সহর্ষে যুবক কহিল—"শৈবলিনি! আমার পরিচয় শুন্‌বে,"

আমি সাগ্রহে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। যুবক বলিবার পূর্ব্বে কহিলেন—"বেশী বিস্ময় প্রকাশ করিও না।" যুবক বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমার পিতা এক জন প্রসিদ্ধ জমীদার, অনেকে তাঁর নাম শুনে থাক্‌বেন। তাঁর দুটী পুত্র, প্রথমটীর নাম চারুচন্দ্র দ্বিতীয় পুত্রের নাম—বীরেন্দ্রনাথ। আমার নাম বীরেন্দ্র, ডাকাতদিগের নিকট বীরচাঁদ বলিয়াই খ্যাত। আমার পিতার সম্পত্তির অবধি ছিল না। তিনি সার্ব্বভৌম উপাধি লাভ করিয়াছিলেন—অনেকে তাঁহাকে রাজা বলিয়া জানিত। আমার পিতার নাম শুনিলে বোধ হয় আরও বিস্মিত হইবে—আমার পিতার নাম গোলকনাথ। বলা বাহুল্য আমরা

পিতার গুণে অল্প বয়সে শিক্ষিত হই। প্রমোদকিশোর জমীদারের বোধ হয় আর পরিচয় দিতে হইবে না। তিনি প্রথমতঃ আমার পিতার নিকট কাজ কর্ম্ম করিতেন। পিতার অত্যন্ত বিশ্বাসী ও প্রিয় থাকাতে পিতা ঠাকুর তাঁহাকে ২০০ বিঘা লাখিরাজ দান করেন এবং চাকরী হইতে অব্যাহতি দেন। এতদ্ভিন্ন প্রমোদকিশোর বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রমোদকিশোর নিজের বুদ্ধিবলে অতি অল্পদিনে এক জন জমীদার হইয়া উঠেন। পিতামহাশয় প্রমোদকিশোর বাবুর নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাঁহার কন্যা সন্তান হইলে চারুচন্দ্রের সহিত বিবাহ দিবেন, কিন্তু প্রমোদকিশোর বাবুর কন্যা না হওয়াতে, তাঁহার ছোট ভাই কালিকিঙ্কর, আমার পিতার নিকট আসিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করেন—যে তাঁহার কন্যার সহিত যেন চারুচন্দ্রের বিবাহ হয়। পিতা ঠাকুর প্রথমতঃ এ বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করেন; কারণ প্রমোদকিশোর বাবুর কন্যার সহিত দাদার বিবাহ দিতে পিতা প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ। প্রমোদকিশোরের একমাত্র পুত্র তৎপরে আর কোন সন্তানাদি নাই—দেখিয়া অবশেষে পিতা ঠাকুর প্রমোদকিশোরের মত জানিতে ইচ্ছা করেন। ভ্রাতৃবৎসল প্রমোদকিশোর ইহাতে আনন্দের সহিত অনুমোদন করিলে উভয়ের বিবাহ হয়।

পাঠক স্মরণ আছে, চারুচন্দ্র শৈলবালার স্বামী। আমি আগ্রহের সহিত কহিলাম, "চারুচন্দ্র এখন কোথায়?"

আমার কথায় বীরেন্দ্র কহিলেন—"যা বলি শুনে যাও।"

"খুব জাঁক জমকের সহিত বিবাহ হইয়া গেল। পিতা মহাশয় দাদার বিবাহে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। এই রকম

দুই তিন মাস গত হ'ল। পিতা বৃদ্ধ হইয়াছিলেন—আর অধিক দিন বাঁচিব না—এই চিন্তায় তিনি আমাদের নামে একটী উইল করেন। কালিকিঙ্কর বাবু উইল হইবার পরে আসিয়া পিতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন—কি রকম উইল হ'ল। পিতা-ঠাকুর বলিলেন—"দুই ছেলেকে সমানই দিয়ে গেলাম।" কালি-কিঙ্কর তাহাতে রোষ প্রকাশ করিয়া পিতাঠাকুরকে কহেন "এটী আপনার অন্যায় হইয়াছে—আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র যখন বিবাহিত তখন তাঁহারই অংশে আপনার সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ থাকা উচিত। আপনার কনিষ্ঠ পুত্র যদি বিবাহিত হইত, তখন তাঁহাকে সমভাবে দিতে পারিতেন।"

পিতামহাশয় সরোষে কহেন—"আপনাকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে আহ্বান করি নাই। আমার জিনিষ আমি যাকে যেরূপ ইচ্ছা তাকে সেইরূপ দিব, আপনি তাতে কথা কহিবার কে?" কালিকিঙ্কর বাবু রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে আমাদের বাটী হইতে প্রস্থান করেন। কিছুদিন পরে একখানি পত্র আসে "আপনি আমাকে যেরূপ অবমাননা করিয়াছেন, ইহার ফলভোগ এক দিন নিশ্চয় করিবেন।"

"এক রাত্রে আমাদের বাড়ীতে ডাকাত পড়ে।" উঃ—বলিয়া বীরেন্দ্র একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আমি বুঝিলাম, বোধ হয় এই ডাকাতিতে কাহারও সর্ব্বনাশ হইয়া থাকিবে, উৎসুক নেত্রে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

"বীরেন্দ্র কহিলেন—শৈবলিনি! এই ডাকাতিতে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়, পরমারাধ্য জনক ইহাতেই প্রাণ পরিত্যাগ করেন। দুর্বৃত্ত দস্যুরা পিতাকে বৃদ্ধ দশায় হত্যা করিয়া পলায়ন করে।

এই ডাকাতিতে আমাদের বিষয়ের দলিলাদি সমুদায় লুণ্ঠিত হয়। টাকাকড়ি প্রায় সমুদায় অপহৃত হয়। পিতা মৃত্যু সময়ে আমাদের বলিয়া গেলেন—চারু! বীরেন! যদি আমার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে থাক, যদি পিতা বলে মান্য কর, যদি যথার্থ পুত্র হও, তবে এই ডাকাতদিগের সর্ব্বনাশ করিতে পাপ কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হইওনা। বলে, কৌশলে যেরূপে পার, দস্যু সর্দ্দারের জীবন যেন আমারই মত হয়, তবে জানিব পুত্র—নচেৎ আমার মৃত্যুতেও সুখ নাই। বল চারু! ডাকাত দেখে কি ভয় পেয়েছ? এতদিন কি জন্য ঘৃত দুগ্ধে দেহ পোষন করিয়াছিলে? এ সমুদায়ই কি বৃথা, আমার সবই কি পণ্ড।" বীরেন্দ্র আর বলিতে পারিলেন না, চক্ষের জলে বক্ষঃদেশ প্লাবিত হইয়া গেল। আমি কহিলাম—"আপনার কষ্ট হইতেছে, আর বলিয়া কাজ নাই।" অশ্রু মার্জ্জন করিয়া বীরেন্দ্র পুনরায় কহিলেন "পিতার মুখে এই কথা শুনিয়া দাদা প্রতিজ্ঞা করিলেন—কাল হইতে আর বাড়ীতে প্রবেশ করিব না, পিতৃহন্তার রক্তে স্বহস্ত রঞ্জিত না করিয়া কখন এ প্রাণাদের মুখাবলোকন পর্য্যন্ত করিব না। দাদা সেই দিনের পর দিন হইতেই নিরুদ্দেশ হয়েন। অনেক স্থানে অনুসন্ধান করিয়াও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, তাঁর শ্বশুরও খুজিতে ত্রুটী করেন নাই। আমি বাটীতে থাকিয়া পিতার সৎকার করি। অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে, শ্রাদ্ধাদি হইল, আমি প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। কিছু দিন পরে মাতাও বিষম রোগে আক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়েন। আমি একমাত্র বালক সংসারের কি জানি সংসার আমার ভাল লাগিল না। আমি সংসারের মধ্যে একাকী আর কেহই নাই। ভৃত্যাদিকে জবাব

দিলাম। অর্থও নাই অর্জ্জন করিতে ইচ্ছাও করে না। মন কেমন কেমন হ'ল। এই বাড়ীতে কয়েক জন প্রতিবেশী রাখিয়া আমি পিতার আদেশ স্মরণ করতঃ বৈরনির্য্যাতনে বহির্গত হই।

অনেক দিন ধরিয়া অনেক স্থান অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোন অঙ্কুর পাইলাম না। দাদাকে খুঁজিতে ইচ্ছা গেল—হয়ত দাদা শ্বশুরালয়ে আছেন এই ভাবিয়া সেইখানে যাইতে মনস্থ করি। বিক্রমপুর যাইতে একটী সংকীর্ণ পথ আছে, সেই দিক দিয়া গেলে খুব শীঘ্র হয়। সন্ধ্যার সময় আমি সেই পথ ধরিয়া যাইতেছি এমন সময় আমার কাঁদের কাছ দিয়ে বোঁ বোঁ করে কি চলে গেল। আমার ভয় হওয়া দূরে থাকুক অত্যন্ত আনন্দ হ'ল। গুড়ী মরিয়া খুব আস্তে আস্তে গিয়া, একটী বৃক্ষের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াই। সেই গাছের অল্পদূরে জনকয়েক লোক বসে কি বলাবলি করিতেছে।

এক জন বল্লে "আজ তিন দিনই কিছু হ'ল না, প্রভুর কাছে মুখ দেখাব কেমন করে।" আমি জানিলাম ইহারাই ডাকাত। মনে যে কত খানি আহ্লাদ হ'ল তা' বলতে পারি না। আমার হাতে তীর ধনুক ছিল, লক্ষ্য করে সর্দ্দার বেটাকে মারি। সেও সেই খানেই কৃষ্ণ প্রাপ্ত হয়। অবশিষ্ট লোকগুলি সেখান থেকে দেছুট। একজন রোগা সকলের পেছিয়ে পড়ে; আমি দৌড়ে গিয়ে তাহাকে ধরি। সে ব্যক্তি ভূত মনে করে—রাম রাম বলতে লাগলো আমি বুঝিলাম ইহার দ্বারায় কার্য্য সিদ্ধি হবে তাহাকে ভয় দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোদের আড্ডা কোথায় বল নইলে মেরে ফেল্‌বো।" সে ব্যক্তি ভয়ে ভয়ে

তাদের আড্ডা দেখিয়ে দেয়, আমি অতি গুপ্তভাবে সেই বাড়ীতে প্রবেশ করি। প্রভুর নিকট চাকরী প্রার্থনা করি। তাহাতেই স্বীকৃত হয়েন। প্রভু কে শুনবে—যাকে সেই ঝোপের ধারে গাছে বেধে মারবার উদ্যোগ কচ্ছিল—যাকে আমি উদ্ধার করি। পাঠক কি বুঝিলেন ? এ সেই মেজবাবু ওরফে কালিকিঙ্কর।

# চতুর্ব্বিংশ বিম্ব।

## হস্তি—আলানে।

আমরা বসিয়া আছি, এমন সময় একজন যুবা পুরুষ আসিয়া বীরেন্দ্রনাথকে জানাইল—"সর্ব্বনাশ হয়েছে, এতদিন পরে দস্যু-দল সমূলে নির্ম্মূল হইল।"

উৎসুক চিত্তে বীরেন্দ্রনাথ কহিলেন—"খবর কি ?"

"আপনার হাতে প্রায় বিশ জন একেবারে মরেগেছে, ৪০।৫০ জন সেইখানে পড়ে আছে উঠে বাড়ী যেতে হয় নাই, এ ছাড়া ১০।১২ জনের হাত ভেঙ্গে গেছে। কোম্পানির লোকেরা সন্ধান পেয়ে রাস্তায় আমাদের প্রভুকে ধরেছে। এখান দিয়েই নিয়ে যাবে, আমি এই মাত্র দেখে এলেম।" বীরেন্দ্রনাথ আমাকে ত্রিতলে উঠাইয়া দিয়া দস্যু সর্দ্দারের দশা দেখ্‌তে বাহিরে গেলেন। আমি বীরেন্দ্রনাথের কথানুযায়ী ত্রিতলে উঠিলাম। আমি একাকিনী ছাতের উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম। বিধাতার কি অপূর্ব্ব কৌশল ! যে মানুষ এতদিন ধরে পরের সর্ব্বনাশ করতঃ জীবিকা অর্জ্জন করতেছিল, যাহার পাপ বসুন্ধরা ধারণ করিতে অসমর্থ,

সেই ব্যক্তি আজ অপূর্ব্ব কৌশলে আলানে আবদ্ধ হইল। মেজ বাবুর পাপভারে বসুন্ধরা কম্পান্বিতা। আজ ধরা পড়িয়াছেন। আমি দেখিতেছি—এমন সময় জন কয়েক পাহারা ওয়ালা একটী লোককে হাতে হাতকড়ি দিয়া লইয়া আসিতেছে। মেজ বাবুর অঙ্গে বস্ত্রাদি নাই, পায়ে পাদুকা নাই, পদব্রজে পাহারাওয়ালা কর্তৃক তাড়িত হইয়া চলিয়াছেন। পাহারাওয়ালাগণ এই বাটীর সম্মুখে আসিবামাত্র বীরেন্দ্রনাথ মেজ বাবুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বীরেন্দ্রনাথকে দেখিবামাত্র মেজ বাবু রাগে গর্ গর্ করিতে লাগিল।

বীরেন্দ্রনাথ কহিলেন—"কালিকিঙ্কর বাবু আমাকে চিনিতে পারেন কি—আমি গোলক বাবুর ছেলে, পিতার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, দলিলাদি হস্তগত করিয়া জাল করিয়াছিলেন। গোলকনাথ পুত্র নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছে—এই দেখুন সেই দলিল। বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ কতকগুলি কাগজ দেখাইলেন।

মেজ বাবু বীরেন্দ্রনাথের এবম্প্রকার উদ্ধত বচনে অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া সংক্ষোভ নয়নে বীরেন্দ্রনাথের হস্তস্থিত দলিলাদির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পাহারাওয়ালাগণ হিঁচড়িয়া লইয়া চলিল। যাহার আজ্ঞা এক সময় কত দস্যুরা নত শিরে বহন করিত, যাঁহার জন্য কত শত ভৃত্যাদি নত শিরে দণ্ডায়মান, সেই ব্যক্তি আজ বন্দী। মেজ বাবুকে আমাদের দৃশ্যপথ হইতে লইয়া চলিল। এ দৃশ্য দেখিলে হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়।

সেই দিনে শুনা গেল মেজ বাবু পলায়ন করিয়াছেন। বোধ হয়, পাপীর প্রায়শ্চিত্ত ঐরূপে হওয়া বিধাতার ইচ্ছা নহে।

# চতুস্ত্রিংশ বিম্ব।

## রহস্য—বিটপী।

এক সময়ে যে রহস্য বীজ রোপিত হইয়াছিল, সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া এক্ষণে শাখা প্রশাখা বিস্তার করতঃ মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে।

আমি বীরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"চারুচন্দ্র কোথায়? হতভাগিনী শৈলবালা কেন কষ্ট পায়?"

চারুচন্দ্র বলিলেন—"দাদাকে অন্বেষণ করিবার জন্য চারিদিকে লোকজন পাঠান হয়েছে, আমি আজ একবার ডাকাতদের আড্ডায় যাব। তোমার টাকা কড়ি সেই খানে আছে—আজ আন্‌তে হবে।"

"আমার টাকা কিসের! আপনার পিতামহের গুপ্তধন—আপনারই পাওয়া উচিত।"

"শৈবলিনি! আমার টাকার প্রয়োজন নাই,তোমার সাহায্যে আমি পিতৃসত্য হইতে মুক্ত হইলাম—এই আমার যথেষ্ট—ও টাকা তোমার।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার পিতামহের গুপ্তধনের বিষয় কি আপনার পিতা জানিতেন না?"

"পিতার মুখে এই কয়েকটী কথা শুনিয়াছি যে, বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত দূষিত ছিল। মার মুখে শুনিয়াছি পিতার চরিত্র দূষিত হওয়াতে, পিতামহ মহাশয় মাকে কি একখানা কাগজ দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন পিতার

চরিত্র সংশোধিত হইলে, সেই কাগজখানি যেন তাঁহাকে দেওয়া হয়। মাতা ঠাকুরাণী অসাবধানতা বশতঃ কাগজ খানি হারাইয়া ফেলেন। যে লোকটী কারাগারে তোমাকে এই পত্র খানি দেন—তিনি আমার পিতার পরম বন্ধু। বোধ হয়, ঘটনাসূত্রে তিনিই এই কাগজখানি প্রাপ্ত হন। আমি এখন বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি—এই কারণেই সেই ব্যক্তি কালিবাবুর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা করে। বৈবাহিকদ্বয়ের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিবার সেই বৃদ্ধই একমাত্র কারণ। কালিবাবু বৃদ্ধের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করে। বেটার যেমন কর্ম্ম তার উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছিল।"

"আপনাকে কি কালিবাবু ও সেই ব্যক্তি চিনিতে পারেন নাই?"

"কালিবাবু আমাকে একবার কি দুইবার দেখে থাক্‌বেন, তাহাতে কেমন চিন্‌বেন; আর উক্ত বৃদ্ধের নিকট আমি কদাচ যাইতাম না।"

বীরেন্দ্রনাথ বহুলোক সমভিব্যাহারে ডাকাতের আড্ডা হইতে টাকার কলসিগুলি আনিলেন—সে সব আমার। ডাকাতরা সব ধরা পড়িয়াছে, কেবল মেজ বাবু পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। বীরেন্দ্রনাথ যখন ডাকাতদিগের আড্ডা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাঁহার সঙ্গে এক জন শীর্ণ যুবা পুরুষকে দেখিলাম। দেখিয়া বোধ হইল, যুবক এককালে সুন্দর ছিলেন, বোধ হয়, শারীরিক কষ্টে, এই রূপ—আকৃতি হইয়াছে। বীরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইনি কটী কে?"

বিদ্রূপ সহকারে বীরেন্দ্র বলিলেন—"চিন্‌তে পাচ্ছ না? নবীনকিশোর বাবুর ছেলে—দেবনাথ।"

ইহাপেক্ষা বিস্ময়ে বিষয় আর কি হইতে পারে। আমি

দেবনাথের মুখমণ্ডলের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছি। সে শ্রী নাই, সে গঠন নাই—সে দেবনাথকে এখন চেনা ভার।

বীরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"দেবনাথকে কোথায় পেলে?"

বীরেন্দ্রনাথ কহিলেন—"দেবনাথ কারাগারে ছিল—মেজ বাবুই কারাগারে রাখিয়াছিল—আর যদি দু দিন বিলম্ব হইত বোধ হয়, অভাগা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিত।"

আমি দেবনাথের নিকট নিজের পরিচয় দিলাম। দেবনাথের আর আহ্লাদ ধরে না।

বীরেন্দ্রনাথ দেবনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মেজ বাবু তোমাকে কি উদ্দেশ্যে বন্দী করিয়াছিলেন?"

দেবনাথ। বাবার বিষয়ের উপর মেজ কাকার বেশী ঝোঁক আমাকে এক দিন দলিলাদি আনিতে বলেন, তাহাতে আমি অস্বীকৃত হই। তার পরে ডাকাতি করে দলিলাদি ও আমাকে পর্য্যন্ত নিয়ে কারাগারে বদ্ধ করেন।

কি ভাবিয়া বীরেন্দ্রনাথ বাটীরভিতর হইতে একতাড়া কাগজ লইয়া আসিলেন। কাগজের আকৃতি দেখিয়া আমি চিনিলাম—সেই পাতালপুরীর কাগজের তাড়া। আমাদের নিকট আসিয়া বীরেন্দ্রনাথ কাগজগুলি খুলিয়া ফেলিলেন—অদ্ভুত ঘটনা! সেই কাগজগুলির মধ্যে প্রমোদকিশোর বাবুর দলিল!! মেজ বাবুর অদ্ভুত জুয়াচুরি—জাল!!!

# পঞ্চত্রিংশ বিম্ব।

## মার্গে।

দেবনাথ আহ্লাদে আর কথা কইতে পারিলেন না। বীরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন ; জীর্ণ শরীর আনন্দে এতদূর বিভোর হইলে বিপরীত কাণ্ড ঘটিতে পারে। তিনি কহিলেন—"চল আমরা সকলে মিলিয়া তোমার বাপের নিকট গমন করি।"

দেবনাথ স্বীকৃত হইলেন। জনক জননীকে অনেক দিন দেখেন নাই, আজ দেখিবেন—দেবনাথের ভারি আহ্লাদ।

দেবনাথকে দেখিয়া, আহ্লাদে আমি মোহিনী ও সুরেন্দ্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এক্ষণে স্মরণ হওয়াতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মোহিনী ও সুরেন্দ্রনাথ কোথায় ?"

দেবনাথ কহিলেন—"কই, আমিত তাহাদের বিষয় কিছু জানি না, কেন ? তাহারাও আমার অদৃশ্যের সময় হইতে নিরুদ্দেশ নাকি ?"

আমি কহিলাম—"ডাকাতির পর তোমাকে, মোহিনীকে ও সুরেন্দ্র নাথকে খুঁজে পাওয়া যায় নাই। ইহা ছাড়া বাড়ীতে আরও একটী সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে—ডাকাতেরা চন্দ্রশেখর বাবুকে খুন করিয়াছে।

দেব। অ্যাঁ—বলকি—এতদূর সর্ব্বনাশ ! মা বাপ কেমন করে আছেন।—উঃ—বলিয়া দেবনাথ একটী নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

আমরা প্রমোদকিশোর বাবুর বাটীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত

হইলাম। একখানি পাল্কী আসিল তাহাতে আমি আশ্রয় লই-লাম। দেবনাথ শীর্ণ, ঘোটকে চড়িবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং তিনিও শিবিকার ভিতরে আসিলেন। বীর বীরেন্দ্রনাথ বীরবেশে অশ্বারোহণে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর। সূর্য্য কিরণের তাদৃশ তীক্ষ্ণতা নাই—আমরা একটী ক্ষেত্র দিয়া যাইতেছি। আমাদের দক্ষিণ দিকে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে—বামদিকে অল্প অল্প বন। বড় বড় গাছগুলি মস্তক সমুন্নত করিয়া যেন ক্ষেত্রের শোভা দেখিতেছে। সেই বনের পার্শ্ব দিয়া একটী অপ্রশস্ত পথ গিয়াছে, আমরা সেই পথ বাহিয়া চলিতেছি। বাটী হইতে প্রায় দুই ক্রোশ আসিয়াছি, এখনও ক্রোশ তিন চেরেক বাকি আছে। এমন সময় কোথা হইতে একটী তীর আসিয়া বীরেন্দ্রনাথের অশ্বের শিরদেশে বিদ্ধ হইল, অশ্ব মহা চীৎকার করতঃ আরোহী সহ ভূতলে পড়িয়া গেল—বাহকগণ শিবিকাস্কন্ধে সভয়ে দাঁড়াইল। বীরেন্দ্রনাথ এদিক ওদিক দেখিতে-ছেন। হস্তে ধনুর্ব্বাণ—ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া চারিদিকে অশ্ব হন্তাকে অন্বেষণ করিতেছেন। অল্পক্ষণ পরে একটী উচ্চ বৃক্ষের উপর দৃষ্টি পড়িল—যেই শর সন্ধান করিতে যাইবেন অমনি মহা-শব্দে গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া সেই ব্যক্তি সন্নিহিত কণ্টকময় ঝোপের ভিতর পতিত হইল।

বীরেন্দ্রনাথ দৌড়িলেন। বাহকগণ পাল্কীখানি সেই খানে রাখিল—দেবনাথ শিবিকা মধ্য হইতে বাহিরে আসিলেন। বীরেন্দ্র নাথ, বহুকষ্টে উক্ত ব্যক্তিকে সেই ভয়ানক কণ্টকময় স্থান হইতে বাহির করিলেন। লোকটীর চারিদিকে কাঁটা ফুটিয়াছে—একটী তিল রাখিবার স্থান নাই। উক্ত ব্যক্তি একেবারে জ্ঞানশূন্য—

কণ্টকাঘাতে শরীর হইতে সহস্র ধারে রুধির নির্গত হইতেছে। বীরেন্দ্রনাথ উক্ত ব্যক্তিকে একেবারে আমাদের নিকট আনয়ন করিলেন। দেখিয়াই আমরা চিনিতে পারিলাম—মেজ বাবু ওরফে কালিকিঙ্কর বাবু।

মেজবাবু অজ্ঞান। এ প্রবৃত্তি তাঁর কেন হইল, এই আমার চিন্তা। বীরেন্দ্রনাথকে হত্যা করাই বোধ হয়, মেজবাবুর উদ্দেশ্য, যাহা হউক, পাপের ফল হাতে হাতেই ফলিল। মেজ বাবুকে সযত্নে পাল্কীর ভিতর রাখিয়া—দেবনাথ ও বীরেন্দ্রনাথ স্বীয় গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—প্রমোদকিশোর বাবুর বাড়ীতে আর যাওয়া হইল না।

## ষষ্ঠত্রিংশ বিম্ব

### পরম হংস।

বীরেন্দ্রনাথ কালিকিঙ্কর বাবুকে স্বীয় আবাসে আনিয়া উত্তম উত্তম বৈদ্য আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। আমি শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিলাম। বৈদ্যেরা অনেক কষ্টে অনেকগুলি কাঁটা বাহির করিলেন—কিন্তু সম্পূর্ণ কণ্টকশূন্য করিতে পারিলেন না। মেজ বাবু সময়ে সময়ে জ্ঞান পাইতেছেন, কথন অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছেন।

দেবনাথ স্বীয় পিতাকে ভাল করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানির মর্ম্ম এই—"পত্রপাঠ আপনি বাটীর সমুদায় পরিবার লইয়া এখানে অতি অবশ্য অবশ্য আসিবেন।" বলা বাহুল্য,

বীরেন্দ্রনাথ প্রমোদকিশোর বাবুর মান্যের জন্য বিস্তর লোক পাঠাইলেন।

আমার নূতন চিন্তা। অসম্ভাবী চিন্তা। ঈশ্বরেচ্ছায় দেব-নাথকে পাওয়া গেল! মোহিনী ও সুরেন্দ্রকে পাওয়া যাইবে। চারুচন্দ্রকে পাওয়া যাইবে, সতীশচন্দ্র গৃহে ফিরিবেন। সতীশের অন্বেষণার্থে বীরেন্দ্রনাথকে আমি বলিলাম। বীরেন্দ্রনাথ চিনিতে পারিলেন না—সতীশ কে? মেজ বাবুর জেষ্ঠ পুত্র বলাতে, তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে লোক জন পাঠাইতে লাগিলেন।

এ বাটী হইতে প্রায় দুই ক্রোশ ব্যবধানে একটী নিভৃত স্থানে এক জন পরম হংসের বাস। তিনি একজন দৈবজ্ঞ—মনুষ্যের শুভাশুভ যথাযথ গণনা করিয়া থাকেন। আমার ইচ্ছা নিজের শুভাশুভ গণনা করিয়া আইসি, কিন্তু এবিষয় কাহার নিকট প্রকাশ করি—বীরেন্দ্রনাথকে বলিলে ইচ্ছা ফলবতী হইতে পারে বটে কিন্তু, কেমন করে প্রকাশ করি—লজ্জা করে যে, লজ্জা করিলে কি হইবে—আমি লজ্জার মাথা খাইয়া বীরেন্দ্রনাথকে নিজের মন ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলাম। বীরেন্দ্রনাথ স্বীকৃত হইলেন। অদ্যই সে স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। পরম হংসের নিকট যাইবার কারণ আমার আরও একটী ছিল—এই স্থানেই তাহা প্রকাশ করিয়া বলি। আমার অদৃষ্টের সহিত সতীশচন্দ্রের ভাগ্যের কতদূর সাদৃশ্য আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। কথাটা মনের মধ্যে রাখিলাম, বীরেন্দ্রদাথকেও কহিলাম না।

বেলা ১১।১২ টার সময় যাত্রা করিয়া, আমরা সেই স্থানে ৩।৪ টার সময় উপস্থিত হইলাম। একটী প্রকাণ্ড লতাকুঞ্জের

ভিতর প্রবেশ না করিতে করিতে একজন যোগীপুরুষ আসিয়া আমাদের শুভাগমন জিজ্ঞাসা করিলেন। বীরেন্দ্রনাথ উক্ত যোগী পুরুষের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্রনাথ যেন কত বিস্মিত; আমিও অধিকতর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"উক্ত যোগী পুরুষকে দেখে আপনি ভ্রমন কচ্ছেন কেন ?" উত্তর হইল—"শৈবলিনি! বোধ হয়, এত দিনে আমাদের শ্রম সার্থক হল। বোধ হয়, ঐ যোগী পুরুষটী আমারই জেষ্ঠ সহোদর চারুচন্দ্র। পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে ভয় করে, পাছে শাপ দেন। বহু দিন পর্য্যন্ত দুই সহোদরে বিচ্ছিন্ন আছি—ভাল করে চিনিতেও পারিতেছি না।" ক্ষণে ক্ষণে বীরেন্দ্রনাথের ঔৎসুক্য বাড়িতে লাগিল। ধৈর্য্য ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত যোগীপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার নাম কি চারুচন্দ্র"। যোগী মুখ ফিরাইয়া বীরেন্দ্রনাথের অবয়বের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"কে বীরেণ ? দাদা আমার!" বলিয়া আনন্দাশ্রুর সহিত দুই সহোদরে আলিঙ্গন হইল। বাটীর খবর জিজ্ঞাসা করাতে, বীরেন্দ্রনাথ সংক্ষেপে বাটীর পরিচয়, দস্যুদিগের নিপাত, দস্যু-সর্দ্দার কে—ইত্যাদি সমুদায় বলিলেন। চারুচন্দ্র পুনরায় সাদরে ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"বীরেন্দ্র! যথার্থ তুমি পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছ।" আমরা সকলে পরমহংস দর্শনে গমন করিলাম। একটী উচ্চাসনে এক জন মহাযোগী বসিয়া সান্নিহিত লোকদিগকে ঔষধি বিতরণ করিতেছেন। চারুচন্দ্র নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে সেই যোগীকে কহিলেন—"প্রভু! আমার ব্রত পূর্ণ হইয়াছে—উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে—এক্ষণে বিদায় প্রার্থনা করি।"

যোগী চারুচন্দ্রকে বিদায় দিলেন, আমরা মহানন্দে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

# অনন্ত বিম্ব।

## বাইওয়ালি।

প্রমোদকিশোর বাবু পত্র পাইয়াছেন। ছেলে জীবিত আছে এ শুনে কার মা বাপ, না দেখে থাক্‌তে পারে। ছেলের কথিত মত বাটী শুদ্ধ সকলে আসিয়া উপস্থিত। বৈবাহিক আলয়ে আসিতে যদিও লজ্জাকর বটে, তথাপি তনয়-মুখ-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আসিতে বাধ্য হইলেন। শৈলবালা আসিয়াছে। হৃদয়ের সামগ্রী আজ শৈলবালা পাইবে। শৈলবালার অনুসন্ধান—প্রথমে আমাকে পরমহংসের নিকট হইতে আসিতে আমার বিলম্ব হইয়াছিল। চারুচন্দ্র ও বীরেন্দ্রনাথের সহিত আমি শৈলের সম্মুখে আসিলাম। শৈল-বালা দৌড়িয়া আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। আমি কহিলাম—"শৈল! তোর স্বামী পূজা সফল হইয়াছে—ঐ তোর স্বামী" বলিয়া চারুচন্দ্রের দিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিলাম, হত-ভাগিনী—স্বামী মুখ কিরূপ তাহা মনে নাই, আজ দেখিয়া আনন্দে অশ্রুজল পরিত্যাগ করিল। আমার বক্ষে মস্তক রক্ষা করতঃ অর্দ্ধস্ফুট বচনে শৈলবালা কহিল—"দিদি! এমন দিন যে হবে, আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।" শৈলবালা আর বলিতে পারিল না।

প্রমোদকিশোরের নিকট তাঁহার সহোদরের গুণ বর্ণিত

হইল। প্রমোদকিশোর বাবু নিজ ভ্রাতার দুর্দ্দশা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

আজ এ বাটী আনন্দে পরিপূর্ণ,প্রমোদকিশোর বাবু অকাতরে মনস্কাম বিতরণ করিতেছেন। এখনও মোহিনী ও সুরেন্দ্রের প্রাপ্তি আশা জাগরুক রহিয়াছে। চারুচন্দ্র ও বীরেন্দ্রনাথ নিজে বাটীতে একটী মহা উৎসব করিলেন। চারি দিকে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করা হইল। দ্বিপ্রহর সময়ে অসংখ্য ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইল। বীরেন্দ্রনাথের বন্ধু প্রস্তাব করিলেন—এদেশে দিল্লি হইতে একটী বাইওয়ালি আসিয়াছে, আজ তাহাকে আনা-ইয়া এখানে গীত নৃত্যাদি হউক। বীরেন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন।

যথাসময়ে বাইওয়ালি আসিয়া উপস্থিত। বাটীর সকলেই-বাইওয়ালি দেখিবেন। সকলেই ঐৎসুক—বাইওয়ালি আবার কি—কোন জন্তু নাকি।

দিল্লির বাইওয়ালি আসরে নামিলেন। সঙ্গে পাঁচ ছয় জন লোক। কাহার হাতে সারঙ্গ, কাহার হাতে বীনা, কাহার কটি দেশে কাপড় জড়ান—বাঁয়া তবলা—মুখটী কেবল বেরিয়ে রয়েছে, আর সব কাপড়ের সহিত কোমরে বাঁধা।

বাইজি গান করিলেন—তবলা মনুষ্যের মাথা চরকির মত ঘুরিতে লাগিল। মহাধুম—দেখেকে। ধর্ম্মজননী দেখিতেছেন,—মনটা প্রফুল্ল নয়—দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল—আমিও বাইজির প্রতি দেখিলাম। ক্ষণেক পরে ধর্ম্মজননী আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। স্ত্রীমহলে গণ্ডগোল পড়িয়া গেল, ধর্ম্মমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কাঁদ কেন। ধর্ম্মজননী চীৎকার করিয়া বলিলেন—"ওরে আমার মোহিনী বাইওলি হয়েছে রে"। কান্না বহির্ব্বাটীতে

পৌঁছিল—বাইজির গান থামিল—তবলাজির মাথা বাঁচিল। সব নীরব, বাটীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বাইওয়ালি প্রমোদকিশোর বাবুর মেয়ে—মোহিনী। আরও একটু অনুসন্ধানের পর সুরেন্দ্রনাথকে পাওয়া গেল। সেই তবলাওয়ালা—সুরেন্দ্রনাথ।

## মেম সাহেব।

পরদিন সকাল বেলা খবর আসিল, এক জন সাহেব বীরেন্দ্র বাবুকে খুঁজিতেছেন। বীরেন্দ্রনাথ কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বিবৃত হইল—ম্যাজিষ্টেট সাহেব স্বয়ং বীরেন্দ্রকে ডাকাত গ্রেপ্তার করাইয়া দিবার পুরস্কার দিতে আসিয়াছেন। তিনি একলা আসেন নাই—আপনার প্রিয়তমার সহিত।

ম্যাজিষ্টেট সাহেব এক জন খ্রীষ্টান। প্রথমে তিনি এক জন হিন্দু ছিলেন। হ্যাট কোট পরাতে বোধ হয়, বাঙ্গালা ভাষা এক প্রকার ভুলে গেছেন। বীরেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক ম্যাজিষ্টেট সাহেবকে নিজ নিকেতনে আনয়ন করিলেন। চেয়ার টেবিল প্রস্তুত—গম্ভীর বদনে সাহেব বিবির সহিত ভিন্ন ভিন্ন কেদারায় উপবেশন করিলেন। আমি জানালা দিয়া মেম সাহেবকে দেখিতেছি। মেম সাহেবের মুখখানা যেন কোথাও দেখিয়াছি— ওমা, এ যে তিলোত্তমা। তিলোত্তমার এই বেশ! আমার ঘৃণা হইল—শৈলবালাকে ডাকাইয়া দেখাইলাম। সাহেব মেম সাহেবকে সেই খানে রাখিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলে আমি ও শৈল মেম সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করিলাম। শৈলবালা মেম সাহেবকে সম্বোধন করিয়া কহিল—“মেম সাহেব চিন্‌তে পার কি?”

মেম সাহেব একবার আমাদের দিকে চাহিলেন—মুখখানি

বিবর্ণ হইল, কিন্তু তাহা লুকাইয়া ফেলিলেন। শৈল পুনরায় পূর্ব্ব প্রশ্ন করিল। মেম সাহেব চেয়ার হইতে উঠিয়া সরাগে কহিলেন—"টোমরা কে আস, আমি কিড়ুপে জানিব।"

"শৈল কহিল—আমরন আরকি, আবার ভণ্ডামি দেখ। কুলে কালি দিয়ে মেম সাহেব সেজে বসেছ, মনে করেছ আমাকে কেউ চিনতে পারবে না—তুমি যে তিলোত্তমা—সেই। বাজারে দড়ি কলসি পাওয়া যায় না—গলায় দড়ি দিয়া মর।"

"সাহেব টোমাকে বিশ কোড়া মারিবে" বলিয়া বিবি সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

## মেজ বাবুর পরিণাম—রহস্য ভেদ।

মেজ বাবু ব্যাধিশয্যায়। আরোগ্য হওয়া দূরে থাকুক, কণ্টকাঘাতে যে ক্ষত হইয়াছিল, সেই ঘা এখন ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে ঘা, তাহাতে আবার ক্রিমি জন্মিয়াছে। মেজ বাবুর উঠিবার ক্ষমতা নাই, যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন—যেন প্রাণ বাহির হইয়াও বাহির হয় না, বৈদ্যেরা ঘন ঘন নাড়ি দেখিতেছেন—অবস্থা অতি শোচনীয়। বড় বাবু, বীরেন্দ্রনাথ, চারুচন্দ্র, দেবনাথ, ও বাটীর অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ সকলে মেজ বাবুকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বড় বাবুর চক্ষে অশ্রুকণা; ভাই এতদূর মন্দ চেষ্টা করিয়াছেন। সেই ভায়ের জন্য চক্ষের জল ফেলিয়া ভ্রাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন।

মেজ বাবু বলিলেন—"দাদা! ক্ষমা কর। আমি পাষণ্ড, নারকী! আমার নরকেও স্থান হবে না। গুটিকতক কথা বলে যাই; নইলে আমার মরণেও সুখ নাই। শৈবলিনি! না

আমার, আমি তোর পাষণ্ড কাকা। আমার জ্যেষ্ঠ প্রমোদকিশোর তোর পিতা, তোকে আমি বিস্তর কষ্ট দিয়াছি!”

“অ্যাঁ অ্যাঁ” বলিয়া প্রমোদকিশোর ভায়ের নিকট আরও অগ্রসর হলেন।

মেজ বাবু আবার বলিলেন—“দাদা! আমি আর বেশীক্ষণ বাঁচিব না আমার যা কিছু বলবার বলে যাই—বাধা দিওনা। শৈবলিনি! তুমি ধীরানন্দ গোস্বমীর কন্যা নও, ধাত্রীর সাহায্যে সূতিকাগার হইতেই তোমাকে স্থানান্তরিত করিয়াছিলাম। সমুদায় এই পাপ ভোগেচ্ছার জন্য। দাদা! আমার কথা পর্যন্ত কইতে ঘৃণা হচ্ছে—আমি ঘোর নারকী। চন্দ্রশেখর আমার হাতেই খুন—(কেন খুন?) বলিয়া বড় বাবু সেখান থেকে চলে গেলেন, ডাকাতি আমার দ্বারাই, দেবনাথ হরণ আমিই করি। আঃ— সৌদামিনি! তুইত আমার এই পরিণামের মূল। তোরই কুহকে পড়ে, আমি পুত্রসম জামাতাকে খুন কল্লেম—দাদা আমায়—উঃ যাই যে। তোকে সুখী করবো বলেইত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সর্ব্বস্ব হরণ করে-ছিলাম। পাপ ঢাকা থাকে না—উঃ! নরক!! কত পাপ করেছি তা'র সংখ্যা নাই—আঃ আঃ—।

মেজ বাবু প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। বাটীতে মহা কান্না পড়িয়া গেল। মেজবাবুর সৎকার কে করিবে। পুত্র নিরুদ্দেশ— কেন নিরুদ্দেশ? কে তাহাকে ভিন্ন দেশে পাঠাইল? পাঠককে আর বলিতে হইবে না। পাঠক মহাশয় একস্থানে কত কি পাইলেন।

## উপসংহার।

কিছু দিন পরে জন প্রবাদ হইল—বিবি রূপিণী তিলোত্তমা সত্য সত্যই গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। শৈলবালার কথাই ঠিক। মোহিনী ও সুরেন্দ্রনাথ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন বটে, তথাপি মৃত্যু পর্য্যন্ত লোক নিন্দা ও সকলের হেয় হইয়া, স্বতন্ত্র আবাসে সমাজের বহির্ভূত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। জীবদ্দশায় ইহাপেক্ষা ঘৃণার বিষয় আর কি হইতে পারে। যে দেখে সেই ধিক্কার দেয়। ক্রমে ক্রমে একটা জনরব উঠিল—প্রাতে তাহাদের যে নাম করিবে, তাহার সমস্ত দিন অনাহারে অতিবাহিত করিতে হয়। এ বিষয় কতদূর সত্য তাহা জানি না। সৌদামিনী অর্থের লোভে দিনকতক নারাণ বাবুর সহিত আমোদে অতিবাহিত করিয়া গলিত কুষ্ঠরোগে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। নারাণ বাবু হাজার টাকার জন্য নিজের পিতাকে খুন করে—বলা বাহুল্য, এসব সৌদামিনীর কুপরামর্শে। পিতৃ হত্যা প্রকাশ হইয়া পড়াতে, বিচারালয়ে দণ্ডিত হয়েন—চিরজীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত।

গয়ারাম ও হারাণের মধ্যে, শৈবলিনীকে লইয়া একটা বিষম বিবাদ ঘটে। গয়ারাম হারাণকে অনেক সময় অপমান করে। হারাণ খুব সতর্কে থাকে—কেমন করে নিজ অপমাণের প্রতিশোধ লইবে। দৈব ঘটনায় একদিন গয়ারামকে পুষ্করণীতে স্নান করিতে দেখিয়া তাহাকে—কালা খোঁচা করিয়া মারে। গয়ারাম সেই পুষ্করণীতে স্নানাবস্থায়ই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। হারাণ পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ফাঁসি কাঠে জীবন বিসর্জ্জন করে।

প্রমোদকিশোর বাবুর পুত্র দেবনাথ স্বয়ং জমীদারের ভার

স্পর্শ করিলেন। নিজ পত্নীর নিকট তিনি অত্যন্ত দোষী ছিলেন—তাহার নিকট নিজ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। উভয়ে দাম্পত্য প্রণয়ে মহাসুখে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

## সতীশ কই ?

পাঠক মহাশয় ! সব মিলিয়াছে। কেবল সতীশ নাই ! সতীশ ! জীবনের কি কোন সাধ নাই, হতভাগা জনকের সৎকার করিবে না ?

মেজ বাবু মানবলীলা সম্বরণ করাতে কেহ নিরানন্দ, আবার কাহারও আনন্দের সীমা নাই। কিছুদিন ধরিয়া মেজ বাবুর জন্য অনেকে শোকাশ্রু পরিত্যাগ করিলেন. দেবনাথ মেজ বাবুর সৎকার করিলেন—শ্রাদ্ধাদি—দেবনাথ দ্বারাই হইল। নিজের পুত্র বর্ত্তমান থাকাতে পাপীর পিণ্ড অপরে দান করিল। যাহা হউক ইহাও একটী পাপের ফল।

পুনর্মিলনে বাটীতে সকলে আনন্দিত ! বীরেন্দ্র নাথের সহিত, পিতাঠাকুর আমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। হায় ! আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিবে না, এই বিবাহ প্রস্তাবে সকলে আনন্দিত : আমার আনন্দ নাই। কেন নাই ? সতীশ গৃহে না থাকা অপেক্ষা অধিক কষ্টকর আর কি হইতে পারে। চারিদিকে আনন্দের উৎস উঠিতেছে, আমার হৃদয়ে শোকের প্রবল শ্রোত প্রবাহিত। জগৎ আমার চক্ষে শূন্যময়, কিছুই ভাল লাগে না। আমার মনে হচ্ছে. আমি সকলের চেয়ে দোষী—জমীদার প্রমোদকিশোর বাবু, যিনি আমার পিতা, তিনি যে সবগুলি হারাইয়াছিলেন—বিধির অভিপ্রায়

নিয়মে ক্রমে ক্রমে সব প্রাপ্ত হইলেন, হায়! শৈবলিনীর প্রিয় সতীশকে পাওয়া গেল না।

রাত্র দ্বিপ্রহর। প্রকৃতি গভীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জগৎকে ভীষণ দেখাইতেছে। আমি ভাবিতেছি—পিতা মহাশয় সব প্রিয় বস্তু পাইলেন, শতীশকে পাওয়া গেল না কেন? স্নেহের সামগ্রী কি এতই দুষ্প্রাপ্য? সতীশের স্নেহপাত্রী কি—আমি। কথনই নয়। নয়ই বা কেন—আমার কথায় সতীশ দেশত্যাগী—তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসা দেখাবার জন্যই সতীশ কি এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন? না—তাঁর অন্য উদ্দেশ্য। যাহা হউক সতীশ আমায় ভালবাসেন, আমি ভালবাসিব না কেন? সতীশ যে আমার ভাই, তবে ভ্রাতার নিকট এ স্বর্গীয় ভালবাসা কোথা হইতে আসিল? বিধাতার এ কি অপূর্ব্ব সংঘটন! ঈশ্বর অবলার সহায় হও। সতীশের মন ফিরাও। জগৎ দেখুক, শৈবলিনী প্রিয় ভ্রাতার জন্য কি না করিতে পারে। সতীশ, আর আমায় প্রণয় সম্ভাষণ করিও না; আমি তোমার ভগিনী। আমার জন্য তুমি বিদেশে গমন করিয়াছ, আমিও চলিলাম—তোমারই উদ্দেশে চলিলাম। তোমাকে ফিরাইব তোমার মন ফিরাইব—এই আমার প্রতিজ্ঞা। যত দিন না পারি তত দিন নিজ সুখ আশা করিব না। বীরেন! ঈশ্বর বড় সাধে বাদ সাধিলেন। কান্না পায় বীরেন!—কেমন করে বিদায় লই দয়াময়! দর্পণে দেখালে ছবি—পাই কই সে মোহন চাঁদে। বীরেন্দ্র! শেষ কথা শুন—বলি—যদি পূর্ণ কামা হই, সতীশকে ফিরাইতে পারি—তবে—নচেৎ পরজন্মে যেন তোমায় আমায় সাক্ষাৎ হয়।

উপসংহার কালে পাঠকের নিকট এই নিবেদন—শৈবলিনীকে পোচক্ষে দেখিবেন।

অভাগিনী সতীশের জন্য উন্মত্তা প্রায়। এই গভীর রজনীতে সতীশের উদ্দেশে শৈবলিনী বাটী পরিত্যাগ করিলেন। লা বাহুল্য বীরেন্দ্রনাথ শৈবলিনীর অন্বেষনার্থে তৎপর দিন হতে নিরুদ্দেশ হইলেন। পরে কি হয় তাহা ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত। রচয়িত্রীর আশা—যেন প্রিয় পাঠকের পুনঃ সাক্ষাৎ লাভ করি—এক্ষণে বিদায়।



সমাপ্ত।

PRINTED AND PUBLISHED BY G. P. ROY AND CO.,
21 *Bowbazar Street, Calcutta.*

# ললনা-মুকুর।

অনন্ত রহস্য।

জনৈকা বঙ্গমহিলার লেখনী প্রসূত।

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ,
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ,
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথাকরোমি।"

কলিকাতা।

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২১ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট—লালবাজার।

সন ১২৯৫ সাল।



রচয়িত্রী।

# নিবেদন পত্র।

পাঠক মহাশয়! গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে আমার এই নিবেদন টুকু অবধারণ করুণ।

"ললনা মুকুর" বঙ্গীয় সাহিত্য সাগরে একখানি ক্ষুদ্রতরী প্রায়। আমার অতুল সাহস বলিতে হইবে যে, আমি এই তরী অবলম্বন করিয়া সাহিত্য পারে যাইতে উৎকণ্ঠিতা। অধুনা বঙ্গভাষায় শিক্ষিত ও শিক্ষিতার অভাব নাই, সেই সাহসে ভর করিয়া, আপনাদের পাঁচ জনের মনোরঞ্জন করিতে যত্নবতী হইলাম। এক্ষণে সহৃদয় পাঠকবর্গ নিজগুণে অত্র সংস্করণের যৎসামান্য, কতকগুলি ভুল পরিহার করিলে চিরবাধিতা হইব। মনে থাকে যেন—এই আমার প্রথম উদ্যম, ততদূর ভাল আশা না করিতেও পারেন। তথাপি এক বার পাঠ করিয়া দেখুন—তাহা হইলেও আমার শ্রম সফল হইবে।—ইতি—

রচয়িত্রী।